কাম্বোডিয়া ঝড়ের পথে

সুনীলকুমার ঘোষ

আরতি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

[illegible] প্রথম প্রকাশ ।।

ষ্ঠ, ১৩৬৭
২রা জুন, ১৯৬০

।। প্রকাশক ।।

বীরেন নাগ
আবর্তি প্রকাশনী
১, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

।। মুদ্রক ।।

মনোরঞ্জন নায়ক
৩৭/১/১, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

।। প্রচ্ছদ ।।

জহর দাস

কাম্বোডিয়ার সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে

কাম্বোডিয়ায় 'নম্' বলতে বোঝায় পাহাড়ী উপত্যকা।

'টনলি স্যাপ'-এর অর্থ বিরাট হ্রদ।

মেকং নদী, আর টনলি স্যাপ।

এ দু'টির সঙ্গম স্থলে ঢালু একটি পাহাড়ী উপত্যকা।

শোনা যায়, প্রায় ছ'শ বছর আগে, অর্থাৎ, চোদ্দশ সালের কাছাকাছি কোন সময়ে, এই উপত্যকায় বসবাস করার জন্যে একটি মহিলা এসেছিলেন ; তাঁর নাম 'পেন'। একদিন বানের জলে ভাসতে ভাসতে একটা কাঠের গুঁড়ি এসে ভিড়লো সেই পাহাড়ের গায়। গুঁড়ির ভেতর থেকে ব্রোনজের তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করলেন পেন। সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে ভিড় করে আসতে লাগল তীর্থযাত্রী আর পুণ্যকামীরা। ধীরে ধীরে বসতি গড়ে উঠলো আশেপাশে। সেই থেকে জায়গাটির নাম হল নম-পেন।

চোদ্দশ' চৌতিরিশ সালে রাজা পোনাম ইয়াত ওইখানে তাঁর রাজধানী বসালেন। তাঁর পরবর্তী রাজারা অবশ্য ওডাঙ-এ রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ; কিন্তু আঠারশো পঁয়ষট্টি সালে রাজা প্রথম নরোদম নম-পেনে আবার তাঁর রাজধানী তুলে নিয়ে এলেন।

আরও প্রায় একশ' বছর কেটে গিয়েছে। এখনও নম-পেন কাম্বোডিয়ার রাজধানী। কিন্তু সেই দেহাতি নম-পেন আর নেই। এখন সে যৌবনোজ্জ্বলা যুবতী। আধুনিক আভরণে ঝলমল করছে তার সারা অঙ্গ।

এই আভরণগুলি কাম্বোডিয়ার নিজস্ব নয়। কেউ দিয়েছে

ভালবেসে, কেউ দিয়েছে ভোগের আশায়। কারও দান, কারও দাদন। ফরাসীরা দিয়েছে আধুনিক বন্দর, সোভিয়েত সরকার দিয়েছে আধুনিক হাসপাতাল; চীন সরকার দান করেছে আধুনিক বেতার কেন্দ্র, কল আর কারখানা, মার্কিনরা দিয়েছে রাজপথ। কাউকে প্রত্যাখ্যান করেনি নম-পেন।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর এই নম-পেন। সায়গন থেকে উত্তর পশ্চিমে এর দূরত্ব হচ্ছে একশ পঁচিশ মাইলের কাছাকাছি। এর বিমানবন্দরটি কেবল আধুনিক নয়, আন্তর্জাতিক। প্রতিদিন কত বিমানই যে এখানে ওঠা নামা করে তার আর ইয়ত্বা নেই। ভি. আই. পি দের জন্যে সুসজ্জিত বিশ্রামাগার, লাউনজ, টয়লেট; সুবেশা তরুণী রিসেপসনিস্ট, ভদ্র আর নম্র; জনসংযোগের সমস্ত কলাবিদ্যা তাঁর নরম চোখের মিষ্টি চাহনিতে, তাঁর ঈষৎ রক্তাভ ঠোঁটের মৃদু সঞ্চরণে।

তবে আপনাকে ফরাসী জানতে হবে! শুধু কাম্বোডিয়ার কথাই বা বলি কেন, সারা ইন্দোচীনেই, এই ফরাসী ভাষার ঐতিহ্য। হয়ত, ফরাসী অধিকারে ছিল বলেই।

ব্যস, আর কোন ঝুটঝামেলা নেই। পাশপোর্ট একটা অবশ্য আপনার থাকা উচিৎ; কিন্তু না থাকলেও আপনাকে নিয়ে কেউ বিশেষ হাঙ্গামা হুজ্জতি করবে না। উত্তর অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনাম যেখান থেকেই আপনি আসুন না কেন তার জন্যে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না আপনাকে। ইচ্ছে হলে আপনি ব্যাঙ্কক বা সিঙ্গাপুর থেকেও আসতে পারেন; কেউ কোন প্রশ্ন করবে না আপনাকে, চীন, মস্কো, লাওস, থাইল্যাণ্ড, অ্যামেরিকা—সকল দেশের জন্যেই নম-পেনের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর খোলা রয়েছে, বিদেশী বলে কারও বিদ্বেষ কুড়োতে হবে না আপনাকে।

নম-পেন সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে এই বিমানবন্দর। বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখ দুটো ঝলসে উঠবে,

কিবা দেখিনু সই যমুনা পুলিনে-র মত আপনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবেন। সহর তো নয়, টারনার সাহেবের আঁকা একখানি ল্যানডস্কেপ। তিন কোটি অ্যামেরিকান ডলারে তৈরি করা মসৃণ রাজপথ দিয়ে রাজহাঁসের মত আপনার গাড়ী তরতর করে এগিয়ে আসবে সহরের মাঝখানে। চোখ আর ফেরাতে পারবেন না আপনি।

কলকাতার মত ঘিন্‌জি সহর নম-পেন নয়। লোকসংখ্যা সাকুল্যে ছ' লাখের মত। ব্যাঙ্ককের মত হাই-ব্রাউ না হলেও, সহরটা বড় সুন্দর। সাততলা থেকে দশ বারো তলা বাড়ী হামেশাই আপনি দেখতে পাবেন। টেলিভিশন ওখানে যত্রতত্র। দেখলে মনে হবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের জন্যে ভারতবর্ষের মত কাতরাতে হয় না ওকে।

গাড়ী বলুন, রেফ্রিজারেটর বলুন, বা যে কোন বিলাস সামগ্রীই বলুন—ইচ্ছে থাকলেই আপনি তা কিনতে পারেন। দাম এখানকার চেয়ে সস্তাই।

ওখানে গেলে জাপানী টেটোরিন দিয়ে তৈরি "মিয়া" শার্ট কিন্তু আপনি পছন্দ না করে পারবেন না। কেবল যে দামে সস্তা তাই নয়, সুন্দর আর টেকসই।

নম-পেনে রাস্তায় হেঁটে আপনি আরাম পাবেন, পার্কে বসে পাবেন স্বস্তি। বিরাট বিরাট চকচকে রাস্তার দুধারে সবুজ গাছের সারি। পার্কে সবুজ ঘাস আর অজস্র ফুলের সমারোহ আপনার চোখ দুটিকে স্নিগ্ধ আবেশে ভরিয়ে দেবে।

প্রথমেই যেটি আপনার চোখের ওপরে ভেসে উঠবে সেটি হল নরোদম রাজবংশের বিরাট প্রাসাদ। রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের আবাসস্থল, প্রাচীন ঐতিহ্য আর চরম আধুনিকতার একটি বিস্ময়কর সমন্বয়। রাজপ্রাসাদের লাগোয়া আপনার চোখে পড়বে বিরাট রূপোর প্যাগোডা, সিংহাসন আর যাদুঘর। দেখতে পাবেন সপ্তম জয়াভর্মা কলামন্দির; এরই কাছাকাছি কলাভবন,

জাতীয় শিল্প তাঁত আর সোনা। তন্তুবায় আর স্বর্ণশিল্পীদের আধুনিক কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। জমকালো পোশাক পরে রাজনর্তকীরা বৌদ্ধজাতক আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাচীন প্রবাদ আর কাহিনীগুলি নিয়ে মূক অভিনয় করে এখানে। স্কুলও চোখ এড়াবে না আপনার; সেই সঙ্গে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়; এইখানে বৌদ্ধ আর পালি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমুদ্র থেকে নম-পেনের দূরত্ব একশ তিয়াত্তর মাইলের কাছাকাছি। তবু মেকং উপত্যকায় নম-পেন একটি কর্মচঞ্চল বন্দর। সারা বছর ধরেই এখানে জাহাজের ভিড় জমে থাকে। স্থলপথেও কমতি যায় না নম-পেন। সায়গন যান, আঙ্কোর বা ব্যাঙ্ককই যান, ভি. আই. পি. রোডগুলি আপনাকে স্বাগত জানাবে। রেলপথে যাবেন? তাতেও অসুবিধে নেই কিছু। এখান থেকে একশ সাঁইতিরিশ মাইল দূরে শ্যাম উপসাগরের কূলে নতুন সামুদ্রিক বন্দর তৈরি হয়েছে— কমপন সম। সপ্তাহের শেষে প্রয়োজন হলে সেখানেও আপনি প্রমোদ ভ্রমণে বেরোতে পারেন।

স্বাধীন কাম্বোডিয়ার স্বাধীন রাজধানী এই নম-পেন।

বার, হোটেল, রেঁস্তোরা, নাইট ক্লাব, এমব্যাসী ক্লাব—কিছুরই অভাব নেই এখানে।

অভাব যা তা হচ্ছে নিরাপত্তার!

কিসের নিরাপত্তা?

দেশের এবং দশের। আর তার জন্যে দায়ী হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক। তাঁরই বৈদেশিক নীতির পঙ্গুতার ফলে দেশটা একেবারে জেরবার হয়ে গেল। তাঁরই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভিয়েতকঙ আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের তথাকথিত বিপ্লবী সরকারের সেনাবাহিনী কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে ঢুকে হামলা সুরু করেছে।

কিন্তু এর জন্যে দায়ী কি সিহানুকের পঙ্গুতা?

না, প্ররোচনা। প্ররোচনা না থাকলে, দেশের মধ্যেও ছোকরা-গুলো, চাষীগুলো, শ্রমিকের দল হো-চি মীনের ছবি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায়? প্ররোচনা না থাকলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যে বিপ্লবী সরকারকে কাম্বোডিয়াই স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম হাজার হাজার হামলাদারদের পাঠাচ্ছে কোন্ সাহসে? আর চীনের জঙ্গী সরকারই বা তাদের মদৎ যোগাচ্ছে কেমন করে?

কথাটা ভাববার মতই।

কিন্তু এই সব বিদেশী হামলাদারদের সংখ্যা কত?

কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী, এবং বর্তমান কর্ণধার জেনারেল লন-নলের মতে এদের সংখ্যা হচ্ছে চার লাখ থেকে সাড়ে চার লাখের মত। সারা কাম্বোডিয়ার জনসংখ্যাই হ'ল সাকুল্যে ষাট লাখ। সেই তুলনায় হামলাদারদের সংখ্যা কি কম?

ব্যাপারটা গুরুতর সন্দেহ নেই।

দেশের যারা হিতাকাঙ্খী তারা দেশের স্বার্থকে এভাবে বিসর্জন দিতে পারে না। অথচ রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের ক্ষমতা এতই প্রবল যে তাঁকে টপকিয়ে কিছু করাও সম্ভব নয়। করতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখে দাঁড়াতে কেউ রাজি হয়নি। প্রাণটাই যদি বরবাদ হয়ে যায় তাহলে দেশটাকে নিয়ে স্বাদআহ্লাদ করবে কে?

কথাই রয়েছে, যা করা উচিৎ তা যখন তুমি করতে পারছ না, তখন সুযোগ না আসা পর্যন্ত যা করছ তাই করে যাও। সাপকে মারতে না পারলে ঘাঁটিয়ো না, তাতে হিতে বিপরীত ঘটবে। দেশপ্রেমিকরা তাই এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় বসে-বসে দিন গুনছিল।

হঠাৎ সে-সুযোগ এসে গেল। চিকিৎসার জন্যে প্রিন্স নরোদম

সিহানুক প্যারিসে গেলেন। সেখান থেকে যাবেন মস্কো, মস্কো থেকে পিকিং। মস্কো আর চীনের সঙ্গে তাঁর কী গোপন শলা-পরামর্শ ছিল জানি নে ; কিন্তু লন-নলের মত দেশ প্রেমিকরা এ সুযোগ ছাড়লো না। কাম্বোডিয়ার রাজনীতিতে একটা জরুরী পরিবর্তন ঘটে গেল।

দিনটা হল আঠারই মার্চ ; উনিশ শ' সত্তর সাল

সকাল থেকেই নম-পেনে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা গেল ; কিছুটা অস্থিরতা আর ফিসফিসানি ; পথিকদের সন্ত্রস্থভাবে এদিকে ওদিকে তাকানো ; রাস্তায় রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ী, আর মিলিটারি ট্রাকের টহলদারি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে উৎসুক সহরবাসীদের জটলা সুরু হল, অফিসে-অফিসে সুরু হল আলোচনা। সরকারী বাড়ী, অফিস, কাছারি, বেতারকেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দপ্তরখানায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হল। নম-পেন আর সিয়েম রীপ—এ দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মিলিটারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল ; জোর গুজব রটলো, সরকারী আদেশে বিমানবন্দর দুটিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ফ্লাইট স্থগিত রইল।

কিন্তু কেন ?

বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যেই সবাই জেনে গেল ব্যাপার কী। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের বিচারসভা বসল বেলা সাড়ে বারোটার সময়। আলোচনার বিষয়বস্তুটা কী, কারা কারা তাতে যোগ দেবে, এবং উপসংহারটাই বা কী দাঁড়াবে এসব বিষয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যদের মধ্যে কোন রকম সংশয় ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

না, না ; ক্যু-ডেটার মত কুশ্রী জিনিস ওটা নয় ; দস্তুরমত কাম্বোডিয়ার সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সুচিন্তিত বিচার। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ

থেকে অপসারিত করা হল। 'মার্ডার' শব্দটা এক্ষেত্রে যদি আপনাদের উচ্চারণ করতেই হয় তাহলে বলতে হবে "জুডিশিয়্যাল মার্ডার"। কিছুক্ষণের মধ্যেই নয়া সরকারের বিবৃতিটি নম-পেনের বেতার কেন্দ্র থেকে বার বার প্রচার করা হল। আঠারই মার্চ সিঙ্গাপুর বেতার থেকে যেটুকু প্রচারিত হল তার মমার্থ হচ্ছে: আজ যে পরিবর্তনের সূচনা হল সেটি শাসনতন্ত্রের দিক থেকে নিয়মমাফিক হয়েছে। দেশের মধ্যে যে একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিগত কয়েকটি দিনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যাবে। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে রয়্যাল কাউনসিল আর ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান রাষ্ট্রনায়ক প্রিন্স নরোদম সিহানুকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

আজ, আঠারই মার্চ, উনিশ শ' সত্তর সালের বেলা একটা থেকে প্রিন্স নরোদম সিহানুক আর আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নন। তাঁর স্থানে বসানো হয়েছে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান মিঃ চেন হেঙকে। যতদিন পর্যন্ত নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত না হন, ততদিন পর্যন্ত মিঃ চেন হেঙ-ই রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ চালিয়ে যাবেন।

কিন্তু এহো বাহ্য।

আসল সংবাদটা রয়টার ফাঁস করে দিয়েছে। সায়গন থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি যে সংবাদ সংগ্রহ করেছে তা থেকে বোঝা যায় যে কাম্বোডিয়ার আসল ক্ষমতা চলে গিয়েছে প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছাপান্ন বছর বয়সের জেনারেল লন-নল আর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিসোয়াথ সিরিকমাতকের হাতে। এঁরাই হচ্ছেন নয়া কাম্বোডিয়ার দুই নায়ক।

কিন্তু আঠারই মার্চের আগে থেকেই এর প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল। নরোদম সিহানুকের অনুপস্থিতিকে মূলধন করে লন-নলের গুণমুগ্ধেরা

যে চাল চেলেছিল সেটা যাতে বেচাল হয়ে না যায় সেই ভয়ে রাস্তা আর জাতীয় পরিষদ কোনটাই বাদ দেয় নি তারা।

দশই মার্চ উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলিতে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়েছে তারা। তারা চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে হতচ্ছাড়া ভিয়েতকঙদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে দেশটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারা গুপ্তচরের মারফৎ সংবাদ পেয়েছে যে দেশের কিছু লোক সেই সব হামলাদারদের প্রশ্রয় আর আশ্রয় দিচ্ছে। বিশেষ করে কাম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামের যেসব স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছে তাদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েই এই সব ভিয়েতকঙ গেরীলারা কাম্বোডিয়ার ওপরে উৎপাৎ করছে। এদেরই পরোক্ষ সাহস যোগাচ্ছেন ওই প্রিন্স নারোদম সিংহানুক। দেশের যিনি রক্ষক তিনিই আজ ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ইত্যাদি।

ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির জনৈক দেশপ্রেমিক সদস্য এই বক্তৃতাটি দেওয়ার পরেই সেটি নম-পেনের বেতার আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল।

পরের দিন লন-নল-পন্থী একদল ছাত্র ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম, আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের দূতাবাসগুলির ওপরে আক্রমণ করেছে; দূতাবাসের আসবাব, কাগজপত্র, আর কিছু গাড়ী ভস্মীভূত করে দিয়েছে তারা।

তাতেও ক্ষ্যান্ত হয় নি তারা। ওই দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়া সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, বন্ধ করে দিয়েছে দূতাবাস।

আঠারই মার্চ কাম্বোডিয়ার নিয়মতান্ত্রিক আর সাংবিধানিক নয়া জোট জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে: সাবধান। দেশের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে ষাট হাজারের মত ভিয়েতকঙ জমায়েত হয়ে নম-পেনের দিকে এগিয়ে আসছে। এই ভিয়েতনাম আবহমান কাল থেকে কাম্বোডিয়াকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। দেশের শত্রু

নরোদম সিহানুক কমিউনিস্টদের দালাল। অতএব সাবধান। দেশের শত্রুদের ধ্বংস কর। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। ইত্যাদি।

ওদিকে চুপচাপ বসেছিল অ্যামেরিকা। লন নলের দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখে হাততালি দিয়ে বলল: সাবাস ভাইহো, এইত শের কা বাত। মৎ ঘাবড়াও। তোমাদের নয়া সরকারকে স্বাগত জানালাম আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত জানাল ব্যাঙ্কক, লাওস, আর সায়গন।

নিয়মতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কাম্বোডিয়ার জাতীয় পরিষদের উভয় কক্ষই কমিউনিষ্ট ভিয়েতনামের আগ্রাসী আক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নয়া সরকারকে সৈন্য বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। তার জন্যে যত টাকাই খরচ হোক না কেন পিছপাও হওয়ার প্রয়োজন নেই। খ্মার সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে যারাই ভিয়েতকঙ-বিরোধী কাজ করেছে তাদেরই সমর্থন জানিয়েছে যুগ্ম পরিষদ।

যুগ্ম পরিষদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কাম্বোডিয়ার মন্ত্রীপরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিন্স সিরিক-মাতক ভিয়েতনামের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেই চুপ করে থাকেন নি; সেই সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যচুক্তিই বাতিল করে দেওয়া হোক এ-সুপারিশও করেছেন। কাম্বোডিয়ার সৈন্য যাতে আরও এক লাখের মত বৃদ্ধি পায় তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও তিনি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক তখন কাম্বোডিয়ার বাইরে। দেশের মধ্যে যে একটা গোলমাল চলছে তা তিনি জানতেন। কিন্তু সেটি যে হঠাৎ এরকম আকার ধারণ করবে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি প্যারিসে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্যে।

লণ্ডন থেকে সতেরই মার্চ একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যে

সংবাদ পাঠিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় প্রিন্স সিহানুক মস্কো থেকে পিকিং হয়ে স্বদেশে ফিরে যাবেন। সেখানে কমিউনিস্ট-বিরোধী চরম দক্ষিণপন্থী দলটি ভিয়েতকঙ সেনাবাহিনীর তথাকথিত অনুপ্রবেশকে মূলধন করে একটি বেশ সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পারলে চরমপন্থী দল যে কোন মুহূর্তে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

সিহানুক কি নিজেই বিশ্বাস করতেন যে সত্যি সত্যিই ভিয়েত-কঙ-এর সেনাবাহিনী কাম্বোডিয়ার ভেতরে ঢুকে উৎপাত সুরু করেছে? উৎপাত কিছুটা যে হচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু কারা তা করছিল সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে হাজার চল্লিশের মত ভিয়েতনামী সায়গন সরকারের অত্যাচারে কাম্বোডিয়ার সীমান্তে পালিয়ে এসেছিল সেকথা ঠিক। তারা নাকি সব দাগী ভিয়েতকঙ। তাদের আশ্রয় দেবে না দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার রাষ্ট্র। তাদের ওপরেই চরম দক্ষিণ-পন্থীদের আক্রোষ। ব্যাপারটা নিয়ে সিহানুকেরও উদ্বেগ কম ছিল না।

তারই একটা ফয়সালা করার জন্যে তিনি মস্কোতে এসেছিলেন। কোসিগিন আর ব্রেজনেভের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি পিকিং রওনা হয়েছিলেন। মস্কোর ভানু কোভো বিমানবন্দরে সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী মিঃ কোসিগিন এসেছিলেন তাঁকে বিমানে তুলে দেওয়ার জন্যে।

সেইখানেই সিহানুককে তিনি সংবাদটি দিলেন, কাম্বোডিয়াতে বিশুদ্ধ সাংবিধানিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। পরিষদের উভয় কক্ষ তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

এইখানেই শেষ নয়। পাছে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে জন-সাধারণের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেন এই ভয়ে কাম্বোডিয়ায় ফিরে আসা তাঁর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাঁর নয়, তাঁর সংসারের

কেউ আর ঢুকতে পারবেন না; তাঁর বন্ধু-বান্ধব, অনুচররাও ওই আইনের আওতার মধ্যে পড়েন।

তাতেও শেষ পর্যন্ত সুবিধে হবে কিনা বুঝতে না পেরে নয়া সরকারের আস্থাভাজনেরা দেশের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, রাজা-বাদশারা আজকাল হল পুরানো আসবাবপত্রের সামিল, অচল। সুতরাং, কাম্বোডিয়ার সংবিধান থেকে শ্বেত হস্তীটিকে সরিয়ে বনবাসে পাঠিয়ে দাও। রাজতন্ত্রকে হটিয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্র কায়েমী কর।

আবার কেউ কেউ বলছে: রাজার অভাব কি কাম্বোডিয়াতে? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। রাজবংশের কত রাজকুমার সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। তাদের একজনকে বসিয়ে দাও। মজাটা জমবে ভাল।

কথাটা তেতো হলেও কিন্তু সত্যি। নরোদম আর সিসোয়াথ বংশের মধ্যে ওই সিংহাসন নিয়েই তিক্ততার আর অন্ত ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কি রাজা আঙ ডুয়াঙ-ই খাল কেটে ঘরের মধ্যে কুমীর ডেকে এনেছিলেন। আঠারশ তেষট্টি সালে আনামের রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্যে তিনি ফরাসীদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ফরাসীরা সৈন্য আর টাকা দিয়ে তাঁকে সাহায্যও করেছিল। কিন্তু তার জন্যে খেসারৎ কাম্বোডিয়াকে কম দিতে হয় নি। ফ্রান্স সুদশুদ্ধ উসুল করে নিয়েছিল। সেই বদান্যতার দাম দিতে হয়েছিল কাম্বোডিয়াকে ফ্রান্সের রক্ষিতা হয়ে।

সেই থেকেই ফ্রান্স কাম্বোডিয়ার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করে। রাজা আঙ ডুয়াঙ-এর মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের আশীর্বাদ নিয়ে প্রথম নরোদম রাজা হলেন। কিন্তু নরোদমের সঙ্গে ফরাসীদের বিশেষ বানবনা ছিল না। রাজার ক্ষমতায় হাত দেওয়ার ফলে রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। পরিণামে দাঁড়ায় দু'টি বিদ্রোহ; একটি আঠারশ ছেষট্টি সালে, আর একটি আঠারশ পঁচাশিতে।

প্রথম নরোদমের মৃত্যুর পর ফরাসী সরকার নতুন চাল চাললো। নরোদমের ছেলের দাবি অগ্রাহ্য করে ভাই সিসোয়াথকে সিংহাসনে বসালো। খ্মার জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ছাড়া সিংহাসন পাওয়ার আর কোন যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাঁর ছেলে মনিভঙও ফরাসী প্রভুদের সেবা করে গিয়েছেন।

মনিভঙ-এর মৃত্যুর পরে আবার একটা নতুন চাল চাললো ফরাসীরা। রাজসিংহাসন আবার নরোদমের বংশে ফিরিয়ে দিল। প্রিন্স নরোদম সিহানুক রাজা হলেন। এইভাবে নরোদম আর সিসোয়াথদের মধ্যে রাজসিংহাসন নিয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা সুরু হল তার প্রথম উৎসাহ এসেছিল ফরাসীদের কাছ থেকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সুরু হল ষড়যন্ত্র। রাজা সিহানুক উনিশশ পঞ্চান্ন সালের দোসরা মার্চ সিংহাসন পরিত্যাগ করলেন। ফরাসী সরকার তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দিয়েছিলেন, কথাটা সত্যি; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে ষড়যন্ত্র। রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে এই ষড়যন্ত্র অশরীরী আত্মার মত ঘুরে বেড়াত।

সকলেরই শ্যেন দৃষ্টি ওই তক্তাউসের ওপরে।

নয়া সরকারের ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার প্রিন্স সিরিকমাতক; লন-নলের ঘনিষ্ট বন্ধু, আর নয়া অভ্যুত্থানের একজন পুরানো পাণ্ডা। তাঁরও লক্ষ্য ছিল ওই সিংহাসনের ওপরে, আর তার জন্যে ষড়যন্ত্র তিনি কি কম করেছেন?

কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি যখন জাপানে ছিলেন সেই সময়েই আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে গোপনে গোপনে অনেক শলাপরামর্শ তিনি করেছেন।

রাজা হিসাবে তেরটি বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতাই নরোদম সিহানুকের পক্ষে যথেষ্ট। সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন প্রাণ গেলেও আর তিনি কোন দিন রাজা হবেন না। তাঁর বংশধরেরাও কোন দিন যেন রাজা হওয়ার কথা চিন্তা না করেন।

তিনি রাজা না হলে কী হবে? রাজা হ'তে চাওয়ার অভাব কোথায় লোকের? সিংহাসনতো একটা; কিন্তু খদ্দের যে অসংখ্য।

শেষ পর্যন্ত রাজমাতা, অর্থাৎ, সিহানুকের মা-কেই সিংহাসন দেওয়া হল। তিনিই এখনো পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার রাজ্ঞী।

সুতরাং নয়া জুন্টা তাঁকে সরানোর জন্যে যে যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে সেদিক থেকে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বললেন: কাম্বোডিয়ার চরম দক্ষিণপন্থীরা যদি আমাদের মিত্রশক্তি ভিয়েতনামের ওপর জঘন্য আঘাত হানার চেষ্টা করে তাহলে কাম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক মন্তব্য করলেন: অর্থ আর অস্ত্রবলের দিক থেকে আমেরিকা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী; তবু তারা সফল হবে না; ভিয়েতনামকে কিছুতেই তারা হারাতে পারবে না।

কাম্বোডিয়ায় যে নয়া অভ্যুত্থান ঘটলো সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী জানতে চাওয়া হলে রয়টারের সংবাদদাতার কাছে তিনি বলেন: মিঃ কোসিগিন আর মিঃ ব্রেজনেভ আমার সঙ্গে একমত যে ইন্দো-চায়না যুদ্ধের পরে ভিয়েতনাম আর সমাজতন্ত্রী দেশগুলি আমাদের সার্বভৌমত্ব, দেশের ভৌগলিক পরিধি আর সীমান্তগুলি স্বীকার করে নেবে; কিন্তু এটাও তারা মনে করে রাখবে যে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর আগ্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যখন তারা জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করছিল ঠিক সেই সময় সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচিত আর একটি দেশ পেছন থেকে তাকে ছোরা মেরেছে।

কিন্তু তিনি কী করবেন? দেশে ফিরে যাবেন?

মস্কোর কূটনৈতিক মহলের সংবাদে প্রকাশ, তিনি দেশে ফিরে যাবেন। গ্রেপতার হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও, তাঁর প্রাণনাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বঝতে পেরেও তিনি দেশেই ফিরে যাবেন।

জনসাধারণ যাতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত না হয়, নয়া জুণ্টা তাদের কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে সেটা যাতে তারা বুঝতে পারে সেইজন্যেই দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর কর্তব্য।

একটা দেশের কাছে বিশেষ কোন মানুষের জীবন বড় নয়, তা তিনি রাজাই হোক, বা, রাষ্ট্রপ্রধানই হোক।

কাম্বোডিয়াতে রাণী সিসোয়াথকেও উনিশে মার্চ যে তারবার্তাটি পাঠিয়েছিলেন তারই মাধ্যমে ভিয়েতনামবিরোধী যে সরকার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পিকিং-এ এসে হয়ত তাঁর সাম্প্রতিক কর্মসূচীর কিছুটা রদবদল হয়েছিল। এই কর্মসূচীর মোটামুটি একটা ধারণা তিনি আমাদের দিয়েছেন। সেটি হল, কাম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং নিরপেক্ষতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিদেশেই তিনি একটি সরকার গঠন করবেন। অ্যামেরিকার দালালরা যদি তাদের পথ পরিবর্তন না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে যাবেন।

নম-পেনে তাঁর শত্রুচক্রের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন: ন্যাশন্যাল রেফারেনডামের ভিত্তিতে জনসাধারণ যদি তাঁর ওপরে অনাস্থা প্রকাশ করে তাহলে তিনি তাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে নেবেন।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন তাঁকে পদচ্যুত করার জন্যে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলি যে নির্দেশ দিয়েছেন সে নির্দেশ "বেআইনি এবং অসংবিধানিক"। কাম্বোডিয়ার সংবিধানে এমন কোন ধারা নেই যার বলে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করা যায়। তাঁর মতে, The present situation had been "cynically and deliberately created by the group behind the coup to meet their personal ambitions and greed and those of the C. I. A of the U. S. A.

বেশ বোঝা গেল, প্রিন্স সিহানুকের বৈদেশিক নীতির বিরোধিতা

করার মানুষ রয়েছে কাম্বোডিয়ায়; আর তারা বেশ একটি শক্তিশালী চক্রের অন্তর্ভুক্ত। উনিশ শ' একচল্লিশ সালে প্রিন্স নরোদম কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন; উনিশ শ' সত্তর সালের মার্চ মাসে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। এই দীর্ঘ সময়ের শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে রয়েছে। কাম্বোডিয়াতে কোন্ কোন্ চক্র কীভাবে কাজ করছে সে সংবাদ তাঁর জানা ছিল না একথা মানতে আমরা রাজী নই। অথচ সব জানা সত্বেও দেশকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে কোন্ সাহসে তিনি বিদেশে গেলেন তারও কোন সদুত্তর আমাদের কাছে নেই।

অনেকে মনে করেন, দেশে থাকলেও এই পরিস্থিতি তিনি এড়াতে পারতেন না। তিনি নিরপেক্ষ সহঅবস্থান নীতির পরিপোশক ছিলেন বলেই হয়ত শক্তিশালী ফিউডাল চক্র তাঁকে সুনজরে দেখতে পারেনি। অ্যামেরিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেই ওই চক্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেঁধেছিলে। তারই ফলে তিনি হয়ত অন্য শিবিরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, তিনি মস্কো আর পিকিং-এর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক হবে মনে করে লন-নল জুন্টা তীব্র বেগে আঘাত করল সিহানুককে।

এই অভ্যুত্থানের পেছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে সিহানুক তা জানতেন। তিনি জানতেন, যে-শক্তি কোরিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছে, ভিয়েতনাম আর লাওসে আগুন জ্বালিয়েছে, গোটা ল্যাটিন অ্যামেরিকাকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, কাম্বোডিয়ার অভ্যুত্থানের পেছনেও সেই শক্তির লীলাখেলা চলেছে; আর লন-নল চক্র হচ্ছে সেই শক্তিরই একটি প্রকাশ মাত্র।

তেইশে মার্চ একটি বাণীতে সিরিকমাতক-লননল-চেঙ চেঙ

চক্রকে স্বীকার না করার জন্যে সিহানুক সমস্ত বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন: খ্মার জাতির পক্ষ থেকে খ্মারের বন্ধুস্থানীয় সরকার আর জনসাধারণকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন কামপুচিয়ার ন্যাশন্যাল য়ুনাইটেড ফ্রন্টকে সাহায্য করেন, এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের এই কথাটাও আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আজ যারা কাম্বোডিয়ার শাসনতন্ত্র জবরদখল করেছে তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক আর রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলটা কী দাঁড়াবে সে-কথাটাও যেন তাঁরা ভাল করে ভেবে দেখেন। যদি তাঁরা তা ভাবতে না চান, তাহলে, ভবিষ্যতে প্রগতিশীল কাম্বোডিয়ার জনসরকারের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন।

তিনি বলেন, লন-নল সরকার সায়গনে থিউকি, ব্যাঙ্ককে কিলিকাচোভু. তাইওয়ানে চিয়াং কাইশেক আর সিউলে পাক জঙ্ হি-র মত সামরিক সরকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার অর্থই হচ্ছে শান্তি, ন্যায়, আর স্বাধীনতা পরিত্যাগ ক'রে রক্তলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলানো। অতএব, বাঁচতে যদি চাও তো তফাৎ যাও।

এইখানেই তিনি থামেন নি। কাম্বোডিয়ার রাজনীতিবিদ, সামরিক আর অসামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: বিবেক আপনাদের কী বলে, বা সংসার আর পার্থিব সম্পদের মোহ এবং প্ররোচনায় বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের কী করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ইচ্ছামত কাজ করার জন্যে মুক্ত; কিন্তু একথা আপনাদের আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের তাঁবেদার লন-নল সিরিকমাতক চেঙ হেঙ চক্রের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ঘটবে জাতীয়তাবাদী আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির হাতে। এই পরাজয়ের

পরে কামপুচিয়াদের ন্যাশনাল য়ুনাইটেড ফ্রন্ট আর কামপুচিয়ার ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সহযোগিতায় কাম্বোডিয়ায় যে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে সেই সরকার, যারা জাতীয় সংগ্রামকে কোন অছিলায় পরিহার করে চলবে, যারা প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, দেশের শত্রু, আর অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবে সেইসব বিশ্বাসঘাতক প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমা করবে না; সবসমক্ষে বিচার করে চরম দণ্ড দেবে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু আর কাম্বোডিয়ার বন্ধুদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন: বিশ্বাসঘাতকদের চক্র স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেশকে অরাজকতা আর যুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে উদ্বোধিত না করে সেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কাম্বোডিয়ার সৈন্যদের ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করেছে। নতুন ফ্যাসিস্ত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা সামান্য মাত্র প্রতিবাদও জানাচ্ছে তাদের ওপরে নৃশংশ অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

দেশের ভেতরে আর বাইরে যে সমস্ত লাখ লাখ খ্মার জনসাধারণ রয়েছেন, বিশ্বাসঘাতক আর অ্যামেরিকান প্রভুদের বেতনভুক দেশদ্রোহীদের পরাজিত করার জন্যে তাঁদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একথাও জানাতে ভুলেন নি যে দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর তিনি আর রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন না; দেশকে পুনর্গঠন আর রক্ষা করার ভার তিনি প্রগতিশীল যুবক সম্প্রদায়ের হাতেই ছেড়ে দেবেন।

দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রিন্স নরোদম সিহানুক লন-নল সরকার এবং আইন সভার দুটি সংসদকেই বাতিল করে দিয়েছেন। নম-পেন জোটের প্রচারিত কোন আইন বা অনুশাসন মেনে নিতে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণকে তিনি নিষেধ করেছেন। একটি জাতীয় সরকার, জাতীয় মুক্তি ফৌজ এবং খ্মার জাতির

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি একটি অস্থায়ী মন্ত্রণালয় গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন দেশকে মুক্ত করাই হল তাঁদের প্রথম কাজ। শত্রুর বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করতে চান তাঁদের সকলকে তিনি অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেবেন, যুদ্ধ শিক্ষা দেবেন ; আর সেই জন্যে কাম্বোডিয়াতেই তিনি একটি কলেজ স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন।

সিহানুকের অনুপস্থিতিতে লন-নল সরকার ভেবেছিল সংবিধানের গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেশের মানুষকে একটা ধোঁকার মধ্যে ফেলে দেবে। আঠারই মার্চের নীতিটিকে তারা অভিনন্দন জানাবে, ভগবানের আশীর্বাদ বলে স্বীকার করে নেবে।

কথাটা সত্যি যে লন-নল সরকারের বিরাট ঢক্কানিনাদে দেশের জনসাধারণ কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। আঠারই মার্চের পরে সাতটা দিন কেমন যেন ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল তাদের। রাষ্ট্রপ্রধান সিহানুকের পদচ্যুতি কেবল অকস্মাতই নয়, অবিশ্বাস্যও।

এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে নয়া সরকার দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিহানুকের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি পুনরাধিকার করার জন্যে অ্যামেরিকা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের পেশাদারী সৈন্যদের আহ্বান জানিয়েছে। এরই মধ্যে অন্তত চারবার অ্যামেরিকান সৈন্যেরা কাম্বোডিয়ার ভেতরে ঢুকে শান্তিপূর্ণ সুদূর গ্রামাঞ্চলের ওপরে বোমা বর্ষণ করেছে। কাম্বোডিয়ার পশ্চিম সীমান্তে তার সৈন্যবহর পাঠিয়ে দিয়েছে থাইল্যানড। মহড়া চলেছে ইন্দোচীনের সব কটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে।

এইখানেই তোড়জোড়ের শেষ হয়নি। লন-নল সরকারের, অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম করলে যাতে উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে সায়গন আর ব্যাঙ্ককে এস-ও-এর

পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া চারশ ছিয়াশী জন ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

প্রচার করা হল নরোদম সিহানুক কমিউনিস্ট; কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করে ভিয়েতনামের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছেন তিনি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার ভিয়েতকঙ কামান, বন্দুক, আর মর্টার নিয়ে কাম্বোডিয়ার নির্দোষ জনসাধারণের ওপরে অত্যাচার করছে, নারীপুরুষ নির্বিশেষে হত্যা করছে সকলকে।

সাড়ম্বরে আর বিপুল উদ্দীপনায় সিহানুকের ভিয়েতনাম প্রীতির সমালোচনা চলল; রেডিয়ো আর খবরের কাগজ ভিয়েতকঙ জুজুর ভয় দেখিয়ে সারা কাম্বোডিয়ার মানুষকে চমকে দিল। দৈনন্দিন বুলেটিনে নম-পেনের নয়া জোট ভিয়েতকঙদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছে সেগুলি থেকেই তার প্রচার সাহিত্যের বনেদীয়ানার হদিস পাওয়া যাবে কিছুটা:

২৯শে মার্চের খবর: Vietcong forces backing Cambodian sympathisers of the deposed Head of State, Prince Norodom Sihanouk were 54 kilometres from Phnom Penh.

৩০শে মার্চের খবর: Vietcong troops were only 30 miles away.

১লা এপ্রিলের সংবাদ আরও কৌতুকজনক: Vietcong soldiers calling themselves members of Sihanouk resistence movement occupied positions 12 miles into the interior of the Cambodian province of Prey Veng.

২রা এপ্রিলের সংবাদ: The North Vietnamese and Vietcong, backing appeals by the deposed Prince Norodom Sihanouk to overthrow the new Government attacked a detachment of Cambodian soldiers

in Kratie province, 80 miles away from Phnom Penh.

প্রচার চলছে তো চলছেই, তার আর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

কয়েকটা দিন গুম্ হয়ে থাকার পরেই কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ মাথা নাড়া দিয়ে উঠল।

ভিয়েতকঙ সৈন্য কত এসেছে?

তা হাজার ষাটেক তো বটে।

লাওসেও তো গাড়ী গাড়ী ভিয়েতনাম গিয়েছে শুনলাম।

লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স শোভানা পোমা শো বলেন পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। অ্যামেরিকাও সেই পরিসংখ্যান মেনে নিয়েছে।

মানুষগুলি আর একবার মাথা ঝাঁকানি দিয়ে নিল।

সাকুল্যে তাহলে দাঁড়াল কত?

দেড় লাখ।

হো-হো করে হেসে উঠলো তারা। মাথা নেড়ে কেউ কেউ মন্তব্য করল:। তাহলে বোঝা যাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামকে অ্যামেরিকার হাত থেকে বাঁচানোর আর পথ নেই। তাই তারা লাওস আর কাম্বোডিয়া জয় করতে বেরিয়েছে।

কিন্তু আসল খবরটা কী বলত? ভিয়েতকঙরা নাকি কাম্বোডিয়ার সীমান্তে বেয়াদপের মত হামলা জুড়ে দিয়েছে? কথাটা কি ঠিক?

কিছু লোক চটে উঠে বলল: কী করে ঠিক হবে? এইত গত বছর স্বয়ং সিহানুক এক ডজন সংবাদপ্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা আর ইন্টারন্যাশন্যাল কনট্রোল কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত অঞ্চলগুলি সরেজমিনে গিয়েছিলেন। তারা নিজেদের মুখে স্বীকার করেছে সব মিথ্যে; সব ঝুটা বাত। অন্তত যা রটনা করা হচ্ছে ঘটনা তার একশ ভাগেরও এক ভাগ নয়।

তাছাড়া, ওয়াশিংটন পোস্টের বিশেষ সংবাদদাতা টি, ডি, অলম্যান সাহেব কী বলেছেন? ক্যু-র ঠিক আগেই তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের

সীমান্তে কাম্বোডিয়ার প্রদেশগুলিতে গিয়েছিলেন ভিয়েতকঙ জুজুদের চর্ম চোখে দেখার জন্যে। তিনি ওই সব অঞ্চলে একটিও ভিয়েতকঙ দেখতে পান নি। তিনি যা স্বচক্ষে দেখেছেন তা হচ্ছে আমেরিকান বোম্বার। সেগুলি কাম্বোডিয়ার শান্ত গ্রামাঞ্চলে বোমা ফেলে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলছে। তিনি দেখেছেন ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। আর শুনেছেন কান্না এবং হাহাকার।

তাহলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লন-নল সরকার পঙ্গপালের মত এত হাজার হাজার ভিয়েতকঙ জুজু দেখছে কোথা থেকে?

কোথা থেকে দেখছে ভগবান জানেন। তবে মুক্তিযোদ্ধা হলেই যদি কাউকে ভিয়েতকঙ গেরীলা বোঝায় তাহলে অবশ্য সেরকম বস্তু লাওসেও রয়েছে, কাম্বোডিয়াতেও রয়েছে। প্যাথেট লাও, অর্থাৎ লাওসের মুক্তিযোদ্ধারা যাদের আমরা 'খ্মার রুজ' বলি, কোন দিন আমেরিকার তাঁবেদার শোভানা পোমাকে সহ্য করতে পারে নি।

পারলে, উনিশশ' চুয়ান্ন সালে জেনিভা কনফারেনস-এর মধ্যস্থতায় লাওস দু'টুকরো হয়ে যেত না। আর তারই এক টুকরো দাদন দিয়ে আমেরিকা শোভানা পোমাকে বন্দকী রেখে এশিয়ার পূর্ব প্রাচ্যে রাজনীতির পাশা খেলায় শকুনি মামার অভিনয়ে নামতো না।

তা ছাড়া, শুধু আমেরিকাকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী?

লাওসের তাতানো কড়ায় আস্কে পিঠে ভেজে খায় নি কে? সুযোগ যারা পেয়েছে তারা কেউ ছেড়ে কথা কয়নি। শ্রীবিষ্ণুর নাম করে পংক্তিভোজনের আসনে বসে খোল করতাল বাজিয়েছে।

সত্যিকথা বলতে কি উনিশ শ' সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত লাওস ছিল শ্যামের অধীনে। কথায় রয়েছে না, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারার গোঁসাই! শ্যাম ছিল সেই কিল মারার গোঁসাই বাবা। ভাত দেওয়া চুলোয় যাক, লাওসের ভাত কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর

কোন মহৎ কার্য তার ছিল না। অন্তর্দ্বন্দ্বে লাওসের অবস্থাও তখন রীতিমত কাহিল।

এমন সময় দক্ষিণ চীনে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হল। চীনা দস্যুরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ল সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি লুট করার জন্যে। হামলাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়ল লাওসের সীমান্তে। ডাকাতদের হাতে মার খাওয়ার চেয়ে শক্তিমান রাজার পায়ের তলায় প'ড়ে থাকা অনেক ভাল; তাতে জানটা হয়ত শেষ পর্যন্ত যায়, কিন্তু ইজ্জৎ নষ্ট হয় না কোনদিন।

এই আশায় লুয়াঙ প্রবঙ-এর রাজা ফরাসী সরকারকে ডেকে পাঠালেন। ফরাসীরা তখন সারা ভিয়েতনাম গ্রাস করে বসে রয়েছে।

রাজা বললেন: লাওসের ওপরে ভিয়েতনামের দাবি পুরা-কালের। তোমরা হচ্ছ ভিয়েতনামের নবাব বাহাদুর। সুতরাং লাওসের ওপরে তোমাদেরও দাবি রয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে সেই দাবি তোমরা আদায় করে নিতে পার, অবশ্য গায়ে যদি জোর থাকে।

শ্যামও কমতি কিসের? সতেরশ আঠাত্তর সাল থেকেই সে লাওসের নাকে দড়ি দিয়ে ঘানি টেনে আসছে। আঠারশ সাতাশ সালে ক্যাও অ্যানো যখন রুখে দাঁড়াল তখন ওই শ্যাম তাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে রাজধানী ভিয়েনটিনকে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

আর ওই লুয়াঙ প্রবঙ-এর রাজাই বা কী এমন এলেমদার যে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করছে!

ফ্রান্স তো উঁচিয়েই বসেছিল। রাজার অভ্যর্থনা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলল: ঠিক কথা। তোমরা আমাদের তাঁবেদার।

আস্তিন গুটিয়ে ছুটে এল শ্যাম।

দু'দলেই যুদ্ধ হল প্রচণ্ড। আঠারশ তিরানব্বই সালে সন্ধি হল

দুজনের। সেই সন্ধির সর্ত অনুসারে মেকং নদীর পূর্বে লাওসের যা ছিল সবই ছেড়ে দিতে হল ফ্র্যান্সকে। আঠারশ নিরানব্বুই সালে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে আর একটি আশ্রিতা বাড়লো ফ্রান্সের। নতুন রাজধানী হল ভিয়েনটিয়েন।

উনিশ শ' চল্লিশ সালে টঙকিঙ অধিকার করল জাপান। থাই তার পুরানো দাবি তুলে বলল: মেকং নদীর পশ্চিম দিকটা হল আমাদের ওটা আমাদের চাই।

কিন্তু ফরাসীরাও রাজ্য বিলিয়ে দিতে বিশেষ বিভুঁই-এ আসে নি

সুতরাং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনেই। মাটিটা লাঠির কিনা তা আর একবার প্রমাণ হয়ে যাক্।

মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এল জাপান। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে প্রমাণ করে দিল নিয়ম মাফিক জায়গাটা থাই-এরই হওয়া উচিত।

জাপানকে দেখে সবাই কাঁপছে তখন। তার কথা অমান্য করার সাহস কার? কিল হজম করেই ফিরে আসতে হল ফ্রান্সকে।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালে খতম হয়ে গেল জাপান। জাপান হটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই যায়কা তেসা। লাওসে সুরু হয়ে গেল মনকষাকষি, ঘুষি পাকানোর পালা। একদল বলল: ফ্রান্সকেই ডেকে নিয়ে এস। আর একদল বলল: কভী নেহী।

রাজা শিশভঙ ফরাসীদের অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু ভাইসরয় প্রিন্স পেটসারথ আর তাঁর ভায়েরা শোভানা পোমা, এবং শোপানোভঙ বাধা দিয়ে বলল: চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। এঁরা আবার ছিলেন অকমিউনিস্ট "লাও ইসারা" বা "স্বাধীন লাওসিয়্যান দলে"র প্রভাবশালী সদস্য। কিন্তু উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালে ফরাসী সরকার "রয়্যালিস্ট য়ুনিয়ন" সরকারকে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিল। ফলে লাও ইসারা সংগঠনে ভাঙন ধরল।

ভিয়েতমিনদের সহযোগিতায় প্রিন্স শোপানোভঙ একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করলেন। এরই নাম হল "প্যাথেট লাও"। তিনি ঘোষণা করলেন ভিয়েতনাম আর কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট গেরীলাবাহিনীর সঙ্গে তিনি ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

ইতিমধ্যে উনিশ শ' একান্ন সালে একটা সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে প্রিন্স শোভানা পোমা জয়লাভ করলেন। ফরাসী সরকার প্যাথেট লাও-র বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে ইতিমধ্যে প্রিন্স শোভানা পোমার রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন, প্রচুর দাদন দিয়ে তাঁকে নিজের হাতে পুরলেন।

পরোক্ষে সেই দাদন দিয়েছিল আমেরিকা।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে জেনিভা কনফারেনস বসল। সেই কনফারেনস-এর চুক্তি অনুসারে ভিয়েতমিন লাওস থেকে তার সামরিক বাহিনী তুলে নিয়ে যেতে রাজি হল; আর প্যাথেট লাও রাজি হল লাওস এর উত্তরাঞ্চল ফঙ স্যালি [Phong Saly] আর শ্যাম নেয়াতে [Sam Newa] পিছিয়ে যেতে। ঠিক হল, সারা দেশ-ব্যাপী সাধারণ নিবাচনের মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া যতদিন না হচ্ছে ততদিন এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

সর্তগুলি কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শন করার জন্যে কানাডা, ভারত আর পোল্যানড-কে নিয়ে একটি অন্তর্জাতিক কনট্রোল কমিশন তৈরি করা হল।

কিন্তু এর ফল কী হল?

ফল হল এই যে ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগল না।

একবার সে-চেষ্টা হয়েছিল। তাতে ফল আরও বিষময় হয়ে দাঁড়ালো।

উনিশ শ' ছাপান্ন সালে লাওস ফরাসী য়ুনিয়ন পরিত্যাগ করল। তারপরে অনেক অনেক দরকষাকষি করে, অনেক ভাল ভাল দেশাত্মবোধক কথা বলে প্রিন্স শোপানোভঙকে রাজি করিয়ে

দলে ভেড়ানো হল। ফঙ স্যালি আর শ্যাম নেয়া প্রদেশ ছুটি তিনি সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন; আর সেই সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সরকারী বাহিনীর সঙ্গে মিশে যেতে। তার পরিবর্তে শোপানোভঙ আর তাঁর একটি সহকারীকে মন্ত্রী করা হল।

উনিশ শ' বাট সালের এপ্রিল-মে মাসে যে নির্বাচন হল তাতে জোচ্চ্‌রি করে দক্ষিণপন্থী দল উনষাটটি আসনই দখল করে নিল। তারপরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোভানা পোমা সরকার বামপন্থীদের গ্রেপ্তার করার পরওয়ানা বার করে দিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই শোপানোভঙ আর তাঁর অনুচরেরা উত্তর ভিয়েতনামে পালিয়ে গেলেন।

নিবাচনের মস্করা শেষ হল এইখানে।

ব্যাপারটা নিয়ে রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে জোর বাগযুদ্ধ সুরু হল। রাশিয়ার অভিযোগ, শোভানা পোমাকে আমেরিকা অর্থ আর রসদ যোগাচ্ছে। আমেরিকার অভিযোগ, গেরীলাদের মদত দিচ্ছে রাশিয়া।

এর মধ্যে উনিশ শ' ষাট সালে আবার এক রাজকুমার এসে হাজির; তাঁর নাম প্রিন্স বন্ অম [Bone Oum]। নীতির দিক থেকে তিনি রাইট উইং-এর। তিনি সাভানাক্ষেত-এ তাঁর সরকার গঠন করে ফেললেন।

উনিশ শ' বাষট্টি সালের জুনমাসে নিরপেক্ষ দল, দক্ষিণপন্থী, আর প্যাথেট লাও এক সঙ্গে বসে মিটমাট করার একটা চেষ্টা করল; না করলে, গৃহযুদ্ধে দেশটা ছন্নছাড়া হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। মিটমাটও হল একটা। নিরপেক্ষ হিসাবে শোভানা পোমাকেই প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করা হল। ঠিক হল, যে যার সমরবাহিনী নিয়ে রাজবাহিনী গড়ে তুলবে। কারও পৃথক কোন সমরবাহিনী থাকবে না।

উনিশ শ' তেষট্টি সালে আবার সব বানচাল হয়ে গেল। কেউ

কারও সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারলন না। প্যাথেট লাও-এর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ সুরু করে দিল।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে দক্ষিণপন্থী নেতা কোমি নোসাভার পরিচালনায় শোভানা পোমার সরকারের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান গড়ে তোলার চেষ্টা হল। সেই ক্যু ব্যর্থ হওয়ায় তিনি পালিয়ে গেলেন থাইল্যাণ্ড-এ।

উনিশ শ চৌষট্টি সাল থেকেই অ্যামেরিকার বোমারুবিমানগুলি লাওস-এর ওপর দিয়ে অনবরত উড়ে যাচ্ছে। প্যাথেট লাও ভিয়েতনামদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছে কিনা সেইটা পরীক্ষা করাই তাদের নাকি উদ্দেশ্য ছিল। উড়ে যাওয়ার সময় কিছু বোমা যে ফসকে নীচে পড়ে যায় নি কোন তথ্যানুসন্ধানীরা হলফ করে বলেন নি।

সুতরাং লাওস-এর ভাঙা হাড় আর জোড়া লাগল না।

প্যাথেট লাও বলে, এর পেছনে ওই অ্যামেরিকান শল্য চিকিৎ-সকদের কেরামতি সব চেয়ে বেশী। তারই দৌলতে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

এইত সেদিন প্রিন্স সোপানোভাঙ-এর বিবৃতি নিয়ে কর্নেল প্রাদিথ হ্যানয় থেকে ছুটেছিলেন লাওয়ের প্রধান মন্ত্রী শোভানা পোমার সঙ্গে আলোচনা করতে। প্যাথেট লাওর কেন্দ্রীয় সংস্থা সন্ধির বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে তাঁকে পাঁচটি সর্ত দিয়েছিল। সেগুলির সম্বন্ধে শোভানা পোমার বক্তব্য কী তাই জানার জন্যে কটা দিনই তাঁকে বৃথাই অপেক্ষা করতে হল।

পাঁচটি সর্তের মধ্যে একটি ছিল বোমা বর্ষণ সম্বন্ধে। প্যাথেট লাও-এর বিশ্বাস অ্যামেরিকা যদি মুক্ত অঞ্চলগুলির ওপরে বোমা বর্ষণ করা অবিলম্বে বন্ধ না করে, আর লাওসের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানোর অপকর্ম থেকে বিরত না হয় তাহলে নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠন করার পথ পরিষ্কার হবে না।

ভিয়েনটিনের তাঁবেদার সরকার সেই সর্তটিকে সোজাসুজি নাকচ করে দিয়েছে। বোমা বর্ষণ তো বন্ধ হয়ই নি; এমন কি সন্ধির প্রস্তুতির জন্যে সামান্য যে কটা দিন যুদ্ধ বন্ধ ছিল, তারই ভেতরে লাওসের গ্রামাঞ্চল আর মুক্তশিবিরগুলির ওপরে অ্যামেরিকা প্রচণ্ড ভাবে বোমাবর্ষণ করেছে; দ্বিধা করে নি এতটুকু।

ফলে, নতুন উদ্যমে আবার যুদ্ধ সুরু হয়েছে। লঙচেঙ-এ সি-আই-এর যে সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, প্যাথেট-লাও এর গেরীলারা চারপাশ থেকে সেটিকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে ঘাঁটির চারপাশে যে বিরাট অরণ্য আর দুর্গম পাহাড়ী উপত্যকা রয়েছে সেগুলির ওপরে দশটি দিন ধরে অ্যামেরিকা ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করেছে।

এইখানেই শেষ নয়! থাইল্যাণ্ড থেকে পাঁচ হাজারের মত সৈন্য এসেছে এই অবরুদ্ধ ঘাঁটির ওপরে চাপ কমানোর জন্যে; এসেছে প্রায় আটশ 'গ্রীণ বেরেট'। গেরীলাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে, অথবা, গেরীলারা যাতে কোন রকম সাহায্য না পায় সেই উদ্দেশ্যে, সমস্ত স্থানীয় বেসামরিক অধিবাসীদের অবিলম্বে স্থানত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভিয়েনটিয়েনের কূটনৈতিক মহল মনে করে সর্তটি নাকচ করার পেছনে সোভানা পোমার উদ্দেশ্য রয়েছে। কাম্বোডিয়াতে সম্প্রতি যে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটা কোন্ পথ দিয়ে চলে সেইটাই তিনি লক্ষ্য করছেন। তাঁর বিশ্বাস কাম্বোডিয়ার যুদ্ধ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাওসে মেকং উপত্যকার ওপরে প্যাথেট লাও যে চাপ সৃষ্টি করেছে সেই চাপ কমে আসবে। তাতে ভিয়েনটিয়েন সরকারেরই সুবিধে হবে বেশী।

লন-নল সরকার কাম্বোডিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কী ভাবে মোকাবিলা করবে, সেইটাই এখন লক্ষ্য করার বিষয়। নির্বাসিত রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সত্যিকারের এক্তেম কতটা,

দেশের মধ্যেই বা তাঁর প্রভাব কতটা গভীর, সমাজতন্ত্রী দেশগুলিই বা তাঁকে কীভাবে আর কতটা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে সেগুলির মোটামুটি একটা হিসাবনিকাশ না করে সন্ধির সম্বন্ধে ভিয়েনটিয়েন সরকার এখনই কিছু করতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত অ্যামেরিকাকে যদি কাম্বোডিয়ার মাটিতে সৈন্য নামাতেই হয় তাহলে প্রিন্স শোপানোভাঙ এর খপ্পরে পড়ে আর লাভ কী!

যা বলছিলাম। গেরীলা যোদ্ধারা যে লাওস, কাম্বোডিয়া আর উত্তর ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে পারস্পরিক স্বার্থে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কথা সত্যি; কিন্তু তাই বলে হাজার হাজার ভিয়েতকঙ সেনা যে হুড়মুড় করে কাম্বোডিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে চারপাশ লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে একথা নাজি প্রচারবিদ স্বয়ং গোয়েবলস-এর মুখে শুনলেও বিশ্বাস করা শক্ত হোত।

তাহলে কি কাম্বোডিয়াতে ভিয়েতনামী কেউ নেই?

আছে, নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে আসলে কাম্বোডিয়ারই অধিবাসী। তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামেই বসবাস করত। সেখানে তাদের বলা হোত "খমার ক্রোম"। দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউ-কী সরকার তাদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করার ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই কাম্বোডিয়াতে ফিরে আসে। তাছাড়া দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্ত অঞ্চলগুলি থেকেও কিছু ভিয়েতনামীদের উচ্ছেদ করে দিয়েছিল সায়গন সরকার। তারা আগেই কাম্বোডিয়াতে এসে আস্তানা নিয়েছিল। ভূতপূর্ব কাম্বোডিয়ান সরকার নীতিগত ভাবেই তাদের বসবাস করতে দিয়েছিল এখানে।

সায়গনের তাঁবেদার সরকার কোনদিনই এদের ওপরে খুশি ছিল না, আজও নেই। তার ধারণা এদের সকলেই উত্তর ভিয়েতনামের গুপ্তচর; আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকারের সৈন্যবাহিনী অ্যামেরিকার যোগ-সাজসে বারবার কাম্বোডিয়ার এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির ওপরে হানা দিয়েছে,

নপাম বোমা ছুঁড়ে তছনছ করে দিয়েছে চারপাশ। এই অহেতুক বর্বরতার" বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অধিকার নিশ্চয় তাদের রয়েছে। লন-নল সরকারের "সাংবিধানিক" আর "নিয়মতান্ত্রিক' ক্যু-র পরে অ্যামেরিকা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের পেশাদার সৈন্যদের বর্বরতা আরও বেড়েছে, এবং লন-নল সরকারও খোলাখুলিভাবেই সেইসব সৈন্যদের উৎসাহ দিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক যে, ইয়াঙ্কী আর তার দালালদের তারা ঘৃনার চোখে দেখবে।

আসল কথা হল কাম্বোডিয়ার প্রায় ষাট লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে ইহুদী, খ্রীশ্চান, আর মুসলমান বাদ দিয়ে চার লাখ থেকে সাড়ে চার লাখের মত ভিয়েতনামী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছোটখাট ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে; কিছু হাতের কাজ করে; আর কিছু চাষ আবাদে দিন কাটায়। এরা সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা তারও নিচের স্তরের। ভিয়েতনামের যুদ্ধরত মেহনতী মানুষদের জন্যে তাদের সহানুভূতি রয়েছে। অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদের রূপটা কী তার কিছুটা তারা জানে; আর জানে বলেই অ্যামেরিকাকে বরদাস্ত করতে কিছুতেই তারা রাজি নয়।

এদেরই লন-নল সরকার ভিয়েতকঙদের দালাল বলে চিহ্নিত করেছে। কাম্বোডিয়ার পার্বত্য অধিবাসীরা [খমার লিউ] আর কাম্বোডিয়ার চাষী গেরীলা [যারা খমার রুজ বা লাল খমার বলে পরিচিত] কমিউনিস্ট বাহিনী উনিশ শ' সাতষট্টি সালেই বুর্জোয়া কাম্বোডিয়ান সরকারের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেছিল। সেই থেকেই ওদের ভিয়েতকঙদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুধু ওরাই নয়; প্যাথেট লাও-এর বাহিনীকেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ভিয়েতনামের আগ্রাসী চক্রের হাতের পাঁচ বলে সনাক্ত করেছে; তাই আর বর্মার জাতীয়তাবাদী সেনাদের পিকিঙ-এর হাতিয়ার বলে নিয়েছে ধরে।

ধরে নিতেই হবে; ধরে না নিলে অ্যামেরিকাকে কাম্বোডিয়াতে

নামানো যাবে না ; এবং নামানো না গেলে, কাম্বোডিয়ার প্রগতিশীল চাষী, শ্রমিক, আর মজুরদের হাত থেকে কাম্বোডিয়াকে বাঁচানো যাবে কেমন করে ?

তবু চেষ্টা করেছিল লন-নল সরকার। বক্তৃতা, রেডিয়ো, আর সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে দেশের স্বার্থে প্রিন্স নরোদম সিহানুককে পদচ্যুত করা হয়েছে ; জনগণের স্বার্থেই ভিয়েতকঙ হামলাদের হয় ধ্বংস করতে হবে, আর না হয় কাম্বোডিয়ার সীমান্ত থেকে দিতে হবে তাড়িয়ে।

সাতটা দিন কেমন যেন বেঘোরে কেটে গেল জনসাধারণের। তারপরেই তারা হই-হই করে জেগে উঠলো। পিকিং থেকে নরোদম সিহানুক জাতির উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়েছিলেন তা তারা শুনলো। লন-নল সরকারের বিরুদ্ধে মাথা নাড়া দিয়ে দাঁড়ালো।

ছাব্বিশে মার্চ প্রায় তিরিশ হাজার ছাত্র আর শ্রমিক নম-পেনের সরকারী ভবন আক্রমণ করল, লণ্ডভণ্ড করল সরকারী অফিসগুলি, সরকারী সেনাদের সঙ্গে জায়গায় খণ্ড যুদ্ধ বাঁধলো ; তাপরে ক্যু-এর সমর্থক দুটি জাঁদরেল অ্যাসেম্বলির সদস্যকে গাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে টেনে এনে প্রকাশ্য রাস্তায় ছিঁড়ে ফেলল। এই সংঘর্ষে মারা গেল উনতিরিশ জন : আহত হল একশ জন।

আগুন জ্বলছে ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড, লাওসে। বাকি ছিল কাম্বোডিয়া। সেখানেও এতদিনে আগুন জ্বলল, উনিশ-শ সত্তর সালে আঠারই মার্চ—বেলা একটায়।

দুই

কাম্বোডিয়া।

একদিন আধদিন নয়; প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাস জমাট বেঁধে রয়েছে এখানে।

উনষট্টি হাজার আট শ' আঠানব্বই বর্গমাইলের কাছাকাছি এর আয়তন। এর উত্তর-পশ্চিমে মার্কিন ডলারপুষ্ট থাইল্যাণ্ড, [শ্যাম দেশ], উত্তর-পূর্বে মার্কিনের তাঁবেদার রাষ্ট্র লাওস, দক্ষিণ-পূর্বে যুদ্ধমান ভিয়েতনাম, আর দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্যাম উপসাগর।

এর প্রাচীন নাম ছিল ফু-নান। অনেকে মনে করেন শব্দটি এসেছে খমার শব্দ 'নম' (phnom) থেকে। কাম্বোডিয়ার ভাষায় নম-এর অর্থ পাহাড়।

প্রাচীন চীন অভিযানের ছাপ যেমন ভিয়েতনামের সারা অঙ্গে সুস্পষ্ট. কাম্বোডিয়াতে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি আর সভ্যতার ছাপ প্রায় সর্বত্র। ফু-নানের সভ্যতা আর সামাজিক কাঠামোটা ছিল প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

এখানকার মানুষদের চেহারায় মঙ্গোলীয়দের জেল্লা কম; তামার রঙের প্রতিফলনটাই যেন বেশী। হোটেলগুলির মধ্যে ভারতীয় নামের প্রতিদ্বন্দ্বীতা যথেষ্ট। এখানের 'নেহেরু মহাবীথি'র ওপর দিয়ে হাঁটলে মনে হবে না যে আপনি দুটো উপসাগর আর একটা সাগর পেরিয়ে এখানে এসেছেন।

প্রবাদ, স্থানীয় কোন দলপতির একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ কুমারের বিয়ে হয়েছিল। সেই উপলক্ষেই নাকি ফু-নানের পত্তনি হয়। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়; প্রাচীনকালে, মালয়, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইনস প্রভৃতি অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের একটা লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারত যা নিয়েছিল, দিয়েছিল তার অনেকগুণ বেশী। এইভাবে সে একদিন প্রাচীন ফু-নানেও হাজির হয়েছিল; সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা, দর্শন, আর সংস্কৃতি।

কাম্বোডিয়ার অধিবাসীরা এখনও নিজেদের খ্‌মার বলে পরিচয় দেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে খ্‌মার রাজত্বের পত্তনি হয়েছিল। পরবর্তীকালে খ্‌মার রাজ্যগুলির যে প্রসিদ্ধি দেখা গিয়েছিল তার সমস্ত কিছু মালমশলা যোগাড় করেছে এই ফু-নান। চাষই ছিল এখানকার মূল সম্পদ; আর উন্নত মানের আবাদী খাল থাকার ফলে, ফু-নান দেশটি বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ক্রমে ক্রমে চীন আর ভারতের সঙ্গে তার একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো।

মূল নীতিটা ভারতীয় ছিল বলেই বোধ হয় রাজত্ব সংগঠনের ব্যাপারেও এ ভারতকে অবহেলা করতে পারে নি। পূবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সুরু ক'রে পশ্চিমে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, আর উত্তরে কোরাট উপত্যকা পর্যন্ত নানান ছোট বড় মাঝারি রাজ্যে বোঝাই ছিল দেশটি। কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন একজন রাজচক্রবর্তী। ইয়াদপুরে ছিল তাঁর রাজধানী। রাজধানীর পবিত্র পাহাড় নম্ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তিনি।

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে ফু-নানে একটি সংস্কৃতিসম্পন্ন আমলাতান্ত্রিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ললিতকলা, বিজ্ঞান আর রাজনীতির রপ্তানি মূলত ভারতবর্ষ থেকে হলেও, সামাজিক কাঠামো, জীবনযাত্রার রীতি আর নীতি, আর সেই সঙ্গে

খ্মার চাষীদের বিশ্বাস ছিল খাঁটি দেশজ সম্পত্তি, সেখানে কেউ হাত দিতে সাহস করত না।

ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ফু-নান রাজ্য ছিল জমজমাট। তারপরে, রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে ফাটল দেখা গেল, বিষাক্ত হয়ে উঠলো রাজপ্রাসাদের বাতাস বিরোধ আর বিদ্বেষের ব্যাকটিরিয়াতে। হিংসা আর লোভের ডিনামাইটে প্রাসাদের ভিত নড়ে উঠলো। সামন্তরাজ চেনলা ফু-নান আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চার শ'বছরের ফু-নান ঐতিহ্য।

চেনলা যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশের একটি প্রধান পুরুষের নাম ছিল কাম্বু সেই থেকে ফু নান রাজ্যের নাম হল কাম্বোডিয়া, অনেকের মতে কামবোজা।

দু'শ বছর রাজত্বের পরে কাম্বোডিয়া তার মনিব পালটালো, হাজির হল জাভা। জাভাকে হটিয়ে দিয়ে রাজ্য অধিকার করলেন খ্মার যুবরাজ দ্বিতীয় জয়ভর্মা। আটশ' দুই থেকে আটশ' পঞ্চাশ পর্যন্ত রাজত্ব করেন ইনি। তাঁরই সময়ে কাম্বোডিয়া'র রাজধানী আঙ্কোর অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রাজধানীর নাম দিলেন "হরিহরালয়"। এই থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কত বড় ধারক এবং বাহক ছিলেন তিনি।

এই আঙ্কোর রাজ্যের প্রধান আকর্ষণ হল "আঙ্কোর ভাট" আর "আঙ্কোর টম" দুটিই ভারতীয় মন্দির। এগারশ' তের থেকে এগারশ' পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'আঙ্কোর ভাট' মন্দিরটি তৈরি হয়। এই সময় রাজত্ব করতেন মহারাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মা; দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজা ছিলেন এই সূর্যবর্মা। খ্মার রাজত্বের অবস্থা তখন জমজমাট। পশ্চিমে "উত্তর শ্যাম," দক্ষিণে "বান দো" উপসাগর, আর উত্তরে টঙকিঙ নদীর ব-দ্বীপ পর্যন্ত তাঁর সৈন্যবাহিনী বুক ফুলিয়ে টহল দিয়ে বেড়াতো।

এলেন সপ্তম জয়বর্মা। তিনি নির্মাণ করালেন "আঙ্কোর টম"

কাম্বোডিয়াতে গিয়ে এদুটি মন্দির না দেখলে কাম্বোডিয়া যাওয়াই আপনার ব্যর্থ হয়ে যাবে। বর্তমান রাজধানী নম-পেন থেকে মাত্র দেড়শ মাইল দূরে। কয়েক মাইল জুড়ে মন্দিরের যেন হাট বসে গিয়েছে। ছোট-বড়-মাঝারি কত রকমের যে মন্দির রয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। তাদের মধ্যে বিরাট হচ্ছে আঙ্কোর ভাট আর আঙ্কোর টম। আসলে আঙ্কোর ভাট হল একটি বৌদ্ধ মন্দির; তবে গঠনের মধ্যে হিন্দুয়ানী রয়েছে প্রচুর। শোনা যায়, দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যের প্রতীক হিসাবে মন্দিরটিকে তৈরি করা হয়। মন্দিরের ভেতরে দেওয়ালে হিন্দু পুরান আর মহাকাব্যের নানা ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে। নৃত্যপটিয়সী অপ্সরারও সাক্ষাৎ পাবেন আপনি। বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, আর ব্রহ্মা সব পাশাপাশি বসে রয়েছেন এখানে; কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই কারও।

আঙ্কোর টম একটু পরবর্তী যুগের। এখানে বুদ্ধদেবের প্রভাব কিছুটা বেশী; কিন্তু তাই বলে চতুর্মুখ ব্রহ্মার আসন টলে নি; যেখানে সেখানে নয়, তাঁর সিংহাসন তৈরি করা হয়েছে মন্দিরের একেবারে চূড়ায়। ভেতরে হরিও আছেন, হরও আছেন; সেই সঙ্গে রয়েছেন কিষ্কিন্ধার অধিপতি বালী আর তস্য ভ্রাতা সুগ্রীব। দুজনে প্রবল বিক্রমে মল্লযুদ্ধ করছেন।

দ্বিতীয় সূর্যবর্মার পর থেকেই আঙ্কোর রাজ্যের অবস্থা পড়তে সুরু করল; রাজপ্রাসাদের বিপ্লব বাইরে পড়লো ছড়িয়ে। উত্তরাধিকার বিরোধে রাজশক্তি দুর্বল হল, রাজ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। প্রতিবেশী রাজারা এসে খ্মার জনপদের ওপরে হামলা জুড়ে দিল।

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। এতদিন রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন ব্রাহ্মণ যাজক; চরিত্রের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন জঙ্গী। তাতেই বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছিল না। এল বৌদ্ধধর্মের অহিংস সংস্কৃতি। অহিংসা পরম ধর্মের কবলে পড়ে খ্মার রাজ্যের অবস্থা তখন টলটলায়মান।

তবু নিভে যাওয়ার আগে শেষবারের মত প্রদীপ যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি খ্মার রাজ্যের শেষ স্বাক্ষর অষ্টম জয়বর্মাও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, জয় করেছিলেন একটার পর একটা রাজ্য। তাঁর পূর্ব সূরীরাও যা করতে পারেন নি সেই অসাধ্যসাধন করলেন তিনি!

সময়টা হল এগারশ' একাশী থেকে বারোশ' আঠারো। তার-পরেই প্রায় খ্মার রাজ্য তাসের ঘরের মত ঝুরঝুর করে ঝরে পড়লো।

ডাং ড্যাং করতে করতে প্রথমেই হাজির হল পশ্চিম থেকে থাইল্যাণ্ড! তার একদিনকার প্রভু খ্মার রাজাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। এল চ্যাম। হটিয়ে দিল থাইল্যানড-এর অবরোধকারী সৈন্যদের। বারোশ' তিরাশী সালে চম্পা থেকে হাজির হল হানদাদারেরা।

আবার ফিরে এল থাইল্যানড। বারবার তিনবার আঙ্কোর আক্রমণ করল ; ধ্বংস করে ফেলল তাকে। প্রথমবার তেরশ' একষট্টি সালে ; দ্বিতীয়বার তেরশ অন্টআশীতে। চোদ্দশ' একতিরিশ সালে তৃতীয় বার।

আঙ্কোরের অবস্থা তখন কাহিল। একে রাজা দুর্বল ; তার ওপরে থাইল্যানড-এর চাপ। অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রইল সহর। আঙ্কোরের সম্পদ বলতে এক কৃষি। আবাদী খাল লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে থাইল্যানড সরে গেল। চাষের দফা শেষ হয়ে গেল।

আঙ্কোর ছেড়ে পালিয়ে এলেন রাজারা। আবার সেই নম-পেনে রাজধানী বসল।

সময়টা তখন চোদ্দশ' চৌতিরিশের কাছাকাছি।

ধাক্কা খেয়ে খেয়ে যোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই কাম্বোডিয়া অন্তিম অবস্থায় নেমে এল। একে একে নিভিল দেউটি। থাইল্যানড-এর চাপে পড়ে পশ্চিম আর উত্তর দিকের রাজ্যগুলি বেহাত হয়ে গেল

কাম্বোডিয়ার। পূর্ব দিক থেকে মেকং নদীর ব-দ্বীপে এসে আস্তানা নিল ভিয়েতনামী যাযাবররা।

তারপরে কয়েক শ বছরের ইতিহাসে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন ক্লীবতার স্বাক্ষর। এর ভেতরে কতবার যে তাকে আগ্রাসী থাই সাম্রাজ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল তার আর শেষ নেই। আর একদিক থেকে ভিয়েতনামীদের চাপও বৃদ্ধি পেয়েছে বারবার। বারবার তারা হানা দিয়ে গিয়েছে কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির ওপরে; অনেকবারই তারা সম্পদ লুটে পুটে নিয়ে দেউলিয়া করে গিয়েছে কাম্বোডিয়াকে।

আঠারোশ সাল পর্যন্ত এ দুটি শক্তিশালী প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের সংঘর্ষে একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছে কাম্বোডিয়া; তাদের দস্যুতার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। কর দিতে হয়েছে দুটি সাম্রাজ্যকেই. ছেড়ে দেয় নি কেউ। কাম্বোডিয়ার দুঃস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে শোষণ করেছে তাকে। ভোগলালসায় উন্মত্ত রাজারা ভোগের আয়োজনেই ব্যস্ত ছিল সব। মর্ত্যধামে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীক হিসাবে রাজসভা আর অন্দরমহলগুলিকে রম্ভা, উর্বশী তিলোত্তমাদের নাচের আসরে পরিণত করেছিল। সেই সঙ্গে হাজির হল রাজসিংহাসন নিয়ে অন্তর্কলহ, বাইরের শত্রুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের আসবে কোথা থেকে?

তাছাড়া, কাম্বোডিয়া তখন গুপ্তচরদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল। একদিকে ভিয়েতনাম, আর একদিকে থাইল্যানড; এই দুটি জঙ্গী সাম্রাজ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করছিল। আঠারোশ' চল্লিশ সালে যদি গণ অভ্যুত্থান না ঘটতো তাহলে ভিয়েতনামের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দুর্ভোগ থেকে কাম্বোডিয়াকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

ষোড়ষ শতাব্দীর শেষ থেকেই পর্তুগ্যাল আর স্পেন কাম্বোডিয়ায় টোপ ফেলতে শুরু করল। এরা ছাড়া, উনিশ' শতক বেশ কিছুটা

এগিয়ে আসার আগে এখানে বিশেষ কোন য়োরোপীয় প্রভাব দেখা যায় নি। ওই শতকের শেষের দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় ফরাসীরাও উপনিবেশ জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে দিয়েছিল।

আঠারোশ' বাষট্টি সালে দক্ষিণ ভিয়েতনাম অধিকার করল ফ্রান্স। দক্ষিণ ভিয়েতনামে কায়েমী হয়ে বসে শুরু করল উত্তর আর পশ্চিমমুখী অভিযান।

এর ভেতরেই কাম্বোডিয়া দাবী করে বসেছে ফ্রান্স। দাবী করার যুক্তিটা বড় সুন্দর। একেই বোধ হয় ইংরেজিতে বলে "ল অব সাকসেসন"। ভিয়েতনামের কাছে তোমাদের দেশ এতদিন বন্ধক দেওয়া ছিল; লিখিতভাবে না হোক, কাজে-কর্মে তোমরা এতদিন ভিয়েতনামের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে এসেছ। সেই ভিয়েতনাম আমরা দখল করেছি; সুতরাং তোমাদের কাছ থেকে ভিয়েতনামের যা প্রাপ্য ছিল সেগুলি সবই এখন আমাদের; করই বল, আনুগত্যই বল, আর নজরানাই বল, সবই আমাদের হক পাওনা।

ফ্রান্সের নীতিবোধে হকচকিয়ে গেল কাম্বোডিয়া; কিন্তু য়েরোপীয় রাজনীতির বিস্তৃত পঠভূমিকাটা তখনও তার অজানা ছিল। কোন্ গোপন গুহাপথে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা চলেছে সে বিষয়ে তখনও তার জ্ঞান ততটা স্পস্ট ছিল না। তাই ফ্রান্সের চাহিদা সে কতটা মেটাতে পারবে তাই নিয়ে হয়ত কিছুটা গড়িমিসি তাকে করতে হয়েছিল; কিন্তু ফ্রান্স সময় নষ্ট করতে নারাজ। সে সোজাসুজি মেকং নদী ধরে এগিয়ে এল; অধিকার করল কাম্বোডিয়া।

এবার শ্যামের পালা। সে দেখল, বারে বা! এতদিন আমরাই তো ছিলাম কাম্বোডিয়ার প্রভু, তার ওপরে অধিকার আমাদের একচ্ছত্র। হঠাৎ তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে চাঁদ! হঠাও তোমাদের সৈন্য। কাম্বোডিয়া আমাদের সম্পত্তি।

মুচকি হাসল ফ্রান্স ; বলল : বটে! দেখি তোমাদের দলিল দস্তাবেজ।

ওসব আমরা মানি নে।

আমরাও তোমাদের দাবী বিলকুল নাকচ করে দিলাম।

এ তোমাদের বেয়াদপি।

সাধ্য থাকে লড়ে যাও ; দেখি তোমাদের মুরদ কত।

আমতা আমতা করল শ্যাম : তাই বলে আমাদের রাজ্য তোমরা গ্রাস করবে ?

প্রশস্তির হাসি হাসল ফ্রান্স : আরে মঁসিয়ো ; কাম্বোডিয়া তোমদেরও নয়, আমাদেরও নয়। দেশটা হচ্ছে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের। এতদিন তোমরা কাম্বোডিয়ার সারা পশ্চিম অংশটা লুটেপুটে খেয়েছে। এখনও খাচ্ছ। তা ব্রাদার, আমাদের দিকে নজর দিচ্ছ কেন ? আমাদেরও কিছু খেতে দাও।

কথাটা সত্যি। কতটা সত্যি কানাডাই তার প্রমাণ। এই ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের মধ্যে সাত বছর ধরে লড়াই চলেছিল কানাডিয়ান উল নিয়ে। এ বলে কানাডা আমাদের ; ও বলে, কানাডা আমাদের। এই নিয়ে দুদলের মধ্যে সুরু হল লড়াই। আর যাদের দেশ তারা এদের কাণ্ডকারখানা দেখে বুদ্ধুর মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেই যে কথায় রয়েছে না, যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই—এ যে সেই বৃত্তান্ত রে বাপু।

সেই যুদ্ধে অবশ্য দুপক্ষের মুখসোঁকাশুঁকি হয়নি। ফ্রান্সকে পিটিয়ে কানাডা থেকে বার করে দিয়েছিল ইংলণ্ড। তার ফলে, উল হারাতে হয়েছিল বটে ফ্রান্সকে ; কিন্তু ইংলণ্ডও রেহাই পায় নি ; 'সাত বছর' যুদ্ধে যে খরচ হয়েছিল তার একটা মোটা অংশ অ্যামেরিকার ঘাড়ে চাপাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনের রাম গাঁট্টা খেয়ে বাপ-বাপ করে পালিয়ে এসেছিল ইংলণ্ড।

কিন্তু কাম্বোডিয়ার ব্যাপারে শ্যামের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায়

এল ফ্রান্স। শ্যামও দেখল, ফ্রান্স তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তার সঙ্গে মারামারি করে আপাততঃ বিশেষ লাভ হবে না। তাছাড়া, ন্যায় আর নীতির দরবারে চৌর্যবৃত্তির কোন দাবী টেকে না। দেশটা যখন তাদের কোন বৃদ্ধ প্রপিতামহ উপার্জন করে যায় নি তখন স্বার্থের খাতিরেই দুজনের মধ্যে একটা রফায় আসা বাঞ্ছনীয়।

রফাই হল শেষ পর্যন্ত। সতের শ' চুরানব্বই সাল থেকেই কাম্বোডিয়ার পশ্চিম অংশগুলির, বিশেষ করে, বটমব্যাঙ, আর সীয়েম রীপ, ওপরে কায়েমী হয়ে বসেছিল শ্যাম। সেগুলির ওপরে হাত দিল না ফ্রান্স।

কাম্বোডিয়ার রাজা তখন প্রথম নরোদম। ফ্রান্স তাঁকে রাজ্যচ্যুত করল না; তবে ফরাসী সাম্রাজ্যের তাঁবেদার করতে বাধ্য করল। গোটা ইন্দোচীনের ওপরে তখন তার প্রভুত্ব। তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা নরোদমের ছিল না।

তারপরেই শেয়ালের খেলা সুরু হল ফ্রান্সের। কাম্বোডিয়ার রাজসিংহাসন নিয়ে যে সব ঘরোয়া বিপদ দানা পাকালো তাদের ভেতরে ছুঁচ হয়ে ঢুকে গেল ফ্রান্স; পাশ্চাত্য রাজনীতির হাতিয়ার দিয়ে হস্তিমূর্খদের চোখের ওপরে ভেলকি খেলতে সুরু করল। এর কানে কিছু ফুস মন্তর দিল, ওর পিঠে বার কয়েক হাত বুলিয়ে নিল; কোথাও চোখ রাঙালো, কোথাও বা মিষ্টি হাসি হাসলো। একে সরিয়ে ওকে গদীতে বসালো, ওকে গদী থেকে নামিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসে রাজা বানিয়ে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, কাম্বোডিয়ার শাসনতন্ত্রের ওপরে শেষ কথা বলার অধিকার জন্মেছে ফ্রান্সের। কাম্বোডিয়ার মহারাজাধিরাজ দারুভূত জগন্নাথ বনে গিয়েছেন।

মাঝে-মাঝে রাজারা যে হাত-পা নাড়ে নি তা নয়; নেড়েছিল। লুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধার করার জন্যে দু'দুবার বিদ্রোহ দেখা দিল কাম্বোডিয়াতে। প্রথমবার আঠারো শ' ছেষট্টিতে; দ্বিতীয়বার,

আঠারো শ' পঁচাশীতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আঠারো শ' ছেষট্টিতে নম-পেনে তুলে নিয়ে যাওয়া হল রাজধানী। তাতেও কোন কাজ হয় নি। অকটো নয়, একেবারে সহস্র পাশের বাঁধনে কাম্বোডিয়াকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হল। সেই চেষ্টা সফল হল আঠারো শ' সাতাশীতে। ইন্দোচীনের গভর্নর জেনারেলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাম্বোডিয়ার শাসন কার্য পরিচালিত হল। কাম্বোডিয়ার সব আশা ভরসা শেষ হয়ে গেল। ফ্রান্স একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করল কাম্বোডিয়ার ওপরে।

উনিশ শ' চার সালে রাজা প্রথম নরোদমের মৃত্যু হল। হিসাব মত তাঁর ছেলেরই রাজা হওয়ার কথা। ফ্রান্স তাতে রাজি হল না। নরোদমের ওপরে প্রসন্ন ছিল না ফরাসী সরকার। সিংহাসন চলে গেল তাঁর ভাই সিসোওয়াথের কাছে। তিনি ফরাসী সরকারকে তোয়াজ করেই চলতেন, গভর্নর জেনারেলকে খুশি রাখার এতটুকু ত্রুটি ছিল না তাঁর।

উনিশ শ' সাতাশে সিসোওয়াথের ছেলে মনিভঙ কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু উনিশ শ' একচল্লিশ সালে মনিভঙ্গ-এর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার নিয়ে সিংহাসনের চারপাশে আবার একটা হুল্লোড় সুরু হল।

এবারেও এগিয়ে এস ফ্রান্স, তার সার্বভৌমত্বের অধিকার নিয়ে ভেটো দিল ফরাসী সরকার। প্রিন্স নরোদম সিহানুক কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসলেন।

কাম্বোডিয়ার রাজাদের মধ্যে সিহানুকেরই বোধ হয় ফরাসীপ্রীতি সবচেয়ে বেশী ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি প্যারিতে মানুষ; লেখাপড়াও শিখেছেন সেইখানে। ফরাসী সংস্কৃতি আর সভ্যতার ওপরে অগাধ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর।

সিংহাসনে বসেই তিনি চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। কাম্বোডিয়ার সমস্যার শেষ নেই আর। রাস্তা নেই, ঘাট নেই,

কল নেই, কারখানা নেই, বেতার নেই, নেই আধুনিক হাসপাতাল। এদের চেয়েও বড় সমস্যা হল কাম্বোডিয়ার পশ্চিম অংশগুলি নিয়ে। সতের শ' চুরানব্বুই সাল থেকেই শ্যাম বটমব্যাঙ আর সীয়েম রীপের ওপরে গাঁট হয়ে বসে ছিল। এই নিয়ে কাম্বোডিয়া অনেকবারই শ্যামকে তাগিদ দিয়েছিল, ফরাসী সরকারও সমর্থন জানিয়েছিল তাকে।

কাম্বোডিয়াকে তোয়াক্কা করত না শ্যাম। কিন্তু গোটা ইন্দোচীনের অধিপতি ফরাসী সরকারকে তো আর চটানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত অনেক দর কষাকষির পরে উনিশ শ' সাত সালেই ওই দুটি অংশ কাম্বোডিয়াকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল শ্যাম; কিন্তু মুরুব্বির জোরে আবার সে দুটি শ্যামের হাতে চলে গেল।

তার কারণ হল ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অ্যাকসিস শক্তিবর্গ, অর্থাৎ, জার্মানী আর ইতালীর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে জাপান তখন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। উনিশ শ' চল্লিশ সালে টনকিন উপসাগর বোঝাই হয়ে গেল জাপানী রণতরী আর বোম্বার প্লেনে। ইন্দোচীন কবলস্থ হল জাপানের।

শ্যাম সালিশি মানল জাপানকে: বটমবাঙ আর সীয়েম রীপ আমাদের ফিরিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক। ও দুটো আমাদের।

প্রতিবাদ জানাল কাম্বোডিয়া। তার সঙ্গে স্বর মিশালো ফরাসী সরকার।

জাপান রায় দিল শ্যামের পক্ষে।

কাম্বোডিয়ার কিছুটা অংশ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য উনিশ শ' ছে চল্লিশ সালে আবার সেগুলি কাম্বোডিয়ার হাতেই ফিরে এসেছিল।

শেষ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। য়েরোপে হারলো জার্মানী আর ইতালী। দূর প্রাচ্যে এশিয়ায় হারলো জাপান। আনবিক বোমা ফেলে জাপানকে তছনছ করে দিল অ্যামেরিকা। সুরু হল নয়া দুনিয়ার পত্তনি।

কিন্তু সেই "মেসিয়া" কে? যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীকে নয়া জীবনের সড়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে? বিশ্বব্যাপী যে বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেল তাতে কার জনপদ অক্ষত রয়েছে বলতে পারেন? না, কারও নেই। বিশ্বের সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটেন, কিপলিঙ-এর ভাষায় যার সাম্রাজ্যে সূর্য কোনদিন অস্ত যায় না, তারই অবস্থা আজ ধার—কাল নগদের মত; প্রাচ্যে তার অবস্থা তো টলটলায়মান। একা ভারতবর্ষই তাকে কাও করে ফেলেছে। রাশিয়া? হিটলারের গুঁতো খেয়ে সে-ও কিছুটা, মানে, বেশ কিছুটা, কাহিল হয়ে পড়েছে। নিজের দেশকে নিয়েই সে যৎপরোনাস্তি বিব্রত। ফ্রান্স? ওর অবস্থা আরও খারাপ। এশিয়ার দূর প্রাচ্যে জাপান নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে গিয়েছে। আত্মসমর্পণ করার আগে সে তামাম রাজ্যগুলিকে মুড়ি মিছরির মত স্বাধীনতা বিলিয়ে গিয়েছে; সেই সঙ্গে ফেলে গিয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, ইন্দোচীন—বিপুল আয়তনে জেগে উঠছে। এবার সুরু হবে নতুন যুদ্ধ। সে-যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর, আরও দীর্ঘমেয়াদী। সে হচ্ছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের বাঁচার সংগ্রাম।

এই রকম কিছু যে একটা ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক আগে থেকেই অ্যামেরিকা সচেতন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতি হয়েছে সব দেশেরই; কারও বেশী, কারও কম। লাভ হয়েছে একমাত্র অ্যামেরিকার; সম্পদ বেড়েছে তার। সুতরাং নয়া পত্তনির সমূহ দায়িত্ব তাকেই কাঁধে তুলে নিতে হবে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশ সাল থেকেই অ্যামেরিকা তলে-তলে নতুন প্রস্তুতির জন্যে তোড়-জোড় শুরু করে দিল। এই প্রস্তুতি হল নয়া উপনিবেশবাদের। তার নেই কী? অ্যাটম বোমা রয়েছে, হাইড্রোজেন বোমা রয়েছে, রকেট রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে শাণিত বুদ্ধি, আর কোটি কোটি ডলার; আর রয়েছে দুঃস্থ মানবজাতিকে

সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার মহান দায়িত্ব। "সেভিয়ার" ছাড়া অন্য কোন আখ্যাতেই ভূষিত করা যায় না তাকে।

কিন্তু শত্রু কে? এতদিন শত্রু ছিল ফ্যাসিজম, যার ধারক আর বাহক হচ্ছে হিটলার, মুসোলিনী, আর তোজো। তারা সব খতম হয়েছে। আত্মহত্যা করেছে হিটলার, মুসোলিনীকে প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে গুলি করে মেরেছে তার দেশের লোকেরা। তোজোকে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছে। ফ্যাসীবাদ বিলকুল খতম হয়ে গিয়েছে পৃথিবীতে।

কিন্তু শান্তি নেই অ্যামেরিকার। থাকবে কেমন করে? এখনও গুঁফো স্ট্যালিন বেঁচে। মন চুলোয় যাক, মানুষটার দুটো চোখও অনেক সময় দেখতে পাবেনা তোমরা। কথা বলেন ঘাড় নিচু করে; গোঁফের অরণ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বাইরে যে কথাটুকু বেরিয়ে আসে তারই অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থে পড়তে হয়। না বলা কথাটা যে কী, আর কতটা, তা অনুমান করা শিবের বাবারও অসাধ্য। মানুষটা, তাছাড়া, শেয়ালের মত ধূর্ত, শশকের মত ক্ষিপ্রগতি, আর পয়লা নম্বরের গোঁয়ার গোবিন্দ।

আর রয়েছে ওই মাও-সে-তুঙ। লোকটা আবার কথা বলার পাটই চুকিয়ে ফেলেছে। চিয়াং কাইশেককে কী জ্বালানোই না জ্বালিয়েছে! অ্যামেরিকা ওই চিয়াংকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা কি কম করেছিল? অর্থ বল, রসদ বল, চিয়াং যা চেয়েছে সব দিয়েছে মার্কিন সরকার। কিন্তু তাতে হল কী? কিছু না, কিছু না। গোটা চীন লাল হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাচারা তাইওয়ানে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে।

কিন্তু পৃথিবীটা বাঁচবে কেমন করে? অ্যামেরিকা বেশ বুঝতে পারল নয়া দুনিয়ার একমাত্র শত্রু হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক কমিউনিজম' ওই কমিউনিজম বাঘের হাত থেকে ছাগল শিশুরাষ্ট্রগুলিকে বাঁচাতেই হবে। নহিলে বিপদ হবে।

ইন্দোচীনে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলি অনুধাবণ করতে হলে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতির গোপন উৎসটা কোথায় সেইটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আর সেটা খুঁজে বার করার আগে ইন্দোচীনের সামাজিক, বিশেষ করে, রাজনৈতিক অবস্থাটা কী তারও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দূর প্রাচ্যে ইন্দোচীন দখল করেছিল ফরাসী সরকার। এই উপনিবেশবাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ইংলণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল কেউ কম যায় নি। কানাডা বলুন, ল্যাটিন অ্যামেরিকা বলুন, আফ্রিকা বলুন, অষ্ট্রেলিয়া বলুন এশিয়া বলুন, সর্বত্রই এই সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ছুটে গিয়েছিল ভূমিজ আর প্রাকৃতিক সম্পত্তি লুট করার জন্যে। ফ্রান্সও এসেছিল ইন্দোচীনে। কিন্তু ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম কোন দিন তাকে সার্বভৌম শক্তি বলে স্বীকার করে নেয় নি। শক্তি তাদের কম ছিল সেকথা সত্যি, অন্তর্কলহও কম ছিল না, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাও যে তাদের খুব বেশী ছিল তেমন কথা জোর করে বলতে গেলেও সত্যের নিশ্চয় কিছুটা অপলাপ করা হবে; কিন্তু একথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারা চালিয়ে গিয়েছিল। তবু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে ইন্দোচীনের ওপর থেকে ফরাসীরা তাদের বজ্র আঁটুনি শিথিল করে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই ফরাসী শক্তি চূর্ণ করে দিল। অথচ, জাপানের সঙ্গে একটুও যুদ্ধ করেনি ফ্রান্স। শত্রুদের দাবড়ানিতে চুপচাপ বসেছিল। ফাঁকা গোলে বল ঢুকিয়ে বাজিমাৎ করেছিল জাপান।

কিন্তু ইন্দোচীন, বিশেষ করে হো-চি-মিনের ভিয়েতনাম, জাপানের জঙ্গী শাসন মেনে নেয় নি। বন-জঙ্গল থেকে, পাহাড়ী উপত্যকা থেকে যুদ্ধ করেছিল; প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল দিকে দিকে। সেই প্রতিরোধে আধুনিক সমরসম্ভারে

সুসজ্জিত জাপানের কতটুকু ক্ষতি হয়েছিল সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যে কথাটা আসল সেটা হচ্ছে এই যে ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে কোন কিছুর লোভেই আপোষে আসতে রাজি হয় নি।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাসে জাপান খতম হয়ে গেল। জাপান খতম হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ কম্যানড-এর ওপরে নির্দেশ গেল ইন্দোচীন ফরাসী সরকারকে ফিরিয়ে দাও। এবিষয়ে ভিয়েতনামের মতটা কী তা শোনার মত সময় ছিল না কারও। এমন কি হো-চি-মিনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করারও যে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা-ও তারা স্বীকার করে নি।

স্বীকার করবেই বা কেন? এখানে চাল রয়েছে প্রচুর, রবার রয়েছে, আর রয়েছে ভুট্টা। এর সম্পদ শুধু মাত্র কৃষির ওপরেই নির্ভরশীল নয়, খনিজ সম্পদও কম নেই এর। এখানে কয়লা আছে, লোহা আছে, টিন আছে, তামা আছে, আর রয়েছে ফসফেট। ধানচাষটা অবশ্য দেহাতী মানুষদের হাতেই ছিল; কিন্তু দক্ষিণে বিরাট বিরাট রবারের আবাদ আর উত্তরে খনিগুলির মালিকানা স্বত্ব ছিল একমাত্র ফরাসীদেরই।

এদেশের অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক মানও ফরাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাস্তাঘাট, নদীর ওপরে পোল সব তারাই তৈরী করিয়েছে। এছাড়া ছিল চাষ-আবাদের উপযুক্ত খাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী সরকার হিটলারের কাছে এমন ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল যে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পদকে মোটামুটি একটা সন্তোষজনক অবস্থায় দাঁড় করাতে গেলে ইন্দোচীনে ফিরে আসা ছাড়া আর তার কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। প্রথম যুদ্ধে ফরাসী সরকারকে তার উপনিবেশগুলি যত টাকা

খার আর উপঢৌকন দিয়েছিল তার অর্দ্ধেকের বেশী দিয়েছিল একা ইন্দোচীন।

কিন্তু তখন চুটিয়ে রাজত্ব করার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। জাপানের যত দোষই থাক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে ইন্দোচীনের পরোক্ষে কিছু উপকারও করেছে! বিদ্যুতের বেগে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জাপানী সেনারা। শুধু জল নয়, স্থল আর অন্তরীক্ষেও। মিত্র শক্তির এ অঞ্চলে যতগুলি ঘাঁটি ছিল তাদের সব কটিই শীতের শেষে ঝরাপাতার মত ঝরে পড়ল তার দাপটে। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কী বিরাট পুরোভাগ নিয়ে জাপানী সেনারা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে এগিয়ে এসেছে, আর তাদের ধাক্কার জোরটাই বা কতটা। হংকং, সাংহাই, পার্ল হারবার, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশীয়া, ফিলিপাইনস, বর্ম্মা, কোহিমা; ধাক্কার পর ধাক্কা খেয়ে তাসের ঘরের মত ঝুরঝুর করে পড়ে গেল।

তারপর যখন পালাতে সুরু করল সেও একটা দেখার মত। সমুদ্রে ভাটার স্রোতের মত জল, স্থল, অন্তরীক্ষে বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে চোঁ চোঁ দৌড় দিল। অস্ত্র ফেলল, শস্ত্র ফেলল। যেখানে যা ছিল সব ফেলে পালিয়ে গেল জাপান। যাওয়ার সময় মুড়ি-মুড়কিরমত 'স্বাধীনতা' বিলিয়ে গেল সবাইকে।

জাপান পালিয়ে যাওয়ার পরে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আবার কায়েমী হয়ে বসল; কিন্তু "মুক্ত অঞ্চলগুলি" তাদের আর স্বীকার করে নিতে পারল না। কিছুটা রসদ তখনও তাদের হাতে। ভিয়েতনামের কিছু দেশ জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধও করেছিল। লাওস আর কাম্বোডিয়াও চুপ করে বসেছিল না।

ফ্রান্সও নাছোড়বান্দা। ইংরেজরা যদি বর্মা-মালয়ে বুক ফুলিয়ে ঢুকতে পারে, তারাই বা চুপ করে বসে থাকবে কেন? এটাও তো তাদের পিতামহদের অর্জ্জিত জমিদারী।

কিন্তু রক্তের স্বাদ পেলে বাঘকে যেমন রোখা যায় না, তেমনি স্বাধীনতার [হোক সে কাগুজে স্বাধীনতা] গন্ধ একবার পেলে কোন দেশকেই জোর করে বিদেশী শাসকেরা দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কি, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে একটা প্রশ্নই জোরালো হয়ে উঠেছিল। এভাবে আর কতদিন চলবে? এতদিন ইন্দোচীনে ফ্রান্স যে ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছে, এখনও কি তাকে সেই ভূমিকাতেই নামানো হবে? ইন্দোচীনের সার্বভৌম শক্তি হিসাবে ফ্রান্সকে স্বীকার করে নেওয়া কি সম্ভব?

সার্বভৌম শক্তির ভূমিকায় ফ্রান্স এতদিন অভিনয় করলেও, এইসব অঞ্চলগুলিতে চিরকালই রাজা ছিল; হয়ত তারা তাঁবেদারই ছিল, তবু তাঁবু থেকে তাদের উচ্ছেদ করার কথা ফরাসী সরকার কোনদিন ভাবতেও পারেনি। এমন কি জাপানী অবরোধের সময়েও, ওসব দেশ থেকে রাজাদের উচ্ছেদ করা হয়নি। প্রাচীন রীতিতেই বদ্ধিষ্ণু গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজারা রাজ্যশাসন করছে। এরকম রীতি আজকাল অবশ্য অন্য কোন দেশে খুব বেশী প্রচলিত নয়; তবু সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই যে এইসব রাজারা বাধ্য হয়েই বিদেশী সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে সারা দুনিয়ায় যে নব জাগরনের সাড়া পড়েছিল তার উচ্ছ্বাস ইন্দোচীনের ভৌগলিক বাধা মানে নি; দূরত্বের বাঁধ ভেঙে শোষিত আর অধঃ-পতিত মানুষকে এক সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কাম্বোডিয়ার ব্যাপার আর একটু জটিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই কাম্বোডিয়াতে জাতীয়তাবাদীরা বেশ কিছুটা সজাগ ছিল। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আঠারো শ' ছেষট্টি আর আঠারো শ' পঁচাশী. দু'বারই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই

বিদ্রোহ দুটির মধ্যে সর্বহারাদের একনায়ত্ব নিশ্চয়ই ছিল না; ছিল কাম্বোডিয়ার ফিউডাল লর্ডসদের। প্রথম থেকেই এরা বেশ দক্ষতার সঙ্গে রাজনীতির খেলা খেলে আসছিল। কখনও এরা যুদ্ধবাজ থাইল্যানড-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, কখনও হাত মিলিয়েছে জঙ্গী ভিয়েতনামের সঙ্গে। কখনও তারা ফ্রান্সকে তোয়াজ করেছে, আবার কখনও জাপানীদের। কিন্তু কোনদিনই তারা কাউকে আমল দেয় নি।

তাছাড়া, স্বাধীন ফরাসীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান-বিরোধী একটি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাম্বোডিয়ার মানুষ নিয়ে একটি জঙ্গী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার নাম ছিল "খ্মার ইসারাক" অর্থাৎ স্বাধীন কাম্বোডিয়া। এই সংগঠনটির কমিউনিস্টদের ওপরে ঝোঁক কোনদিনই ছিল না। ছিল, জাপানকে বিব্রত করা।

যুদ্ধের পরে, এই খ্মার ইসারাকই একটি জাতীয়তাবাদী রাজবাহিনী হিসাবে সংঘবদ্ধ হল। এদের নীতির মধ্যে বিপ্লবের কোন ঝাঁঝ ছিল না। রাজাকেও তারা কোন বিপদের মধ্যে জড়াতে চায় নি। ফরাসী সরকারকে তারা চাপ দিতে লাগল স্বাধীনতা হস্তান্তর করার জন্যে।

লাওস আর ভিয়েতনাম সোচ্চার প্রতিবাদ তুলল ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে: বিদেশী 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।' এদের মধ্যে রয়েছেন ভিয়েতনামের হো-চি-মিন। ওই মানুষটিকে নিয়েই হয়েছে যত ঝুট ঝামেলা। পূর্ণ স্বাধীনতা, আর জনসাধারণের স্বাধীনতা, এদুটি ছাড়া ওঁর মুখে আর তৃতীয় কোন কথা নেই। বয়স কম হয়নি। সাদাসিদে মানুষ। কখনও কাউকে রূঢ় কথা বলেন না। কিন্তু কাছে যায় সাধ্য কার! যেন অগ্নিগর্ভ পর্বত। বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে ওই মানুষটির মধ্যে একখানা জ্বলন্ত পাহাড় লুকিয়ে রয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে তা ফেটে পড়তে পারে; আর

একবার ফেটে পড়লে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

শোনা যায়, হো-চি-মিন নাকি কমিউনিস্ট, মাও-সে-তুঙ-এর দোস্ত। ওই মাও-ই হো চি-মিনের কানে ফুস মন্ত্র ঝাড়ছেন। ওঁদের পাল্লায় পড়ে লাওস আর কাম্বো ডয়াও না শেষ পর্যন্ত লাল হয়ে যায়।

কিন্তু আসলে মানুষটি কে ?

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল অ্যামেরিকার সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সী [সি-আই-এ]। খোঁজ খোঁজ করতে করতে খবর একটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

আসল নাম হো-চি-মিন নয়, নগুয়েন থাট থান [Nguyen That Thanh]। জন্ম আঠার শ' নব্বুই সালের মে মাসে। উনিশ শ' এগার সালে তিনি য়েরোপ যান। সেখানে কখনও বাবুর্চির সহকারী হিসাবে কাজ করেন, কখনো কাজ করেন ফটোগ্রাফির দোকানে। উনিশ শ' বিশ সালে ফ্রেঞ্চ কমিউনিস্ট পার্টির মুরুব্বিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। উনিশ শ' তেইশে তিনি মস্কোতে গিয়েছিলেন। মিখায়েল বরোডিনের সঙ্গে তিনি ক্যানটন আর চীনে এসেছিলেন উনিশ শ' পঁচিশের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। উনিশ শ' তিরিশে যখন হংকং এ তিনি নগুয়েন আই কোক [Nguyen Ai Quoc] নাম নিয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জেলে পুরেছিল। এইখানেই তিনি ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টির পত্তনি করেন। তারপরে কোথায় কোথায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন তার কোন হদিস নেই। তবে এটুকু জানতে পারা গিয়েছে যে তিনি মস্কো, সাংহাই, বার্লিন, থাইল্যানড, চীন দেশ কয়েকবার ঘুরেছেন।

কিন্তু তাঁর সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সম্বন্ধে কারও কি কিছু ধ্যান-ধারণা রয়েছে ?

না, তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না; তবে ভদ্রলোক খুব বড় ধরণের যে একজন নেতা, তা তাঁর চলাফেরার ধরণ দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া, থাইল্যানড, ইন্দোনেশীয়া আর মালয়ে উনিশ শ' তিরিশ-একতিরিশে যে সব কমিউনিস্ট আন্দোলন চলেছিল সাদার্ন ব্যুরো অফ দি কমিনটার্ন-এর প্রধান হিসাবে তিনি সেগুলি পরিচালনা করেছিলেন।

কিন্তু তিনি যুদ্ধবিদ্যেটা শিখলেন কোথা থেকে?

কেউ বলে ফ্রান্সের মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে; কেউ বলে, না; আরজেন্টিনার বীর বিপ্লবী চে গুয়েভারার কাছে তিনি কিছুদিন শিক্ষানবীশী করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলে; তা নয়। তিনি মাও সে-তুঙের চেলা। গেরীলা যুদ্ধে হাতে খড়ি হয়েছে তাঁরই কাছে।

অর্থাৎ এত বড় বিপ্লবীর জীবনকাহিনী দুর্ভেদ্য অরণ্যের মতই রাত্রির রহস্যে ভরা।

খবরটা পেয়েই ফরাসী সরকারের চোখ দুটো কপালে ওঠে গেল।

কী করা যায়। সত্যি সত্যি ভেবে পড়ল ফরাসী সরকার। শিরে সর্পাঘাত হ'লে তাগা বাঁধার জায়গা থাকবে না। এ-সাপকে ভেঁপু বাজিয়ে ঝুড়ির মধ্যে পোরা যাবে কি?

ধরা যাক, না হয় গেল; কিন্তু ভেঁপুটা বাজাবে কে?

এগিয়ে এল অ্যামেরিকা।

আরে দোস্ত, ভয়টা কীসের? আমি থাকতে ভয় নেই তোমার।

সময়টা হল উনিশ শ' সাতচল্লিশ সাল।

ফ্রান্সে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তখন মিঃ উইলিয়ম ক্রিশ্চান বুলিট। তাঁর হাতে একটি মোড়ক। সেই মোড়ক তিনি ফরাসী সরকারের হাতে গুঁজে দিলেন।

ওরই মধ্যে ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের উপায় রয়েছে।

একেবারে পরীক্ষিত দাওয়াই।

এ-রকম অনেক মোড়ক অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে জমা হয়েছিল। ব্যাধিগ্রস্ত অনুন্নত বা অল্প উন্নত দেশগুলির দৈহিক আর মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার কাজে ওই সব মোড়ক গুলিই হল মোক্ষম দাওয়াই, স্বপ্নাদ্য ওষুধের মত।

আজ বলে নয়; দরিদ্র নারায়ন, এক কথায় জনসেবার জন্যে এ রকম দাওয়াই অ্যামেরিকা বিনা পয়সায় অনেকদিন থেকেই বিতরণ করে আসছে; প্রয়োজন হলে গাঁটের পয়সা খরচ করেও।

যেমন ধরুন, মন্‌রো ডকট্রিন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই অ্যামেরিকা এই ডকট্রিনটি ঘোষণা করল। ঘোষণা করল ল্যাটিন আমেরিকার শিশু রাষ্ট্রগুলিকে বাঁচানোর জন্যে। য়েরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি প্রায় চারশ বছর ধরে গোটা ল্যাটিন অ্যামেরিকাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। ইকোয়েডোর থেকে এল সালভাডোর পর্যন্ত প্রায় বিশ কোটি মানুষ এই সব শ্বেতাঙ্গ দস্যুদের কবলে পড়ে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। বিক্ষুব্ধ অ্যামেরিকা ঘোষণা করল 'অ্যামেরিকা ফর দি অ্যামেরিকানস'। তোমরা সব কেটে পড়। উপকার যদি কিছু করতে হয় আমরাই তা করব। সে-সামর্থ্য আমাদের রয়েছে।

শুধু কি মন্‌রো ডকট্রিন?

তারপরে এল থিয়োডর রুজভেলট-এর-"বিগস্টিক পলিশী", উইলিয়ম ট্যাফ্‌ট-এর "ডলার ডিপ্লোম্যাসী"। তৈরী হল ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেলট-এর "গুড নেবার পলিশী"। "নেবার" শব্দটির মধ্যে দূরত্ব রয়েছে কিছুটা। সুতরাং কিছুটা পলেস্তারা চড়াতে হল তার ওপরে। তৈরি হল, আইসেন হাওয়ারের "গুড পার্টনার পলিশী"।

এই কি শেষ? না। অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে নিত্য নতুন পলিশী তৈরি হচ্ছে। মূলত এক হলেও, অ্যামেরিকার প্রতিটি

প্রেসিডেনট তাঁর নিজস্ব ছাপ রেখে গিয়েছেন ওই পলিশীগুলির ওপরে। পলিশীহীন অ্যামেরিকান প্রেসিডেনট আর অক্সিজেনহীন বায়ুমণ্ডল একই জিনিস।

এল কেনেডীর "অ্যালায়েনস ফর প্রোগ্রেস", "জনসন ডকট্রিন"। গত বছর আর একটি ডকট্রিনের জন্ম হয়েছে। সেটি হল রিচার্ড নিকসনের "ইকোয়াল পার্টনারশিপ"।

মনে রাখা ভাল, অ্যামেরিকার এই সব বৈদেশিক নীতি আর কর্মসূচীগুলির জন্ম হয়েছিল মূলত য়েরোপীয় আগ্রাসী দেশগুলির হাত থেকে ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু তাই বলে অ্যামেরিকার "বৈদেশিক সাহায্য দপ্তর" যে কেবল ল্যাটিন অ্যামেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। বিদেশেও তাদের রপ্তানী করা হোত: তবে, ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে।

আসল কথাটা হল সাহায্য করা। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলি যাতে সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পথে শনৈ শনৈ এগিয়ে যেতে পারে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার চাপে পড়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে না যায় তারই উদ্দেশ্যে মহান অ্যামেরিকান সরকার তাদের লক্ষীর ঝাঁপি প্রয়োজন মত উজাড় করে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছে। কেবল নেওয়ার অপেক্ষা।

কিন্তু সর্ব কালে এবং সর্ব দেশে দুর্জন ব্যক্তিরা কুৎসা প্রচার করার জন্যে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। অ্যামেরিকারও শত্রুর অভাব নেই। তারা নাক সিটকিয়ে বলে: থাম বাপু, থাম। চেপে যাও। ইউ.-এস.-এ আর ল্যাটিন অ্যামেরিকার সম্বন্ধে যাদেরই বিন্দুমাত্র জ্ঞান হয়েছে তারাই জানে তোমাদের সব নীতিই নিজেদের কোলে ঝোল টানার জন্যে। যা তোমরা দাও, ফিরিয়ে নাও তার হাজার গুণ। এই যে একটির পর একটি নীতি তৈরি করে বিরাট ঢক্কানিনাদের সঙ্গে তোমরা বাজারে ছেড়ে দিচ্ছ তার একটি মাত্র

কারণই রয়েছে ; সেটি হল এই যে, পুরানো নীতিটা তোমাদের পুঁজিপতিদের আর কাজে লাগছে না ; তোমাদের ধাপ্পা সবাই ধরে ফেলছে। মানুষকে তোমরা চিরকাল মূর্খ বানিয়ে রাখতে পার না।

কিন্তু যা বলছিলাম।

উইলিয়ম ক্রিশ্চান বুলিটের দাওয়াই মনে ধরল ফরাসী সরকারের।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে নেমে পড়ল ফ্রান্স।

হো-চি-মিনকে টাইট দিতে হবে ?

বহুৎ আচ্ছা ; ডেকে নিয়ে এস বাও দাইকে। ভিয়েতনামে খাড়া করে দাও বাও দাই-এর "স্বাধীন সরকার"।

কিন্তু বাও দাইটি কে ?

বাও দাই হচ্ছেন আন্নামের রাজা। পদবী তাঁর বিগু এমপারার।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালেই, অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের কয়েক মাস আগে, জাপানীরাও ভিয়েতনামের সিংহাসনে বসানোর জন্যে বন্ধুস্থানীয় কোন রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্রিন্স কুঅণ্ড দে তখন নির্বাসিত হয়ে জাপানে বসবাস করছিলেন। অনেকে বলল, তাঁকেই রাজা করে দাও। কিন্তু জাপান তাতে সায় দিল না। রাজবংশের পারম্পর্য নষ্ট করা হয়ত তার ইচ্ছে ছিল না। তাই উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের মার্চ মাস নাগাদ আন্নামের রাজা বাও দাইকে খুঁজে বার করল জাপান। এগারই মার্চ বাও দাই আন্নামের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ; টন কিন প্রদেশটিকে আন্নামের সঙ্গে এক করে দিলেন ; আর কোচিন চীন এবং বাকি সব অংশগুলির নাম রাখলেন ভিয়েতনাম।

দেখাদেখি কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করল তেরই মার্চ ; লুয়াঙ প্রবঙ করল বিশে এপ্রিল।

জাপান তিনটিকেই মেনে নিল ; কাম্বোডিয়া আর লাওসে

এমনিতেই কম জাপানী সৈন্য ছিল। তারা এখন সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।

জাপানীরা হারার পরে সেই বাও দাইকে ডেকে নিয়ে এল ফরাসী-সরকার।

কিন্তু হো-চি-মিনের দলকে ঠেকানোর মত তাঁর সম্পদ কোথায়?

কিচ্ছু ভয় নেই। অ্যামেরিকাতো জাহাজ বোঝাই করে ডলার নিয়ে বসেই রয়েছে। অর্থের জন্যে পরোয়া নেই কিছু।

বাজিয়ে দেখ কিছুদিন। হিসাব মত না বাজলে হটিয়ে দিলেই চলবে।

কিছুদিন পরে সেই বাও দাইকে ছুঁড়ে ফেলাই হল। এর জন্যে ফরাসী সরকারের কৃতিত্ব কিছু নেই। রদবদল হল অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেনট-এর গোপন নির্দেশে। আবির্ভাব হল পাদ্রী ন্গো দিন দিয়েমের। দিয়েমের পরে····

কিন্তু কোন্ সর্তে বাও দাইকে ভিয়েতনামের স্বাধীন সরকার গঠন করতে দেওয়া হল?

সর্ত হল, ফরাসী পুঁজিপতিদের অবাধে শোষন করার সুযোগ দিতে হবে। ভিয়েতনামের মাটিতে তারা যে কোটি কোটি স্টারলিঙ ঢেলে ব্যবস্থা করছে সেগুলি যাতে বজায় থাকে তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে; আর পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে ভিয়েতনামে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করবে ফরাসী সরকার।

লাওসের শোভানা পোমাকে নিয়ে ওই একই রকম মস্করা করা হল।

বাকি রইল কেবল কাম্বোডিয়া। তাহলেই ষোল কলায় পূর্ণ হবে সব।

নরোদম সিহানুক হাজার হলেও প্রিন্স। উনি কখনও সর্বহারা কমিউনিস্ট দলে ভিড়বেন না। তেমন কোন বেতর মেজাজ তাঁর দেখা যায় নি। বরং উলটোটাই দেখা গিয়েছে। ভিয়েতকঙ সেনারা

যাতে তাঁর দেশের মধ্যে ঢুকে বিশৃঙ্খলা না জাগাতে পারে তার জন্যে অনেকবারই তাদের তিনি আচ্ছা করে কড়কে দিয়েছেন।

তবু রাজা আর মহিলাদের বিশ্বাস করাটা উচিৎ নয়। অনেক সময় তাতে হিতে বিপরীত ঘটে।

তা ছাড়া, চারপাশে যে রকম রঙবাজি সুরু হয়েছে তাতে সিহানুক যে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন সেটাও একটা ভাবনার কথা। সে ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। ওঁকেও স্বাধীনতা দিয়ে দাও।

তা সত্যি কথাই। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভদ্রলোকের কোন যোগসাজস ছিল না। একেবারে নিখাদ সোনা। ফরাসী দেশেই উনি মানুষ, ফরাসী সংস্কৃতিতেই পরিপুষ্ট। ফরাসীদের বিরুদ্ধে কোন দিনই উনি অস্ত্র ধরেন নি।

কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে তিনিও বেশ আঁকুপাঁকু করছিলেন। তিনি ভয় দেখালেন ফরাসী সরকারকে: কাম্বোডিয়ার সীমান্তে কমিউনিস্টদের প্রভাব দিন দিন বেড়ে উঠছে। দেশের মধ্যেও কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে উঠছে। এখনও যদি স্বাধীনতা না দাও তাহলে কিন্তু কাম্বোডিয়াকে বাঁচানো যাবে না। শুধু মানুষ নয়; এখানকার মাটি জল-গাছ-পালা সব লাল হয়ে যাবে কাম্বোডিয়া যদি কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে তার জন্যে দায়ী হবে তোমরা।

এর পরে আর কথা নেই।

চোখের ওপরে কাম্বোডিয়া লাল হয়ে যাবে এ দৃশ্য ফরাসী সরকার বেঁচে থাকতে দেখবে কেমন করে?

দলে পড়ে, আর একটিও গুলি না ছুঁড়েই কাম্বোডিয়া স্বাধীন হয়ে গেল।

কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই তো আর হল না। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে অর্থ চাই। অথচ ফরাসী সরকারের কোষাগার শূন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। বিনা অর্থে আর বিনা

রসদে ভিয়েতকঙ আর প্যাথেট লাও-এর গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করা কি একটা সহজ ব্যাপার !

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই এগিয়ে এল অ্যামেরিকা। "স্বাধীন" সরকারদের সোজাসুজি দাদন দিল হাজার হাজার ডালার। ঘোড়া ডিঙিয়ে অ্যামেরিকাকে ঘাস খেতে দেখে প্রথমে ফ্রান্স অবশ্য কিছুটা গুঁই গাঁই করেছিল ; কিন্তু সেসব কথায় কান দেওয়ার মত সময় ছিল না তার। আন্তর্জাতিক কমিউনিজম ঠেকাতে না পারলে রসাতলে যাবে ধরাতল।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সাল থেকেই লাওস আর কাম্বোডিয়াতে সদর রাস্তা দিয়েই মার্কিন ডলার আসতে লাগল গাড়ীতে বোঝাই হয়ে।

কিন্তু ?....হ্যাঁ, এর মধ্যেও একটা মস্ত বড় কিন্তু ছিল।

উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে গভীর। এশিয়ার দূর প্রাচ্যে অ্যামেরিকার একটি মাত্র ঘাঁটি ছিল জাপান। মাও-সে-তুঙকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে ওখানে তার রক্ষী বাহিনী মতায়েন রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিল, এবং এখনও তা রয়েছে। কিন্তু জাপান যেরকম বেয়াড়া তার লোকজনেরা যে রকম অ্যামেরিকাবিরোধী তাতে কত দিন যে তাকে তাঁবেদার করে রাখা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অ্যামেরিকা তা জানত ; আর জানত বলেই, অন্য দিকে নজর দেওয়াটা তার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। ওইটাই হবে তার "সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স।"

অন্য দিক বলতে তখন ওই একটা দিকই ছিল। সেদিকটা হল ইন্দোচীন।

ইন্দোচীনও তখন ডামাডোলের রাজত্ব। অব্যবস্থার ছড়াছড়ি তার দিকে দিকে। অনুন্নত দেশ। ওখানে অব্যবস্থা থাকবেই। তাকে ব্যবস্থার মধ্যে আনতে গেলে চাই অর্থ। অর্থ ছাড়া স্ত্রীকে পোষ মানানো যায় না, অন্যে পরে কা কথা। ওই সব দেশের মানুষকে দলে টানতে হলে যে পরিমাণ অর্থের দরকার তা কি ফরাসী

সরকারের রয়েছে? 'স্বাধীন সরকার"গুলিও অর্থের জন্যে হুইচই করছে। সে অর্থ তাদের দিতে হবে!

অবশ্য সে রকম অর্থ অ্যামেরিকা ইতিমধ্যেই দিয়েছে। যেমন কোরিয়ার সীংম্যান রী, আর তাইওয়ানে পলাতক চীনের ভূতপূর্ব কর্ণধার জেনারালাসিমো চিয়াংকাইশেক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওই দুটি দেশেই তুমুল আলোড়ন জেগেছে।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের গ্রীষ্মকালে সুরু হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ওই বছরেরই জুন মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট "তাইওয়ান রক্ষার নীতি" ঘোষণা করে বললেন: বন্ধু রাষ্ট্র তাইওয়ানকে রক্ষা করা অ্যামেরিকার স্বর্গীয় দায়িত্ব।

এই কি শেষ? অ্যামেরিকার দায়িত্বের কি শেষ রয়েছে? সারা বিশ্বের জন্যে চিন্তা করে তার রাত্রির নিদ্রা টুটে গিয়েছে, লাঞ্চ ডিনার হয়ে গিয়েছে তেতো। কমিউনিজম সবংশে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তার শান্তি নেই এতটুকু।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের আগেই ফরাসী সরকারের সঙ্গে অ্যামেরিকার একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। স্থান সায়গন। উত্তর ভিয়েতনামের চাপে, ফরাসী আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সম্মিলিত পেশাদার সৈন্যরা নির্মূল হয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। অর্থ আর শস্ত্রে পড়ল টান। ফ্রান্সের প্রেসটিজ পাংচারড হয় হয়। ফ্রান্সের সেই দুদিনে এগিয়ে এল অ্যামেরিকা; ইন্দোচীনের যুদ্ধের একটা মোটা খরচ অ্যামেরিকা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

এবারে আর ঢাক গুড় গুড় নয়। সোজাসুজি অ্যামেরিকা ঘোষণা করল: যত টাকা লাগে দেবে গৌরীসেন। তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

এরই নাম সায়গন চুক্তি।

বিপুল রণসম্ভার আসতে লাগল সায়গনে।

তার আগেই ভিয়েতকঙ দস্যুরা ফরাসী সেনাদের হাত থেকে

প্রচুর পরিমাণে অ্যামেরিকান অস্ত্র, শস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। তাই ব'লে, অ্যামেরিকার ভাঁড়ার শূন্য হয় নি।

কিন্তু এতেও সুরাহা হল না। তার একমাত্র উদাহরণ দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধ।

আঠারো শ' চুয়ান্ন সালের তেরই মার্চ ভিয়েতকঙদের সবংশে নির্মূল করার তাগিদে ফরাসীসরকার এই যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিল। সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিল অ্যামেরিকার সর্বশক্তিশালী পেনটাগন।

বিরাট পরিকল্পনা, ইংরিজিতে যাকে বলা হয় মাষ্টার প্ল্যান। তার নাম দেওয়া হল ন্যাভারেঁ প্ল্যান। এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন দুর্ধর্ষ ফরাসী জেনারেল ন্যাভারেঁ। বাঘা বাঘা মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞেরা অনেক রাত্রি জেগে, অনেক মাথা ঘামিয়ে, উত্তর ভিয়েতনামে ভিয়েতকঙদের পকেটগুলি বেশ ভাল করে সরেজমিনের পরে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন, পরিকল্পনাটি নিখুঁত হয়েছে। ন্যাভাঁরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সতের হাজার দুর্ধর্ষ ফরাসী সেনা, আর প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্র।

এত বিরাট সুপরিকল্পিত যুদ্ধ ভিয়েতনামের ইতিহাসে এই বোধহয় প্রথম। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভিয়েতনামকে আর কোন দিন হয়ত পড়তে হয় নি।

দিয়েন বিয়েন ফু হল উত্তর ভিয়েতনামের একটি পাহাড়ী উপত্যকা। চারপাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর পাহাড়ী খাদে একেবারে বোঝাই। এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে সূর্যের আলোও পড়ে না। সেইখানেই ছাপান্ন দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল।

ভিয়েতকঙদের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল গিয়াপ।

ফরাসীরা এই যুদ্ধের নাম দিয়েছিল "অপারেশন ভালচার"।

জেনারেল গিয়াপ আদেশ দিলেন সৈন্যদের: শত্রুদের এগিয়ে

আসার সুযোগ দিয়ে পিছু হটে যাও। দুর্গম আর পাহাড়ী উপত্যকার পথে ভিড়িয়ে দাও তাদের। গাছের আড়ালে আড়ালে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে শত্রুদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা কর। প্রয়োজন মত গোপন সড়ক তৈরী কর; পেছনে আমাদের মূল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখ। ভুলে যেয়ো না এই যুদ্ধ দুনিয়ার তাবৎ স্বাধীনতাকামী মানুষের যুদ্ধ।

ফরাসী সেনাদের অধিনায়ক ছিলেন দ্য কাস্ত্রিয়ে। জেনারেল স্তাভারের 'নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। সতের হাজার ফরাসী সেনা, বিরাট যুদ্ধের উপকরণ, কামান, মর্টার, আর সেই সঙ্গে কিছু বোমারু বিমান নিয়ে তিনি বীরদর্পে এগিয়ে গিয়েছিলেন দিয়েন বিয়েন ফু-র সব চেয়ে একটি বিপজ্জনক এলাকায়।

কিন্তু কোথায় গেরীলা দস্যুর দল! এত বড় অরণ্য থমথম করছে, চুপচাপ চারদিকে। এমন কি পাখিপাখালিরা পর্যন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রয়েছে দ্য কাস্ত্রিয়ের দাপটে। আকাশের বুক চিরে বিমানগুলি নিচু হয়ে জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল; না; ভিয়েতকঙ গেরীলাদের কোন তাঁবু নজরে পড়ল না। স্কাউটের দল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালো তাদের। কোন চিহ্ন নেই। দ্য কাস্ত্রিয়ের বুঝতে দেরী হল না যে শত্রুরা ও-অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

এই সময়টা গেরীলারা কিন্তু এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেয়নি। গভীর রাত্রিতে পাহাড়ী উপত্যকার দুর্গম খাদের মধ্যে দিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে গিয়েছে। সুড়ঙ্গ পথে ভারি ভারি কামান তুলে নিয়ে শত্রু শিবিরের পাশে বসিয়েছে।

তারপরে একদিন অন্ধকারে রাতের আড়ালে অকস্মাৎ শত্রু শিবিরগুলির চারপাশ থেকে একই সময়ে তাদের কামানগুলি গর্জন করে উঠেছে। হঠাৎ এই আক্রমণে ফরাসী সৈন্যরা বিপর্যস্ত

হয়ে পড়ল। অপরিচিত অন্ধকার পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যে ট্যাঙ্ক চালানো অসম্ভব, দূর পাল্লার কামানও এখানে অকেজো।

তবু ফরাসী সৈন্যেরা চুপ করে বসে থাকে নি।

ছাপান্ন দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। দশ থেকে বারো মাইল পরিধি নিয়ে এই যুদ্ধ দিনের পর দিন ভয়ংকর হয়ে উঠলো।' ঝাঁকে ঝাঁকে গেরীলা বাহিনী নেমে আসছে পাহাড় পর্ব্বত নদী বন জঙ্গল অতিক্রম করে। মুখের ওপরে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। এ লড়াই তাদের জিততেই হবে। প্রয়োজন হলে তাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হবে পাহাড়ী উপত্যকার নদীতে নালাতে। কিন্তু তার আগে শত্রুদের ধ্বংস করতে হবে, ভেঙে দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের সম্মিলিত বজ্জাতিকে!

শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হল আর্মাডার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী দ্য কাস্ত্রিয়ের সুশিক্ষিত ফরাসীবাহিণী। স্বয়ং কাস্ত্রিয়ে জীবিত অবস্থায় বন্দী হলেন মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে। জেনারেল ন্যাভারে লজ্জায় মুখ লুকালেন। অ্যামেরিকার অজস্র আধুনিক অস্ত্রসম্ভার ছিনিয়ে নিয়ে গেল গেরীলারা। ওই অস্ত্রগুলিকেই আবার তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। পেনটাগণের রথী মহারথীরা নিষ্ফল আক্রোষে ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল।

এই যুদ্ধের সম্বন্ধে বিজয়ী ভিয়েতকঙ অধিনায়ক জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ কী বলেছেন শুনুন:

'উনিশ শ' তিপান্ন সালের শরৎকালে জেনারেল ন্যাভারে তাঁর ঘৃণিত মেকিয়াভেলিয়েন সামরিক পরিকল্পনা কাজে লাগালেন। শ্লোগান দিলেন, "সব সময় এগিয়ে চল," 'সব সময় আক্রমণ কর।" ফরাসী হাইকম্যাণ্ড রেড রিভার বদ্বীপের মুখে চুয়াল্লিশটি জঙ্গম ব্যাটালিয়ন সেনাকে নিয়োজিত করল। তারা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। পেছনের দিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত ভিয়েতকঙ

মুক্তিযোদ্ধাদের তাড়া করল, দি বিন, নো কোয়ান আক্রমণ করল, থান হোয়াকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে আনল, ল্যাঙ সনের ভেতর প্যারাসুট দিয়ে সৈন্য নামিয়ে দিল, এবং ফু থোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল। সেই সঙ্গে তারা স্থানীয় ডাকাতদের হাতে অস্ত্র দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে বসল। উনিশ শ' তিপান্ন সালের বিশে জানুয়ারি দিয়েন বিয়েন ফু অধিকার করার জন্যে প্যারাসুট দিয়ে সৈন্য নামিয়ে দিল।

'নভেম্বর মাসে দিন বিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের একটি অংশ ধ্বংস করে দিয়ে আমাদের সৈন্যেরা আমেরিকা আর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পিত "ন্যাভারে প্ল্যান"টিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তাদের শীত-বসন্তের অভিযান সুরু করলেন

'আমাদের সেনারা দিয়েন বিয়েন ফুতে শত্রুদের যে সুরক্ষিত ঘাঁটি ছিল তার ওপরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। ফলে, পঞ্চান্ন দিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের সাতই মে ঘাঁটিটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেন।

দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধ সম্বন্ধে স্যার অ্যান্টনি ইডেন বলেছেন :

The Viet Minh strength in artillery took the French by surprise ; they had not anticipated that it could be brought up in such force and carried piece by piece by coolies (Memoirs, p. 100)

জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ বললেন : The imperialists ....could never appreciate the strength of a nation, of a people. This strength is immense: It can overcome any difficulty, defeat any enemy. (Dien Bien Phu, P. 43)

দিয়েন বিয়েন ফু-তে ভিয়েতকঙরা যে জয়লাভ করলেন তার

ফল সুদূরপ্রসারি হয়ে দেখা দিল। কেবল ইন্দোচীনেরই নয়, সারা পৃথিবীর অনুন্নত দেশেই এর আলোড়ন জাগলো। মানুষের ইতিহাসে দিয়েন বিয়েন ফু-ই বোধ হয় প্রথম নজির যেখানে একটি দুর্বল, উপনিবেশবাদের অত্যাচারে জর্জরিত জাতি বিরাট শক্তিশালী একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সুশিক্ষিত সামরিকবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে নির্মম-ভাবে হারাতে সক্ষম হয়েছিল।

আলজিয়াসে'র মত দূর দেশেও দিয়েন বিয়েন ফু-র সংবাদ আসা মাত্র Complete strangers, meeting in the street, warmly congratulated one another; cafe propreitors spontaneously refused to accept payment from customers; it was a day of national festival. (Focus on Indo-china—P. 142)

ভিয়েতনাম থেকে ফরাসী প্রভুত্ব লোপ পেয়ে গেল। 'অপারেশন ভালচার' ছিন্নপক্ষ শকুনির মত ছটপট করতে করতে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লো।

দলবল নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ডালেস। বেঁচে থাকতে ইন্দোচীনকে কিছুতেই তিনি চীনের খপ্পরে পড়তে দেবেন না।

সব অপদার্থ, সব অপদার্থ—নিজের মনে-মনেই গজরাতে থাকেন অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তরের মহম্মদ-ই তুগলক জন ফসটার ডালেস। পৃথিবীতে কি মানুষ বলতে আজ একটাও অবশিষ্ট নেই যে কমিউনিস্ট দস্যুদের লোপাট করে দিতে পারে? এদের চেয়ে অনেক করিৎকর্মা ছিলেন হের হিটলার। হিটলার, দাউ উড্‌স্ট বি লিভিং অ্যাট দিস আওয়ার, দ্য ওয়ার্লড হ্যাসট মোসট নিউ অফ দি।

দেখুন চীনের ব্যাপারটা। চিয়াং কাইশেককে অ্যামেরিকা কম সাহায্য করেছে? মন্ত্রণা ছাড়া, কোটি কোটি ডলার তার পেছনে ঢালতে হয়েছে, আর সমর সম্ভারের তো কথাই নেই। কিছু

হল? সেসব অস্ত্র চলে গিয়েছে মাও-সে-তুঙ-এর হাতে। চিয়াং কাইশেকেরই মাইনে করা সেনাবাহিনী অ্যামেরিকান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভিড়ে গিয়েছে লালফৌজের দলে। মাও-সে-তুঙ এই অস্ত্র-সংগ্রহকে ঠাট্টা করে blood transfusion-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—America gives it to Chiang, and Chiang gives it to me.

গোটা চীন আজ লাল।

আর চিয়াং কাইশেক পালিয়ে এসেছেন তাইওয়ানে। তাও তাঁর চার পাশে অ্যামেরিকার দুর্ধর্ষ সপ্তম নৌবহর পাহারা দিচ্ছে, তাই রক্ষা। অন্যথায়, সেই তাইওয়ানও কবে হাতছাড়া হয়ে যেত।

কোরিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। বেশ বোঝা যাচ্ছে সীংম্যান রী-কে মূলধন করে কোরিয়ার হাটে অ্যামরিকার ব্যবসা ভাল জমবে না। দিয়েন বিয়েন ফু-ও অ্যামেরিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ওদিকে প্যাথেট লাও তো উঁচিয়েই বসে রয়েছে।

কী করা যায়, কী করা যায়!—ঘরময় দাপাদাপি করতে লাগলেন জন ফস্টার ডালেস।

অথকিম!!

মাথার মধ্যে তড়িৎ প্রভাবৎ একটি পরিকল্পনা গজিয়ে উঠল জন ফস্টার ডালেসের। একদিন ভারতের বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপান থেকে শ্লোগান দিয়েছিলেন—'এশিয়া ফর দি এশিয়ানস' —এশিয়া মহাদেশ কেবলমাত্র এশিয়াবাসীদের জন্যেই। এখানে আর কারও জারিজুরি খাটবে না। তারই কিছুটা রদবদল করে ডালেস সাহেব শ্লোগান দিলেন: 'কিল দি এশিয়ানস বাই দি এশিয়ানস'। এশিয়াবাসীদের দিয়েই এশিয়াবাসীদের হত্যা করাও। ভ্রাতৃরক্তে লাল করে দাও প্রশান্ত মহাসাগরের কালো জল। প্রতিটি দেশে প্রয়োজন মত তাঁবেদার সরকার বসাও; যেদেশে তা সম্ভব হবে না সেখানে জাতীয় নেতাদের কিনে নাও, মিলিটারি ক্যু্য ব্যবস্থা

কর। কমিউনিজম-এর হঠকারীতাকে গলাধাক্কা দিয়ে হঠিয়ে দাও। আগুন জ্বালিয়ে দাও ঘরে-ঘরে।

চীন বলুন, মালয় বলুন, কোরিয়া বলুন, লাওস বলুন, ভিয়েতনাম বলুন, ইন্দোনেশীয়া বলুন—সব জায়গাতেই ওই এশিয়াবাসীদের দিয়ে এশিয়াবাদীদের হত্যার অপকর্ম চলেছে।

আর এরই জন্যে ফরমোসা প্রণালী থেকে সুরু করে প্রশান্ত-মহাসাগর টনকিন উপসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর শ্যাম উপসাগর পর্যন্ত তোড়জোড়ের আর সীমা নেই অ্যামেরিকার। এক ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করার জন্যেই তো সপ্তম নৌবহরকে চালোয়া হুকুম দেওয়া হয়েছে। এই নৌবহরের বহর কতটা শুনলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন আপনারা। একশ পঁচিশটি যুদ্ধ জাহাজ, তিনটি এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার, একটি অ্যানটি সাব এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার, তিরিশটি ডেস্ট্রয়ার।

সবই ওই বিদেশের স্বার্থে, আন্তর্জাতিক কমিউনিজম-এর হাত থেকে অনুন্নত শিশু রাষ্ট্রগুলিকে বাঁচানোর জন্যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত ব্যাপার। কিন্তু সেই মোষের চামড়া বাজারে যদি চড়াদামে বিক্রী হয় তাহলে মোষ তাড়ানোর পেছনে ক্ষোভ করার কিছু থাকে না। খরচটা উপরি পাওনা দিয়ে উসুল হয়ে যায়।

এঁরই নাম জন ফস্টার ডালেস। জন্ম 'আঠারো শ' অষ্টাশী সালে। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে উনিশ শ' উনষাট সালের চব্বিশে মে তিনি মারা যান। কিন্তু যে কদিন বেঁচে ছিলেন সে কদিনই তিনি ছিলেন প্রাণ প্রাচুর্যের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। উনিশ শ' বাহান্ন সালে তিনি রিপাবলিক্যান প্রেসিডেনট আইসেনহাওয়ারের পররাষ্ট্র সচীব নিযুক্ত হন; কিন্তু তার আগে প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসন, ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেলট, এবং হ্যারি এস ট্রুম্যানের সময়েও তিনি কুটনৈতিক দপ্তরে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ভার্সেলি সম্মেলন বসেছিল তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে রিপাবলিকান সদস্য হিসাবে তাঁকে প্রেসিডেনট উড্র উইলসন আইন উপদেষ্টা ক'রে পাঠান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর অবদান কম নেই। ডামবার্টন ওকস-এ য়ুনাইটেড নেশনস চার্টার তৈরি করার কাজে আর সান ফ্রানসিসকো য়ু-এন কনফারেনস-এ তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

উনিশ শ' পঞ্চাশে তিনি স্টেট ডিপার্টমেনটে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন; এবং জাপানের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি কী ভাবে তৈরি হবে তার সমূহ দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপরে। এই সময় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার মেহনত এড়ানোর জন্যে তিনি প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার মাইল পরিক্রমা ক'রে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে কুটনৈতিক আলোচনা করেন। কুটনীতির দিক থেকে সেই সফর সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল।

শিক্ষানবীশী শেষ করে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র সচীব হওয়ার পর থেকেই জন ফসটার ডালেস পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠ কুটনীতির আসর জমিয়ে বসেন। এখন আর জনমতের নাড়ী টেপার প্রয়োজন ছিল না তাঁর; তিনিই জনমতের নিয়ামক হয়ে উঠেছিলেন। কিময় আর মাৎসুকে বাঁচানোর জন্যে তিনি কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনিই ছিলেন পররাষ্ট্রনীতির ডিকটেটর, কেবল অ্যামেরিকারই নয়, বিশ্বের তাবৎ তাঁবেদার আর মিত্র রাজ্যগুলিও তাঁর ভয়ে সসব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কমিউনিজম ছিল তাঁর দু'চক্ষের বিষ; সমস্ত কমিউনিস্ট দেশগুলিকেই তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

ফ্রান্স য়ুরোপীয়ান ডিফেনস কমিউনিটিতে যোগ দিতে ইতঃস্তত করলে ডালেস সাহেব হুমকি দিয়ে বলেছিলেন: The United States must make an agonizing reappraisal of its

policies. তাতেই ফ্রান্স কাৎ হয়ে গেল। বাপ্‌রে, ডালেসকে চটালে আর রক্ষা থাকবে না।

"বার্লিন ক্রাইসিসের" বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। কিছুতেই তিনি কমিউনিস্টদের ওপরচালাকি সহ্য করতে রাজি নয়।

সেকালে ম্যাকিয়াভেলীও ডালেস সাহেবের কাছে কুটনীতিতে শিশু ছিলেন। যুদ্ধের যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই কথাটা প্রতিপাদ্য করার জন্যে বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :

····the ability to get to the Verge [of war] without getting into the war is the necessary art········ If····you are scared to go to the brink, you are lost"

তিন

কাম্বোডিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে যাঁরা কিছুটা চোখ বোলানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরাই অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতির রঙবাজিতে দিশেহারা হয়ে পড়বেন। ইন্দোচীন ফ্রনটে অ্যামেরিকান সৈন্যবাহিনী পাঠানোর জন্যে অ্যামেরিকার অধিবাসীরা মোটেই খুশি নন। তাঁদের ধারণা মার্কিন সরকারের প্রেসটিজের চেয়ে অ্যামেরিকান যুব সম্প্রদায়ের জীবনের দাম অনেক বেশী। তাছাড়া, এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার এমন কোন স্বার্থ জড়িত নেই যার জন্যে তাদের যুদ্ধ করতে হবে, এবং প্রয়োজনবোধে ঝাঁকে ঝাঁকে বিসর্জন দিতে হবে জীবন। সাত সমুদ্র তের নদী পারে অচেনা অজানা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিদেশ বিভুঁই-এ পড়ে থাকার দাসখৎ লিখিয়ে পাঠানো হয়নি তাদের।

মার্কিন সরকারও তাঁদের এই আশ্বাসই দিয়েছিলেন যে

ভিয়েতনামে যুদ্ধের মেয়াদ বেশী দিনের নয়। দক্ষিণ চীন উপসাগরে সপ্তম নৌবহরের পাঁয়তারা দেখেই ভিয়েতকঙ গেরীলারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে, আর না হয়ত, হাত জড়ো করে হাঁটু মুড়ে আত্মসমর্পন করবে। এছাড়া তাদের কাছে তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই।

দিয়েন বিয়েন ফু-তে সতের হাজার টপ ক্লাস ফরাসী সৈন্য ভিয়েতকঙদের হাতে কচুকাটা হওয়ার পরেও অ্যামেরিকান সৈন্যদের ওপরে যথেষ্ট আস্থা রেখেছিল মার্কিন সরকার।

রাশিয়া আক্রমণ করার সময় এই রকম একটা ভরসা হিটলার সাহেবও তাঁর সমরবাহিনীকে দিয়েছিলেন। তিন সপ্তাহ, বড় জোর, একমাস; এরই ভেতরে তামাম রাশিয়া সাফ হয়ে যাবে। হিটলার সাহেব বার্লিনে বসে সেনাপতিদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বিজয়ী জার্মানবাহিনী মস্কোতে হাজির হয়ে আগামী ক্রিসমাস উৎসব পালন করবে; এবং সেই উৎসবকে গৌরবান্বিত করার জন্যে তিনি নিজেও মস্কোতে পায়ের ধুলো দেবেন।

সেই ভরসায় তিনশ' সত্তর হাজার সৈন্যের বিরাট ষষ্ঠবাহিনী, হিটলারের অতিগর্বের হাতিয়ার, বিরাট পুরোভাগ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এক বছর পরে, সেই বাহিনী স্ট্যালিনগ্রেডের তুষার গ্রানাইটে অবরুদ্ধ হোল। সেই বাহিনী আর ফিরে আসে নি। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল হিটলার, তথা, সমস্ত জার্মানীকে।

প্রেসিডেনট আইসেনহাওয়ারের মনেও ভিয়েতনামের সম্বন্ধে সেই রকম একটা নগণ্য ধারণা ছিল কিনা জানি নে; কিন্তু হিটলারের মত দুর্ধর্ষ উচ্চাকাংখা তাঁর ছিল না। তাঁর সামরিকবাহিনীর রণসম্ভার জার্মান ষষ্ঠবাহিনীর চেয়ে অনেক উঁচু হলেও, আর উত্তর ভিয়েত-নামের আয়তন রাশিয়ার চেয়ে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও, হো-চি-

মিনকে ঘায়েল করতে তিনি তিন মাস সময় দিয়েছিলেন। তার পরেই ঘরের ছেলেরা সব ঘরে ফিরে আসবে।

অথচ, সেই যুদ্ধ এখনও চলছে; আর যত দিন এগিয়ে যাচ্ছে ততই সেযুদ্ধ ভয়ঙ্কর থেকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ক্ষিপ্রতা বেড়ে উঠছে ভিয়েতকঙদের, একেবারে জেরবার করে তুলছে অ্যামেরিকাকে। এখনও যে কত করবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

আজ পর্যন্ত ভিয়েতনামের যুদ্ধে অ্যামেরিকার কত সেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসম্বন্ধে খতিয়ান করে রয়টার দোশরা মে লণ্ডন থেকে যে পরিসংখ্যানটি প্রকাশ করেছে সেইটি আমি হুবহু তুলে দিলাম। অ্যামেরিকার অধিবাসীদের "ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনার" দাবীটা যে কতখানি যৌক্তিক এই পরিসংখ্যান থেকেই তা পরিস্কার বোঝা যাবে।

The Vietnam war, now spreading menacingly into neighbouring Cambodia, has claimed more than 41·600 American lives at a cost of thousands of millions of dollars.

The 41·600 lives so far lost in eight years of war in Vietnam compare with 33·629 Americans killed in the korean conflict [1950-53] and represent more than 75 percent of the total killed in battle in World war I [53. 402]

In World war II, the United States lost 2. 91· 557 men Killed in action.

More than 2.11.000 Americans have been wounded in Vietnam—double the number in the first World war and nearly four times the figure for korea.

Meanwhile the war is currently costing the U. S. taxpayer an estimated 46, 500. 000 dollars (Rs 348. 750. 000) a day.

At its peak in 1968, the war cost 23.000 million dollars (17250 crores) a year.

এই অহেতুক লোকক্ষয়টা অ্যামেরিকার জনসাধারণকে ভাঁওতা দিয়ে বোঝানো সম্ভব হয় নি। তাঁরা বারবার অ্যামেরিকান সরকারকে আবেদন জানিয়েছেন এবার আমাদের ছেলেদের ফিরিয়ে নিয়ে এস। অ্যামেরিকান সরকার সেই আবেদন নিবেদনে বিশেষ কান দেয় নি। ফলে, বর্তমানে সেগুলি যথারীতি দাবি, আর আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সেই চাপে পড়ে মার্কিন সরকার "অপারেশন এব টাইডে' স্বীকৃত হয়েছে। প্রেসিডেনট কেনেডী, জনসন, আর নিকসন ভিয়েতনামের মাটি থেকে মার্কিন সৈন্যবহর ধীরে ধীরে সরিয়ে আনার নীতিগত দাবী মেনে নিয়েছেন।

প্রেসিডেনট নিকসনের এই যদি আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তাহলে, কাম্বোডিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে অ্যামেরিকান সরকার আবার হস্তক্ষেপ করছে কেন? সমস্ত ব্যাপারটা ব-কলমে সারা হলেও, শাক দিয়ে মাছের গন্ধ কোনদিনই চাপা যায় না; আর, যায় না বলেই, ইতিহাস আর রাজনীতির ছাত্ররা মনে করেন লন-নল চক্রের সাংবিধানিক ক্যুডেটার পেছনে অ্যামেরিকার সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সীর যথেষ্ট উৎসাহ বা উত্তেজনা রয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এই এজেন্সীর সঙ্গে লন-নল চক্রের আঁতাত অনেকদিনের। সংবাদটি গোপনে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও কেউ কোনদিন মনে করে নি। এক্ষেত্রে কোন দলই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা রাখে নি। লন-নল চক্র ভেবেছিল রাষ্ট্রপ্রধান সিহানুককে হাতের মুঠোয় পুরতে বেশী সময় যাবে না; কারণ, অনুন্নত কাম্বোডিয়ার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে মার্কিন

সরকারের ডলার সাহায্য তিনি অবহেলা করতে পারবেন না। সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সী ভেবেছিল কার্যকালে অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্ট তার এই নীতিটিকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

মেনে না নিয়ে উপায় নেই ; কারণ, স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অনেকের মতে বর্তমানে সেনট্রাল ইনটেলিজেনস-এর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। বলতে গেলে, উনিশ শ' তিপ্পান্ন সাল থেকেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে আসছে ওই সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সী, সংক্ষেপে সি-আই-এ।

সেই উনিশ শ' তিপ্পান্ন সাল থেকেই অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্ট-মেনট-এর হাত থেকে ইন্দোচীনের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সি-আই-এ। সেই সময় থেকেই পূর্বপ্রাচ্যের নানা রাষ্ট্রের ঘরোয়া রাজনীতির মধ্যে মাথা গলিয়ে গোলমাল বলুন, গৃহযুদ্ধ বলুন, সব কিছুতেই পরোক্ষে, কোথাও কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, অশান্তি বাঁধিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

কাম্বোডিয়াতেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি।

লাওসে অ্যামেরিকা বিরাট আকারে তার সামরিক সম্ভার নিয়ে ঘাঁটির পর ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। প্যাথেট লাও-র সর্বাত্মক আক্রমণের শহীদ হিসাবে লাওসকে খাড়া করিয়ে এবারে সে কাম্বোডিয়ার মাটিতে এসে হাজির হয়েছে। এর সমস্ত পরিকল্পনা সি-আই-এর। প্যাথেট লাও আর ভিয়েতনামের ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রনটের ওপরে চাপ দেওয়ার জন্যেই কাম্বোডিয়াতে অ্যামেরিকার সামরিক ঘাঁটি থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এদিক থেকে পেনটাগন বা পররাষ্ট্র দপ্তর, এদের কারও সঙ্গেই সি-আই-এর কোন বিরোধ নেই। উনিশ শ' সাতষট্টি সাল থেকেই একটা বিষয়ে তারা একমত যে "সারা ইন্দোচীনে ভবিষ্যতের জন্যে যে যুদ্ধ" শুরু হবে তা থেকে ভিয়েতমামের যুদ্ধকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, ভিয়েতনামের যুদ্ধের ফলাফলের ওপরেই

সারা ইন্দোচীনে মার্কিন সরকারের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নির্ভর করছে। ভিয়েতনামই হচ্ছে এশিয়ার দূর প্রাচ্যের ম্যারাথন আর থার্মোপালি। সুতরাং ভিয়েতনামের যুদ্ধকে তাচ্ছিল্য করা যাবে না; তাকে কিছুতেই অ্যামেরিকার হাতের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে সর্বস্ব পন করেই লড়তে হবে অ্যামেরিকাকে।

উনিশ শ' তিপ্পান্ন সালেই অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র সচীব জন ফসটর ডালেস এই কথাটাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। দিয়েন-বিয়েন ফু-তে গোহারান হেরে ইন্দোচীন থেকে ফরাসী সরকার পাততাড়ি গোটানোর অনেক আগে থেকেই ডালেস সাহেব সি-আই-একে এশিয়ার পূর্ব প্রাচ্য রাজনীতিতে জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বেশ জানতেন লাল জুজুর সঙ্গে লড়তে গেলে সি-আই-এ ছাড়া আপাতত কোন জোরালো হাতিয়ার অ্যামেরিকার হাতে নেই।

আর সেই জেহাদে কাম্বোডিয়াকে তিনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিজম বিরোধী সীংম্যান বা চিয়াং-কাইশেকের উত্তর পুরুষের সন্ধান পেয়েছিলেন।

তাঁর দৃষ্টির মধ্যে কোন ভেজাল ছিল না। কারণ, প্রথম প্রথম, "স্বাধীন" জগত সম্বন্ধে নরোদম সিহানুকের আদর্শবাদ প্যারী আর ওয়াশিংটনের ট্রেডমার্ক নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অনেকটা মেড-টু-অর্ডারের মত। ফরাসী সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান সিহানুক 'স্বাধীন' জগত নিয়ে তাই খুব গরম গরম বক্তৃতা দিতেন। বারবার তিনি বলতেন কমিউনিজম পৃথিবীর সাধারণ শত্রু। বলতেন, মানুষের এই সাধারণ শত্রুর সঙ্গে আজীবন তিনি যুদ্ধ করে যাবেন।

সিহানুকের এবম্বিধ দূরদৃষ্টিতে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল অ্যামেরিকা। এ যে একেবারে না চাইতেই জল। ছাই ঘাঁটতে

ঘাঁটিতে অ্যামেরিকা আসল রত্নটি কুড়িয়ে পেল। "ইউরেকা, ইউরেকা" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন ডালেস সাহেব।

কিন্তু ডালেস সাহেবকে খুশি করার জন্যে সিহানুক ওসব কথা বলতেন না। বলতেন, কমিউনিজমকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি বলেই। ভুলই হোক, আর ঠিকই হোক, এটা তাঁর বিশ্বাসের কথা।

কমিউনিস্ট বিরোধী হওয়া সিহানুকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রথমত তিনি রাজার ছেলে; নরোদম রাজবংশের নীল রক্ত তাঁর শিরায় শিরায়, ধমনীর প্রতিটি রন্ধ্রে। তিনি প্রজাদরদী হতে পারেন; কিন্তু তাই বলে নিজেকে প্রজাদের একজন বলে মনে করে নেওয়াটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফিউডাল লর্ডসরাই ছিল তাঁর আপন জনের মত। সেই জন্যে দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট সমর্থক আন্দোলনকে যেভাবে তিনি দমন করেছিলেন, সেই পরিমাণে দেশের শাসকচক্রের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপকে তিনি সহ্য করে গিয়েছিলেন। লন-নল, সিরিকমাতক, সিমভার, চেঙ-হেঙদের তিনি সব সময়ে যথাসাধ্য সুযোগ সুবিধে দিয়ে এসেছেন।

সাংবিধানিক ক্যু ঘটে যাওয়ার পরে তিনি এঁদের আসল রূপটা বুঝতে পেরেছেন। এঁরা যে তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে কতটা ঋণী সেকথা আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তিনি বলেছেন :

Sirikmatak came to me and said : Please appoint me as ambassador. I am bored at home, my salary is not enough to make my family live a decent life.

I appointed him ambassador to Peking.

Hardly a year had passed, when he again came to me with a request : I am bored. Please send me to a capital in the free world.

I sent him to Japan.

Sim Var came to me and said : I am one of those rare people who do not know embezzlement and therefore. I am poor. I am told ambassadors draw high salaries and in foreign currency too.

I appointed him ambassador to Peking.

Some years later, he again came to me with a request : I want to have my eye operated. Please send me to. Paris.

And I appointed him as Cambodia's representative to UNESCO in Paris.

বাইরে চাকরি নেওয়ার আগে এঁরা কোন্ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন সে সম্বন্ধে সিহানুক বলেছেন :

Before their appointments abroad, Sirikmatak was a minor civil servant in the Internal Administration, and Sim Var, a forester.

প্রশ্ন, এই সব মানুষদের তিনি এতটা প্রশ্রয় দিতেন কেন ? তিনি কি জানতেন অ্যামেরিকার সঙ্গে এদের কোথাও কোন যোগসূত্র রয়েছে ?

কাম্বোডিয়ার বৌদ্ধ আর কৃষকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতেন : কমিউনিজম বিদেশী আদর্শ। জাতির আদর্শ থেকে তার ফারাক অনেক।

জনগণতান্ত্রিক ফ্রনট দূরের কথা, শ্রেণীসংঘাতের তত্ত্বটাই তিনি অর্থহীন জঞ্জাল বলে মনে করতেন। কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট দলটিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না ; তাঁর কাছে সেটি ছিল ভিয়েতনাম আর বিদেশী কমিউনিস্টদের "খেলার পুতুল"। ফলে, কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির [যাকে pracheacon বা পিউপল পার্টি বলা হোত] জঙ্গী নেতারা রবার ক্ষেতের দরিদ্র চাষী আর

শ্রমিকদের নিয়ে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করলে তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁদের জেলে পুরে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু তাই বলে প্রগতিশীলদের তিনি একেবারে বাতিল করে দেন নি। বরং প্রগতিশীলদের কিছুটা শান্ত রাখার জন্যে তিনি চলনসই বামপন্থীদেরও রাজকার্যে নিয়োগ করেছিলেন।

কথাটা সত্যি যে নীতিগতভাবে কমিউনিজমকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না; কিন্তু একথাও সত্যি নয় যে শক্তিশালী ধনতন্ত্রী পুঁজিপতিদেরও তিনি মাথায় তুলে নাচতেন। রক্ষণশীল হওয়ার ফলে, তার সার্বভৌমত্বের বিরোধীতা করতে পারে এমন কাউকেই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। বড়-বড় পুঁজিপতি ব্যবসাদারেরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে কিছুটা সেইজন্যে, আর কিছুটা, কল-কারখানা তৈরি করার জন্যে যে পরিমাণ অর্থ থাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থের অভাব ছিল বলে, তিনি স্টেট সেকটর তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকেও রাষ্ট্রায়ত্ত করতে দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু একথাটা তিনি বুঝতে পারেন নি যে দেশের শাসনচক্র যেখানে কিছু অর্থশালী জোতদারদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেখানে শোষণটা প্রত্যক্ষভাবে না চললেও তার সমূলোৎপাটন হয় না; অন্যপথে তলে-তলে, গোপনে-গোপনে সেটা কাজ করে যায়। সেইজন্যে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনীর জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপ তিনি ঠেকাতে পারেন নি।

আঠারো বছর বয়সে নরোদম সিহানুক কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। সময়টা তখন উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। যুদ্ধে নৃশংসতা আর বর্বরতা যে কতদূর উঠতে পারে তা তিনি দেখেছেন। হিরোসীমা আর নাগাসাকীর নিরপরাধ জনগণের মরণ আর্তনাদ তাঁর কানে গিয়ে

পৌঁচেছে। সুতরাং নিজের দেশের মধ্যে তিনি যে সেই যুদ্ধ টেনে আনতে চাইবেন না, একেবারে অসম্ভব না হলে যুদ্ধকে তিনি যে যথাশক্তি এড়িয়ে চলবেন সেবিষয়ে কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই অপ্রয়োজনে কমিউনিস্ট বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কমিউ-নিস্টদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে রাজি ছিলেন না। এমন কি কাম্বো-ডিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে একটিও গুলি ছোঁড়েন নি তিনি। তবে বুদ্ধির প্যাঁচ কষেছিলেন যথেষ্ট। অবশ্য শুধু বুদ্ধির প্যাঁচেই যে স্বাধীনতা এসেছিল তা নয়; স্বাধীনতা এসেছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে. বিশেষ করে, ফরাসী সরকার ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে আসার স্থির সংকল্প করার ফলে।

মার্কিন সরকার সায়গনের সঙ্গে কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞে অংশ-গ্রহণ করার জন্যে আকারে ইঙ্গিতে বারবার কাম্বোডিয়ার ওপরে চাপ দিয়েছে, দিয়েছে ঘুষ, করেছে তোয়াজ। সিহানুক সব সময়ে এড়িয়ে গিয়েছেন, বলেছেন: কমিউনিস্টরা যদি কোনদিন কাম্বোডিয়া আক্রমণ করে তবেই তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে জেহাদ ঘোষণা করে কমিউনিস্টবিরোধী কোন জোটের সঙ্গেই তিনি হাত মেলাবেন না।

তোওবা, তোওবা! আরে, হেল, হোয়াট আর য়ু টকিং

কথাটা শুনেই বজ্রাহত হয়ে গুম হয়ে রইল অ্যামেরিকা। সিহানুক সাহেব এ সব আবোল তাবোল কী বকে যাচ্ছেন! শত্রুকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে এনে যুদ্ধ! কিন্তু আসল কথাটা কী?

উনিশ'শ তিপ্পান্ন সালের আগস্ট মাস নাগাদ প্রিন্স নরোদম সিহানুক তাঁর পররাষ্ট্রনীতি স্পষ্ট করে ঘোষণা করে দিলেন: কমিউনিস্টবিরোধী ক্রুসেডে তিনি উপযাচক হয়ে নাম লেখাবেন না।

অর্থাৎ তিনি নিরপেক্ষ, জওহরলাল নেহেরু আর চৌ-এন-লাই-এর সহ-অবস্থান নীতির পরিপোশক।

সঙ্গে সঙ্গে নম-পেনে দৌড়ে গেলেন হু'জন বিশিষ্ট রথী। একজন হলেন অ্যামেরিকান সিনেটর মিঃ নোল্যানড, আর একজন হলেন সায়গনে নিযুক্ত অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত মিঃ হিথ।

যা শোনা যাচ্ছে তা কি সত্যি ?

ঘাড় নাড়লেন সিহানুক : মিথ্যে বলে আমার লাভ কী ?

আপনার কথাই কি কাম্বোডিয়ার কথা ?

কাম্বোডিয়ার কথা ছাড়া আমার কোন কথা নেই, বক্তব্য নেই রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুকের।

কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন ? কাম্বোডিয়া আমাদের বন্ধু সেকথাটা আপনার স্মরণে রয়েছে ?

রয়েছে ; কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গেও অপ্রয়োজনে বিবাদ করতে কাম্বোডিয়া নারাজ।

অর্থাৎ খাল কেটে নদীর কুমীর তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকাবেন না। তবে তা সত্ত্বেও কুমীর যদি ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তার সঙ্গে চরম মোকাবিলা করার জন্যে আসরে নামবেন। তার আগে নয়।

মিঃ নোল্যানড আর মিঃ হিথ তবু হাল ছাড়েন না ; বোঝাতে থাকেন সিহানুককে : শত্রুদের ঘরে আসার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকাটা উচিত নয়। যুদ্ধ শাস্ত্রে আক্রমণ করাটাই হল প্রতিরক্ষার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। আপনার একপাশে ভিয়েতকঙ, আর একপাশে প্যাথেট লাও। নয়া চীন ওদের মদত দিচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে ওরা কাম্বোডিয়াকে চুরমার করে দিতে পারে। তখন কী করবেন ?

সিহানুক বললেন : পরের কথা ঠিক এখনই ভাবার সময় পাচ্ছি নে।

যুক্তি দিয়ে যখন কোন কাজ হল না, তখন অনুরোধের ঝাঁপি খুলে দিলেন দু'জনে : পরে ভাববার মত আর সময় পাবেন না। তার চেয়ে আসুন। অ্যামেরিকার 'কমিউনিস্ট বিরোধী" শক্তির সঙ্গে হাত মেলান। কমিউনিজম বর্বরতার হাত থেকে এশিয়াবাসীদের মুক্ত করুন। ইন্দোচীনের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে ফেলে শান্তি আর মৈত্রীর বাণী প্রচারের জন্যে কাম্বোডিয়াকে তার সুযোগ্য অংশগ্রহণ করতে দিন। নিরপেক্ষতা আর সহ-অবস্থানের নীতি আজকের দিনে পুরাণো আসবাবপত্রের সামিল হয়ে গিয়েছে।

সিহানুকের সেই এক কথা, এবমেব অদ্বিতীয়ম।

রথীরা অকৃতকার্য হয়েছেন বুঝতে পেরে মহারথী ডালেস এগিয়ে এলেন।

কিন্তু সিহানুকের চিন্তা অন্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর বক্তব্যের মূল হল, লাওস আর ভিয়েতনামে প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। সেই পরিস্থিতিতে মিত্র এবং স্বাধীন কাম্বোডিয়াই উভয় দেশের মধ্যে শান্তি আর মৈত্রী ফিরিয়ে আনতে পারবে ; অন্তত, সে চেষ্টা তিনি করবেন। নিরপেক্ষতার পক্ষচ্ছেদ করলে, এশিয়ার দূর প্রাচ্যে অকমিউনিস্টদের একমাত্র ঘাঁটি কাম্বোডিয়ার অস্তিত্বটুকুও লোপ পেয়ে যাবে। লালে লাল হয়ে যাবে সারাটা ইন্দোচীন।

ডালেস সাহেব মুচকি হেসে সিহানুকের নির্বুদ্ধিতা কোথায় তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন।

As long as our common enemies, the Viet Minh, are not repulsed—and you know how capable they are of sweeping at your khemer Monarchy and your glorius traditions, your thousands of years-old civilisation and your democracy—as long as this great possibly fatal danger does not recede,

we cannot discourage the French who are making such heavy sacrifices in Indo-china to defend our common liberties. We are at the most critical moments of war. It must be won,"

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাধারণ শত্রু ভিয়েতমীনদের বিতাড়িত করা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফরাসী সরকারকে ইন্দোচীন ছেড়ে যেতে অনুরোধ করতে পারব না। কারণ এঁরাই জনসাধারণের মুক্তির জন্যে অনেক আত্মত্যাগ করেছেন।

কিন্তু ভিয়েতমীনরাও ঘাস খায় না। যুদ্ধবিদ্যায় তারাও সুপণ্ডিত ; সমরসম্ভারও তাদের কম নেই। তাদের শক্তি আর সাহস এতই দুর্বার যে তারা, ডালেস সাহেবের ভাষায়, নরোদমের খ্‌মার রাজতন্ত্রকে ধূলোর মত গুঁড়িয়ে দিতে পারে, হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল খ্‌মার সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে পরিণত করতে পারে ধ্বংসস্তূপে, তাঁর সাধারণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। যতক্ষণ না সেই বিপদ, সম্ভবত যেটি মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর, দূর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বিশ্রাম নেই।

ডালেস তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন কিছুটা হতাশার ভেতর দিয়ে ; যুদ্ধের একটি বিপজ্জনক সন্ধিস্থলে আমরা এসে পৌঁছেছি। এ যুদ্ধ আমাদের জয় করতেই হবে।

গভীর জলের মাছ জন ফসটার ডালেস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি নরোদম সিহানুককে একটা কথাই বলে দিলেন ; যদি বাঁচতে চাও তাহলে নিরপেক্ষতার ভুয়ো নীতি পরিত্যাগ করে "গুড বয়ে"র মত তুমি সদর রাস্তা দিয়ে অ্যামেরিকার শিবিরে চলে এস। ব্যাঙ্কক, সায়গন, আর ভিয়েনতিয়েনের মিত্র শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মেলাও। নতুবা ফরাসী সরকারকে ইন্দোচীন ছেড়ে যাওয়ার কথা বলতে আমরা রাজি নই।

অর্থাৎ, চেঁচামেচিই কর, আর, হাত-পা-ই কচলাও, কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা এখন শিকেয় তোলা রইল।

একটা পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা হল কাম্বোডিয়ার ওপরে।

সময়টা হল উনিশ শ' তিপান্ন সাল।

কিন্তু ডালেস সাহেব যদি ডালে-ডালে ঘোরেন, নরোদম সিহানুক ঘোরেন পাতায়-পাতায়। তাছাড়া, হাড়ে-মজ্জায় তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। ব্যাঙ্কক, সায়গন আর ভিয়েনতিয়েনের নেতাদের মত তিনি অদূরদৃষ্টি ছিলেন না। ওই সব নেতারা লোভে পড়ে অ্যামেরিকার প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন; ফলে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তাঁরা। তাতে শেষ পর্যন্ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই তাঁদের অনেক বেশী হয়েছে। সিহানুক সেপথ দিয়ে হাঁটলেন না। জাতীয়তাবাদকেই তিনি মূল রাষ্ট্রনীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন কেবল জঙ্গী জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়েই নয়, বংশ মর্যাদা আর ব্যক্তিগত দম্ভেরও একটা জোরালো তাগিদ তার পেছনে ছিল। হাজার হোক তিনি বিখ্যাত জয়াবর্মার বংশধর, এবং প্রাচীন খ্মার সভ্যতার ধারক এবং বাহক। নিজস্ব সত্তাকে কিছুতেই তিনি অ্যামেরিকার কাছে বন্ধক দিতে রাজি ছিলেন না।

কিন্তু একথাটাও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে খ্মার ইসারাক দলের সভ্যরা কমিউনিস্ট নীতির সমর্থক; ভ্রাতৃস্থানীয় প্যাথেট লাও আর ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সেই দিক থেকে সিহানুক যদি প্রতিবেশী কমিউনিস্ট রাজ্যগুলিকে সাহায্য করার নীতিটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন তাহলেই তারা সবচেয়ে বেশী খুশি হোত, এবং একটি শক্তিশালী দলের মাধ্যমে জনসাধারণের আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ হোত তাঁর।

সে-সাহস তাঁর হল না। প্রথমত কুলগৌরবের বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কারের মাথায় মুগুর মেরে অতটা তাড়াতাড়ি এগোনো সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। দ্বিতীয়ত, ওই রকম একটি পথ গ্রহণ করলে পরিচিত মহল থেকে যে চাপ তাঁর ওপরে পড়বে তার ভার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফরাসীদের আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে তাঁর কাম্বোডিয়া। দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে তখনও তাঁকে ফরাসী আর মার্কিন সরকারের বদান্যতার ওপরে সমূহ নির্ভর করতে হচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলির সঙ্গে তখনও তাঁর পরিচয় গভীর হয়নি। রাজনীতির খেলা যদি খেলতেই হয় তাহলে মোটামুটি নিরাপদ হয়েই তা খেলতে হবে। তাতে সুখ না থাক সোয়াস্তি রয়েছে কিছুটা।

এই দুটি কারণেই তখন তিনি নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বলাই-বাহুল্য, কাম্বোডিয়ার এই "রক্তহীন" পররাষ্ট্র নীতিতে অ্যামেরিকা আদৌ খুশি হয় নি। কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ রেখার মত একটা মাত্র আশার কথা এই যে তখনও পর্যন্ত নরোদম সিহানুক চীন আর রাশিয়ার দিকেও ঢলে পড়েন নি।

এই সুযোগটিকে কাজে লাগানোর জন্যে ডালেস সাহেব মাসীর দরদ নিয়ে হাজির হলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন ব্ল্যাঙ্ক চেক। রাস্তা নেই তোমাদের দেশে? কুছপরোয়া নেই। আমরা রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছি। রাস্তা নয়, একেবারে রাজপথ, তোমরা যাকে বল "মহাবীথি।" শুধু রাস্তা কেন? যদি চাও, গোটা নম-পেন সহরটাকেই আমরা আসল সোনা দিয়ে মুড়ে দেব। ব্যাঙ্কক, সায়গন লজ্জায় তার কাছে মুখের ওপরে ঘোমটা তুলে দেবে। ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, টুরিষ্ট লজ বল, নাইটক্লাব, সরাইখানা বল—কী তোমার চাই! সব দেব, একেবারে সরগরম হয়ে উঠবে নম-পেন।

তার পরিবর্তে আমাদের সঙ্গে দোস্তি কর।

অ্যামেরিকার কূটনীতির আসল ভীতিটা কোথায় তখনও পর্যন্ত হয়ত তা সিহানুকের নজরে পড়ে নি। হাঙরের দাঁত যে কত তীক্ষ্ণ জলের বাইরে কাটা পা না তুললে তা নাকি বোঝাই যায় না। ডলার সমুদ্রে অবগাহন করার আগে সিহানুকেরও তা বুঝতে বিলম্ব হয়েছিল বিলক্ষণ।

দেড় কোটি ডলারের বরাদ্দ নিয়ে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নম-পেনে "মৈত্রী সড়ক" তৈরি করার কাজে নামলো অ্যামেরিকা।

কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ আসার কথা সে পরিমাণ অর্থ এল না। পুরো দুটি বছর ধরে যে ভাবে কাজ চলল তাতে অকাজের বোঝাটাই বেড়ে গেল অনেক। তবে, সদিচ্ছা বলেও তো একটা কথা রয়েছে। তার দামই বা আজকালকার বাজারে দেয় কে ? তাই দিয়েছে অ্যামেরিকা।

ভবি কিন্তু ভুলবার নয়। কাম্বোডিয়াকে কিছুতেই দলে ভিড়ানো যাচ্ছে না। অথচ ওকে হাতের মুঠোতে পুরতে না পারলে ব্যাঙ্কক, আর সায়গন দুটি দেশই "সাময়িক বোমা"র ওপরে ব'সে থাকবে ; উত্তর ভিয়েতনামকেও শায়েস্তা করা যাবে না। ডালেস-ম্যাকনামারা-আইসেনহাওয়ার বিব্রত। সামান্য একটা দেশ, তাও অনুন্নত। না আছে বোমা, না আছে মিলিটারী। সেও অ্যামেরিকার টোপ গিলল না! পররাষ্ট্রনীতির জগতে বিলকুল স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে নরোদম সিহানুক। তাজ্জব কাণ্ড! এত সাহস সে পাচ্ছে কোথা থেকে ?

ছুটলো সি-আই-এ। হট লাইনে কথা হল ব্যাঙ্কক, সায়গন আর ভিয়েনতিয়েনে অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূতগুলির সঙ্গে : সংবাদ নাও, ব্যাপারটা কী ? সিহানুককে এতখানি মদৎ দিচ্ছে কে ?

এস-ও-এস চলে গেল চারপাশে।

না ; তেমন জো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হো-চি-মিন

তো নিজের দেশকে নিয়েই ব্যস্ত। প্রিন্স শোপানোভঙ অ্যামেরিকার বোমারু বিমানের জ্বালায় উদ্বাস্তু। পিকিং-এর সঙ্গে সিহানুকের আঁতাত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বাকি রইল এক রাশিয়া। না; সে বিষয়েও সি-আই-এর সদর দপ্তরে কোন সংবাদ নেই।

আশ্বস্ত হল অ্যামেরিকা। টাইট দাও আরও একটু। "মৈত্রী সড়কে"র কাজ মন্থর করে দাও। দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

॥ চার ॥

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই য়ুনাইটেড নেশানস-এর কর্মকর্তারা এশিয়ার দূর প্রাচ্যের ঘটনাগুলি নিয়ে বিশেষ বিব্রত হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে যে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব স্থুরু হয়েছিল তার সঙ্গে কী ভাবে, কোন্ দিক থেকে মোকাবিলা করা যায়, সেইটাই ছিল ভাবনার কথা। এশিয়ার সমস্ত দেশ গুলি জ্বলছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের একটা কিছু রফায় আসা সম্ভব হলেও, বর্মা, মালয়, ফিলিপাইনস, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, চীন, কোরিয়া—কোথাও শান্তি নেই। সব যেন এক একটি আগুনে বোমা; কখন যে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে কে বলতে পারে!

সব চেয়ে বেশী ঝামেলা বেঁধেছে কোরিয়া আর ইন্দোচীনকে নিয়ে। ওই দুটো দেশই বড়কর্তাদের মাথার স্ক্রু ঢিলে করে দিয়েছে, রাত্রির ঘুম নিয়েছে কেড়ে।

সেই সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যেই জেনিভা কনফারেনস-এর আয়োজন। কোরিয়াতে অ্যামেরিকান দালাল সীংম্যান রী-র

ভবিষ্যৎ কী ভাবে নির্ধারিত হবে, আর ইন্দোচীনে ফরাসী সরকার হো-চি-মিনের সঙ্গে কী ভাবে হাত মেলাবে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যে কোন্ পথে এগোনো যাবে তারই একটা ফয়শালা করার জন্যে ফেব্রুয়ারী মাসে বার্লিনে এসে হাজির হলেন অ্যামেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচীব।

অ্যামেরিকা থেকে এলেন জন ফসটর ডালেস, ব্রিটেন থেকে এলেন ফরেন সেক্রেটারী অ্যান্টনি ইডেন, রাশিয়া থেকে মলোটোভ, ফ্রান্স থেকে এলেন জর্জেস বিদো। এঁরাই হলেন মূল গায়েন।

আর কে এলেন? আর এলেন পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়নার প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বাধীন শক্তি-গুলির সঙ্গে সেই আলোচনাচক্রেতেই পিপলস্ রিপাবলিক অফ চায়না প্রথম অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেল।

এলেন সীংম্যান রী, অস্ট্রেলিয়া থেকে আর-জি-কেসী। পৌঁছলেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ভি-কে-কৃষ্ণমেনন। কাম্বোডিয়া আর লাওসের প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন; আর কিছুটা পরে যোগ দিয়েছিলেন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের প্রতিনিধি ফাম ভান দঙ।

বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে কুড়িটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সুরু হল জেনিভা কনফারেনস।

প্রথম রাউণ্ডেই বোঝা গেল কোরিয়ার সমাধান সহজ নয়; যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক জটিল। সেই সঙ্গে এটাও বেশ বোঝা গেল, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দোচীনের সমস্যাটাই হ'ল সবচেয়ে বড়; এবং তড়িঘড়ি তার একটা ব্যবস্থা না করলে এশিয়ার ম্যাপ থেকে ফ্রান্সের নাম চিরদিনের জন্যে মুছে যাবে। সুতরাং উপস্থিত সদস্যদের অনেকের মাথায় ওই সমস্যাটাই বড় হয়ে দেখা দিল।

জমজমাট কনফারেনস্।

আলোচনাটা সারা ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে হলেও, মূল সমস্যাটা হল ভিয়েতনামকে নিয়ে। লাওস আর কাম্বোডিয়াকে নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তিত নয়; এমন কি ডালেস পর্যন্ত। লাওসে গোলমাল বেঁধেছে সত্যি কথা; কিন্তু প্যাথেট লাও-এর সঙ্গে ওর একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। নিরপেক্ষদলের নেতা শোভানাপোমাকে দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী দু'দলেই মেনে নেবে।

কাম্বোডিয়ার সমস্যা আরও সহজ। সেখানে জাতীয়তাবাদী নেতা সিহানুকের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই। ভিয়েতকঙ আর প্যাথেট লাও-এর সঙ্গে আঁতাতও তাঁর নেই বললেই হয়। এমন কি খ্মার ইসারাক দলকেও তিনি প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছেন। সারা ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষের দানা পাকিয়ে উঠেছে তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি; কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন সেই অনিবার্য গতিকে রোধ করতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণই তাঁকে একপাশে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। তবু তিনি ফরাসী সরকারকে অশ্রদ্ধা করেন নি।

অথচ কোন বিশেষ শিবিরেই তিনি যোগ দেন নি। ওয়াশিংটন তাঁর বন্ধু, মস্কো-পিকিং-এর সঙ্গেও তাঁর মিতালি। দু'দলকে মানিয়ে চলার এই যে শক্তি এটাই ছিল তাঁর তুরুপের তাস। এই তুরুপ দিয়েই তিনি ফ্রান্স, বিশেষ করে, অ্যামেরিকাকে কাত করে দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কাম্বোডিয়ার সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয় তাহলে অচিরাৎ তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে; নতুবা সারা দেশ লাল হয়ে যাবে।

সে রকম দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে অ্যামেরিকারও তা অজানা ছিল না। সমস্ত অনুন্নত দেশগুলিরই ওই একই অবস্থা, সব এক ছকে বাঁধা ওরা; কোন রকম ইতর-বিশেষ নেই। তা ছাড়া, কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সামাল দেওয়ার জন্যেও তো হাতিয়ার একটা

চাই। এশিয়াবাসীদের দিয়েই এশিয়াবাসীদের হত্যা করাতে হবে। তা নইলে আর ডিপ্লোম্যাসীটা কোথায় ? সেইজন্যে ফরাসী সরকারকে ওখান থেকে হঠিয়ে নিজেদের তাঁবেদার করে রাখতে হবে কাম্বোডিয়াকে। এত সহজে কোটি কোটি ডলার ঋণ দেনেওয়ালা তাবৎ বিশ্বে এক অ্যামেরিকা ছাড়া আর কোন্ দেশ রয়েছে ? একবার ঋণের জালে জড়াতে পারলে রুই কাতলার দল সব উঠে আসবে। কী করে আসবে তার প রকল্পনা সি-আই-এর।

সুতরাং কাম্বোডিয়াকে নিয়ে অ্যামেরিকার আপাতত কোন দুর্ভাবনা নিয়ে।

দুর্ভাবনা এক ভিয়েতনামকে নিয়ে।

ইন্দোচীনের, বিশেষ করে, ভিয়েতনামের সমূহ সমস্যা ফরাসী সরকারের। বলতে গেলে এটা তার ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র সচীব জন ফসটর ডালেসের নিশীথ নিদ্রা টুটে গিয়েছে। কেবল চরখীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। একবার পেনটাগনের বাঘা-বাঘা সমর বিশারদদের সঙ্গে আলোচনা করছেন, একবার স্টেট ডিপার্টমেণ্টে বসে দূর পাল্লার টেলিফোনের মাধ্যমে বিদেশের রাষ্ট্রদূতগুলির সঙ্গে পরামর্শ করছেন ; কখনও সি-আই-এর গোপন চক্রে বসে এশিয়ার দূর প্রাচ্যে অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মাজাঘষা করছেন ; কখনও ছুটছেন লণ্ডনে ইডেন সাহেবকে দলে টানার জন্যে, কখনও হাজির হচ্ছেন প্যারীতে জর্জেস বিদোর কাছে।

ভিয়েতনামের সঙ্গে সন্ধি ! কোটি কোটি অ্যামেরিকান ডলারের কবরখানার ওপরে সন্ধির মুসৌলিয়ম। রাম কহ !

জেনিভাতে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সদস্যেরা দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেলেন।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর জনক ফসটর ডালেস জেনিভাতে এসে হাজির হলেন প্যাকেট ডিল নিয়ে।

কী, কী ব্যাপার। ডালেস সাহেবের পকেটে কীসের ডিল ?

সবাই তো অবাক ! আরে, এ কী বস্তু ডালেস সাহেব পকেটে করে নিয়ে এসেছেন ?

পরিস্কার হয়ে গেল সব।

ইন্দোচীনের শান্তির জন্যে তিনি আসেন নি। এসেছেন শান্তি-বৈঠক বানচাল করে দিতে। যে চোদ্দটি রাষ্ট্র কোরিয়াতে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্যে অ্যামেরিকার প্ররোচনায় "য়ুনাইটেড নেশনস"-এর সমরবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাদেরই তিনি দলে টেনে আনতে জেনিভাতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কোরিয়াতে আবার যুদ্ধ সুরু করার চেষ্টা, ইন্দোচীনের যুদ্ধকে প্রলম্বিত করা, এবং তাইওয়ান থেকে নয়া চীন সরকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। পরিকল্পনা তিনি তৈরী করেই এনেছিলেন ; সেটিকে কেবল চোদ্দটি বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে সমর্থন করানো।

সঙ্গে ছিলেন বশংবদ হিসাবে কোরিয়ার সীংম্যান রী, অষ্ট্রেলিয়ার কেসী, আর ফ্রান্সের উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল উপনিবেশবাদীদের মুখপত্র জর্জেস বিদো।

সবাই হাঁ হয়ে গেলেন।

ডালেস অভয় দিয়ে বললেন : কিছু ভয় নেই আপনাদের। টনকিন উপসাগরে আমাদের অ্যাটম বোমা তৈরি হয়ে রয়েছে। তাই দিয়ে উত্তর ভিয়েতনাম উড়িয়ে দিই আমরা। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

ওই অ্যাটম বোমাই অ্যামেরিকার পাশুপৎ অস্ত্র তখন। ওই বোমা দিয়েই ম্যাকআর্থার সাহেব জাপানকে ছাতু করে দিয়েছেন। তারই ঠেলা সামলাতে জান কয়লা হয়ে গেল সবার। আবার অ্যাটম বোমা! তাছাড়া, তুমি যদি অ্যাটম বোমা ছাড় তাহলে আমরা কনফারেনস করব কেমন করে ?

রাশিয়া চোখ পাকিয়ে বলল: ফেলে একবার দেখ। ভুলে যেয়ো না, আমাদেরও ওর চেয়ে মারাত্মক শস্ত্র রয়েছে।

অ্যান্টনি ইডেনের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ডালেস সাহেব।

আপনার দেশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না?

অ্যান্টনি ইডেন ঘাড় নাড়লেন: না। ইন্দোচীনে আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। চালালে, ওটা কেবল ভিয়েতনামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এশিয়ার দূর প্রাচ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। সেই আগুনের আভায় প্রশান্ত মহাসাগর লাল হয়ে যাবে।

অ্যান্টনি ইডেন "পূর্ব্বস্মৃতি"র একশ দু' পৃষ্ঠায় বলেছেন: Britain feared that Indo-china may be the wrong war against the wrong man in the wrong place.

প্রথম থেকেই ইন্দোচীনের সমস্যাগুলি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার জন্যে রাশিয়া আর চীনের প্রতিনিধিরা সত্যিকার চেষ্টা করেছিলেন।

জর্জেস বিদো-র অবস্থাও বেশ ভাল নয়। ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধান করার জন্যে তিনি যে ডালেস সাহেবের পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ফ্রান্সের জনসাধারণ এটা বেশ ভালো চোখে দেখছিল না। ইন্দোচীনের যুদ্ধ নিয়ে ফ্রান্স আর অ্যামেরিকার মধ্যে মতবিরোধ দিন দিন বেড়ে উঠছিল। ফরাসীরা ইন্দোচীনের সঙ্গে একটা মোকাবিলায় আসতে চায়; কিন্তু সেই মোকাবিলা কিছুতেই জর্জেস বিদোর জন্যে হওয়ার উপায় নেই। ডালেস সাহেবই যে ভদ্রলোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন সেবিষয়ে সন্দেহ ছিল না তাদের। ফরাসী সরকারকে শিখণ্ডী খাড়া করে অ্যামেরিকাই সব কিছু অপকর্ম করে যাচ্ছে। বিদো হচ্ছেন অ্যামেরিকার শো বয়।"

ফ্রান্সের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। খোদ অ্যামেরিকান জার্নালিস্ট রবার্ট দনোভান কী বলেছেন শুনুন:

The Indo-china war, engaged as a strictly French war. has become an American business.

দিয়েন বিয়েন ফু-র বিখ্যাত সর্বাধিনায়ক ফরাসী জেনারেল ন্যাভারে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন :

The Americans helped us materially, but on the other hand fought us morally. While making full use of French 'fist', which was essential to their anti-communist game, they worked to undermine and even destroy our interests."

বিদেশে ফরাসী সেনাদের রক্তপাতে অনেক ফরাসী শাসকেরাই কিন্তু খুশি হতে পারেন নি। শুধু রক্তপাতই নয় অর্থক্ষয়ও কি কম হচ্ছে? আর এমন একটা যুদ্ধে, যা জয় করার আশা ফ্রান্সের পক্ষে সুদূর। অন্তত, আপাতত কোন ভরসাই নেই। অথচ, এর সব লাভ হচ্ছে অ্যামেরিকার। এই লাভের জন্যে একটি অ্যামেরিকান সৈন্যকেও ইন্দোচীনের যুদ্ধে নামানো হয় নি। যুদ্ধ করছে কেবল ফরাসী সেনারাই।

কিন্তু তবে যে অ্যামেরিকানরা বলে বেড়াচ্ছে কেবল আন্তর্জাতিক কমিউনিজম ঠেকানোর জন্যেই তারা ফরাসীদের সাহায্য করছে। ঘর থেকে কোটি কোটি ডলার ঢেলে দিচ্ছে শুধু বন্ধুরাষ্ট্র ফ্রান্সের ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্যেই। এত অর্থ ব্যয় করে সে পাচ্ছে কী?

কী পাচ্ছে সেকথা ভূতপূর্ব্ব ফরাসী প্রধানমন্ত্রী রেঁনো স্পষ্টাস্পষ্টিই বলে গিয়েছেন :

You Americans draw from Indo-china 89% of the natural rubber and 52% of tin you need for your consumption. Therefore, on the material side of things, it is for your interests rather than ours that we are fighting in Indo-china

অর্থাৎ, প্রাকৃতিক রবার সম্পদের শতকরা উন নব্বুই ভাগ, আর টিনের শতকরা বাহান্ন ভাগ ইন্দোচীন থেকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ। তাহলে ইন্দোচীনে আমরা যে যুদ্ধ করছি সেটা আমাদের জন্যে নয়, তোমাদের জন্যে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন। ইন্দোচীনের যুদ্ধে কেন অ্যামেরিকাকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে তার কারণ দেখাতে গিয়ে ছয়ই আগষ্ট তিনি বলেছেন :

The United States must fight Communism in Indo-china. If the Communists win, South-east Asia will escape from American influence, and the United States will lose precious sources of raw materials.

কিন্তু তখনও পর্যন্ত কাজটা চলছিল ব-কলমে। ফরাসী সরকারকে সামনে রেখে পেছন থেকে অপারেশন কনট্রোল করছিল অ্যামেরিকা, বুদ্ধি আর যোগাচ্ছিল মদৎ।

তা বলে, অ্যামেরিকা ইন্দোচীনে কম রসদ যোগান দেয় নি। জেনিভা কনফারেনস-এর সময়ে অ্যামেরিকা ইন্দোচীনে যে পরিমাণ সামরিক সম্ভার পাঠিয়েছিল ওর আগে অতটা কোনদিনই সে পাঠায় নি। উনিশ শ' তিপান্ন-চুয়ান্ন সালে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার মিলিয়ন ডলার ; ইন্দোচীনে যুদ্ধের জন্যে যা মোট খরচ হয়েছে তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ।

সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে অ্যামেরিকা যেসময় দানছত্র খুলে দিয়েছিল ঠিক সেই সময়েই ফ্রান্স আর অ্যামেরিকার মধ্যে সম্পর্কটা সবচেয়ে জটিল হয়ে উঠেছিল, এসে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিক্ততার কাছাকাছি।

এই রকম একটি অবস্থার মধ্যে জেনিভা কনফারেনস সুরু হয়েছিল।

ডালেস সাহেব এসেই রাশিয়া আর পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার আগ্রাসী নীতির কঠোর সমালোচনা করে বললেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ওপরে কমিউনিসটদের রাজনৈতিক কাঠামোটা যদি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তামাম স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সামনে একটি গুরুতর বিপদ এসে দেখা দেবে, আর সেই জন্যে "The U. S. A. feels that the possibility should not be passively accepted but should be met by united action."

সুতরাং সন্ধির বুকে মারো গোলি।

চাই এখন যুদ্ধ।

চাই তো বটে; কিন্তু করবেটা কে?

ফ্রান্স আর যুদ্ধ করতে রাজি নয়; ব্রিটেন আগেই বলে দিয়েছে ওসব ঝুট ঝামেলায় আমরা নেই। রাজি নয় অন্য দেশগুলি। জেনিভা কনফারেনস ডালেস সাহেবের ব্যক্তিগত পরাজয় এতবড় কূটনৈতিক পরাজয় অ্যামেরিকাকে আর কোনদিন বরণ করতে হয় নি।

উনিশ শ' ষাট সালে কয়েকটী মূল্যবান দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই সব দলিলগুলি ইন্দোচীন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যে সব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল সেগুলির কিছু কিছুর ওপরে আলোকপাত করেছে। সেই রকম কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে উত্তর ভিয়েতনামকে ধ্বংস করার জন্যে অ্যামেরিকার সমর-বিশারদরা কী ধরণের প্রস্তুতি গড়ে তুলেছিল।

মার্চ মাসে অ্যামেরিকার চীফ অফ স্টাফ অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ডের প্রস্তাব ছিল যে ষাটটি অ্যামেরিকান বি-২৯ বোমারু বিমান দিয়েন বিয়েন ফু-র ওপরে বেশ কয়েকবার নৈশ অভিযান চালাবে; প্রত্যেকটি অভিযানে চারশ পঞ্চাশ টনের মত বোমা বর্ষন করা হবে। ফিলিপাইনে অ্যামেরিকার ক্লার্ক ফিলড নামে যে বিমান-

বন্দর রয়েছে সেইখান থেকে বোমারু বিমানগুলি উড়ে যাবে ; সপ্তম নৌবহরের এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার থেকে একশ' পঞ্চাশটি ফাইটার বিমান সেইগুলিকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। ফরাসী জেনারেল এলীর কাছে এই প্রস্তাবটি রাখা হয়েছিল। প্রস্তাবটি দেখে তিনি বেশ খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়।

এপ্রিলের শেষের দিকে ডালেস প্রস্তাব করলেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কমিউনিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে য়ুনাইটেড স্টেটস, ফ্রান্স গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড আর ফিলিপাইনসদের নিয়ে একটি সংযুক্ত সামরিকবাহিনী গঠন করার কথা ঘোষণা করা হোক। ফরাসী জনগণের মনে প্রতিকূল হওয়ার সৃষ্টি হতে পারে এই ভয়ে তদানিন্তন ফরাসী সরকার প্রস্তাবটিকে নাকচ করে দেন। কিন্তু এই নাকচটি সাময়িক, কারণ এরই মধ্যে সিয়াটোর বীজটি উপ্ত হয়েছিল। আসল কথাটা হল ইন্দোচীন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেই সিয়াটো জোটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ; ডালেসের ইচ্ছেমত আগে হয় নি। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সেই মুহূর্তে যেরকম গরম ছিল, তাতে ওই রকম একটি চুক্তি আগে স্বাক্ষরিত হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে বাঁধতো না এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

এর পরের পরিকল্পনাটি হল জেনারেল ন্যাভারে'র। সেই সময়ে টনকিন উপসাগরে অ্যামেরিকার যে বিমানবাহী জাহাজগুলি ছিল সেই জাহাজগুলি থেকে বিরাট আকারে বিমান আক্রমণ করার জন্যে অজস্র বোমারু বিমান উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল অ্যামেরিকার বোমারু বিমানগুলিকে নিয়মিত কাজে লাগাতে পারলে কয়েকমাসের মধ্যেই ভিয়েতকঙদের ঠাণ্ডা বানিয়ে দেওয়া যাবে। ব্রিটেন সরাসরি নাকচ করে দেওয়ার ফলে পরিকল্পনাটি বেশী দূর এগোতে পারে নি।

মে মাসের মাঝামাঝি, দিয়েন বিয়েন ফু-র পতনের এক সপ্তাহ আগে, ফরাসী সরকার খোলাখুলিভাবে আক্রমাত্মক নীতি ঘোষণা করার জন্যে অ্যামেরিকাকে বারবার অনুরোধ করেছিল; কিন্তু ব্রিটেন বাধা দেওয়ার ফলে, অ্যামেরিকা তাতে রাজি হয় নি; হচ্ছে হবে করে এড়িয়ে গিয়েছে।

এমন কি চব্বিশে মে, বিদো মরিয়া হয়ে অ্যামেরিকার ওপরে চাপ দিয়ে বললেন: রেড রিভারের বদ্বীপে ফরাসী সেনাদের সাহায্য করার জন্যে তোমরা স্থলবাহিনী আর যুদ্ধ জাহাজগুলি পাঠিয়ে দাও। ফরাসী সেনাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছে।

পশ্চিমী শক্তিগুলি এই প্রস্তাব অনুমোদন করার ব্যাপারেও একমত হতে পারল না।

যুদ্ধোন্মাদ শক্তিগুলির পক্ষে বছরটি সত্যিই বড় আকাল ছিল।

কোথাও কিছু হল না দেখে, রাগে-দুঃখে গরগর করতে করতে ডালেস জেনিভা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

পরের দিন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পাম ভাম দঙ সম্মেলনে যোগ দিতে এলেন। এর ঠিক আগে পর্যন্ত বিদো বাও দাই-এর প্রতিনিধি ছাড়া ভিয়েতনামের অন্য কোন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না। ডালেস চলে যাওয়ার পরেই তাঁর শিরদাঁড়া ভেঙে গেল। অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিলেন তিনি।

আসল কথাটা হল, পর-পর কয়েক বছর ধরে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের সৈন্যবাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা জয়লাভ না করলে, ইন্দোচীনের সমস্যা নিয়ে জেনিভা কনফারেন্স বসতো কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। দিয়েন বিয়েন ফু হচ্ছে ভিয়েতনামী সমর সাফল্যের একটি প্রধান আর নাটকীয় পরিণতি।

বারোই জুন ফরাসী সরকারের পতন হল। দু'শ তিরানব্বুই

এর বিপক্ষে তিনশ' ছ'টি ভোটের জোরে ল্যানিয়া-বিদো জেনিভাতে যে নীতিটি গ্রহণ করেছিলেন সেই নীতিটিকে অমনোনীত ক'রে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মন্ত্রীসভাটিকে ভেঙে দিল।

নতুন সরকারের প্রধান মন্ত্রী হলেন পিয়ারী মেনদে ফ্রাঁ। বৈদেশিক দপ্তরের ভারও ছিল তাঁর ওপরে। তিনি ঘোষণা করলেন বিশে জুলাই রাত্রি বারোটার মধ্যে ইন্দোচীনে তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনবেন; যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

সত্যি কথা বলতে কি ইন্দোচীনের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল একুশে জুলাই রাত্রি তিনটের সময়; অর্থাৎ মেনদে ফ্রাঁ যে সময়টা দিয়েছিলেন তাঁর সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে। কিন্তু দেশব্যাপী সেই উৎসাহ আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাঁর পদত্যাগ করার ইচ্ছাটা কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় নি।

ডালেসের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্তিত হল। এবারের অভিনেতারা নতুন, নতুন তাঁদের কর্মসূচী। রাজনৈতিক দরিয়ায় এবারে কনফারেন্স-এর হাল ধরলেন কৃষ্ণমেনন, মলোটভ আর চৌ-এন লাই।

কিন্তু দরিয়াতে তখন অনেক জল। হালে পানি পাওয়া ভার।

তর্ক, আলোচনা আর অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বের ঝড়ে সামাল সামাল রব উঠলো। যায়-যায় অবস্থা চারধারে।

আসল সমস্যা ওই ভিয়েতনামকে নিয়ে।

প্রস্তাব এল ভিয়েতনামকে দুটো ভাগ করার। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। কিন্তু ভিয়েতনামের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক তা মেনে নিতে রাজী হল না। কারণ, ওটা কোন সমস্যার সমাধান নয়। ওটা হল, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে নতুন এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করা।

কিন্তু এ বিভাগ তো সাময়িক।

রাজনীতিতে সময়ের কোন সীমারেখা নেই।

বিপদ দেখে এগিয়ে এল ব্রিটেন আর রাশিয়া; বুঝিয়ে বলল: তোমার কথা সত্যি; কিন্তু ও ছাড়া তো অন্য উপায় চোখে পড়ছে না; তবে এ ব্যবস্থা আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত। তারপরেই সব ফয়শালা হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ইডেন আর মলোটভের চেষ্টা ফলবতী হল। ভিয়েতনামকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাবটি মেনে নিল ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক।

কিন্তু করাতটা চালানো হবে কোথা দিয়ে?

এখানেও নানা মুনির নানা মত।

ফ্রান্স বলল: কোচিন চীন, অর্থাৎ, পুরানো দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমানা বরাবর লাইন টানো।

ব্রিটেন বলল: ষোল অক্ষাংশ।

সায়গন বলল: কুড়ি।

শেষ পর্যন্ত অনেক দর কষাকষির পর সতের অক্ষাংশে একটা রফা হল। আরামের নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের বিশে জুলাই, কারও কারও মতে একুশে জুলাই রাত্রি সাড়ে তিনটের সময়, জেনিভাতে ভিয়েতনামের যুদ্ধবর্জন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

সেই পৃথিবীজোড়া আনন্দের মধ্যে একজনকেই কেবল খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি হলেন অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রসচীব জন ফসটর ডালেস। লাল, থমথমে মুখ নিয়ে তেসরা মে-তেই তিনি জেনিভা কনফারেন্স পরিত্যাগ করেছিলেন। জেনিভা কনফারেন্সকে বানচাল করে দেওয়ার সমস্ত চেষ্টা তাঁর যখন পরিচ্ছন্নভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তখনই তিনি ওয়াশিংটনে ফিরে গেলেন। তখনও ইন্দোচীনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর চলে যাওয়ার পর থেকেই আলোচনাটি যথার্থ জীবন্ত হয়ে উঠলো।

রেখে গেলেন ইউ-এস-এর প্রতিনিধি জেনারেল বেডেল স্মিথকে। তাঁর ওপরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ ছিল "Only to sign the 'Final Declaration' of the Conference, and to make a separate statement undertaking on behalf of the U.S.A. to 'refrain from the threat or the use of force to disturb the Geneva Agreements."

কিন্তু বেডেল স্মিথের সেই "স্টেটমেন্ট"টি যে কতটা ভুয়ো তা প্রমাণিত হয়ে গেল সেই একই দিনে ওয়াশিংটন থেকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই ভেতর দিয়ে। তিনি তাঁর বক্তব্যে পরিস্কার করে বলে দিলেন "জেনিভা এগ্রিমেন্ট" থেকে ইউনাইটেড স্টেটস নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জেনিভা কনফারেন্স-এর চুক্তি মেনে নেওয়ার কোন রকম বাধ্যবাধকতা তার নেই।

নেইত নেই। অ্যামেরিকার না থাকলেও বিশ্ববাসীর ছিল। সেই বিশ্বজোড়া আনন্দের সঙ্গে গলা মিশিয়ে কবি টো হু যে সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন সেই সঙ্গীত গাইতে গাইতে ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধারা রাজধানীর পথে ফিরে এল। 'আমরা এগিয়ে যাই" হল স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের মুক্তির গান, বাধা-বিপদ অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার গান। গানটির বাংলা তর্জমা আমি নিচে রাখলাম :

এইতো আমাদের পথ, এপথের প্রতিটি পদক্ষেপে স্বাধীনতা :
আর আমাদের বন্দুক ছোঁড়ার কাঠের খুপরীর ভেতরে
ঢুকতে হবে না। আর কোন ফরাসীদের ভয় করতে হবে না।
তারা চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছে।
থো নদীর তরঙ্গগুলি উত্তেজনায় ফেনায়িত :
হ্যানয়ের দিকে যাচ্ছে কে? যাচ্ছে তোমারই নায়।
ন'টি বছর! সত্যিই কি গোটা ন'টি বছর?

একটুও বিশ্রাম না নিয়ে তিন হাজার দিন আমরা
যুদ্ধ করেছি ; তবু আমাদের পা আর পেশীগুলি সবল :
চল, মাথা উঁচু করে এই চমৎকার আলোর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
আমরা এগিয়ে যাই ।
আগষ্ট মাস ; শরতের উজ্জ্বল নীলে চারপাশ
ভরে গিয়েছে । আজকের
আবহাওয়াটাও আমাদেরই নিজস্ব ।
এই মেঘ আমাদের. ওই দেখছ নীল আকাশের পাগল-
করা রঙ, ওটি হল ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনামের ।*

মাথার ওপরে যে আকাশ দেখছ ওটা এক অবিচ্ছিন্ন
দক্ষিণ আর উত্তর, একই সমুদ্রের জল ওদের ধুয়ে দিয়ে যায়
আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কোন ভাগের সীমানা নেই :
আমাদের সকলেরই হৃদয় এক অবিভাজ্য
প্রেসিডেণ্ট হো-তে সমর্পিত
আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটিমাত্রই রাজধানী রয়েছে
আমাদের হৃদয় জানে একটিমাত্র রাজ্যকেই
সে হল ভিয়েতনাম ।

জেনিভা চুক্তি থেকে কী পরিস্কার হয়ে গেল ? পরিস্কার হল, ভিয়েতনামের শ্রেষ্ঠ নেতাদের সদিচ্ছা। যুদ্ধ চলা কালে তাঁরা অন্তত কুড়িবার সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু তাতে সাড়া দেয় নি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেরা। অথচ সেই নেতারা, যখন তাঁদের সামরিক শক্তি আর দক্ষতা চরমে উঠলো, এবং তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের কোনঠেসা করে ধ্বংস করল, ঠিক সেই মুহূর্তে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এইখানেই তাঁদের মহত্ব !

* Focus on Indo-china গ্রন্থে ইংরিজি উদ্ধৃতির স্বচ্ছন্দ আংশিক বাংলা অনুবাদ ।

সারা পৃথিবীর মানুষেরা দেখল, ভিয়েতনামের ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক, যার অস্ত্রবলের চেয়ে অনেক বেশী মনে হচ্ছে জনসাধারণের ত্যাগ আর তিতিক্ষা, সে ন'টি বছর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মনোবল দিয়ে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

সারা পৃথিবীর মানুষেরা দেখল, যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ভিয়েতনামকে ধ্বংস করার জন্যে বারো হাজার মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, সেই শক্তি ভিয়েতনামের কাছে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। বোঝা গেল অর্থের প্রাচুর্য কিছু নয়, নপাম বোমার শক্তি জাতির মনোবলের কাছে তুচ্ছ।

জেনিভা চুক্তি ইন্দোচীনের নব জাগরণের সূচনা করেছে; পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে লাওস আর কাম্বোডিয়া; যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে।

অ্যামেরিকার মনে কিন্তু শান্তি নেই। থাকবে কেমন করে? জেনিভা কনফারেনস তার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। ঢিল মারতে এসে পাটকেলটি খেয়ে ফিরে গিয়েছেন ডালেস সাহেব। ঢিল তাঁকে মারতেই হবে; কারণ জোড়াতালি দিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী অ্যামেরিকা কোন দিনই নয়। অথচ, ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে নিয়েই তার হয়েছে যেন এক জ্বালা। তামাম দুনিয়ায় মার খেয়ে খেয়ে শিরদাঁড়া ওদের এমনি তেবড়ে গিয়েছে যে কোন রকম "বোল্ড পলিশি" নিতে যাওয়ার আগে "বোলড আউট" হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। জাত খুইয়ে মান রাখার চেষ্টা করছে। অথচ ঘরতো ওদের নিয়েই করতে হবে। তাই জেনিভা কনফারেনস-এ তার অবস্থা হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার মত।

অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেনট-এর ঘরে বসে জন ফসটর ডালেস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জানালার বাইরে, অনেক দূরের দিকে। হয়ত সায়গন, আর শ্যাম উপসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর আর দক্ষিণ চীন উপসাগর, টনকিন উপসাগর আর ফরমোসা প্রণালী,

ম্যানিলা আর ব্যাঙ্ককের চারপাশেই তাঁর দৃষ্টি তখন সরেজমিনে ব্যস্ত ছিল। মাঝে-মাঝে দেওয়ালে টাঙানো এশিয়ার দূর প্রাচ্যের বিরাট মিলিটারি ম্যাপের কাছে এগিয়ে আসছিলেন; দেখছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোরিয়া, তাইওয়ান, সায়গন। সায়গন থেকে নম-পেন, ব্যাঙ্কক; ব্যাঙ্কক থেকে ভিয়েনতিয়েন। সর্বত্রই অ্যামেরিকান ডলারের ছড়াছড়ি, অ্যামেরিকান বদান্যতার ছাপ সব জায়গাতেই স্পষ্ট।

কিন্তু প্রতিদানে তার পেল কী অ্যামেরিকা?

পেল জেনিভা কনফারেনস। সর্দারি করার ভার পড়ল কানাডা, পোল্যাণ্ড, আর ভারতের ওপরে; ওদের নিয়েই তৈরী হয়েছে ইনটার ন্যাশনাল কনট্রোল কমিশন। অ্যামেরিকাকে পাত্তা দেয় নি কেউ।

ম্যাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে ড্রয়ার টেনে এক তাড়া কাগজ বার করলেন ডালেস সাহেব। পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো, কুঞ্চিত হল ভুরু যুগল। আত্ম-প্রসাদের একটি বিকৃত হাসিতে ভরে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডল। অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র নীতির ধারক আর বাহক জন ফসটার ডালেসের ল্যাবরেটরীতে নতুন দাওয়াই-এর জন্ম হল।

এরই নাম হল সিয়াটো, বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায়—সাউথ ইসট এশিয়া ট্রিটি অরগ্যানাইজেশন।

বেশ বোঝা গেল, সাউথ ইস্ট এশিয়া নিয়ে কিছু একটা করতে চান তিনি। এমন একটা কিছু যাতে জেনিভা কনফারেনস-এর ফাঁপা বেলুন ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

একেই বলে ওস্তাদের মার। এদিক থেকে অ্যামেরিকা যে পয়লা নম্বরের মল্লবীর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ওটা হল একখানা মিলিটারি জোট। কিসের জন্যে জোট? আত্মরক্ষার। কাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা? আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে। অর্থাৎ,

সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি বাইরের আক্রমণ থেকে যাতে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে তারই জন্যে কয়েকটি মিত্ররাষ্ট্রদের নিয়ে এই জোটটি পাকানো হল।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের আটই সেপ্টেম্বর আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা সংগঠনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংযুক্ত প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ম্যানিলাতে। এই জোটের সদস্য হল অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, থাইল্যাণ্ড, সংযুক্ত সাম্রাজ্য আর ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকা। এই চুক্তিটি কার্যকরী হল উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী।

সিয়াটো চুক্তির মূল উদ্দেশ্য কী তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখায় বলা হয়েছে ওটা হল নিছক আত্মরক্ষার হাতিয়ার। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কমিউনিসটরা যেভাবে তাদের রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, বিশেষ করে, কোরিয়া আর ইন্দোচীনে যে বিরাট সমর অভিযানে তারা উন্মত্ত হয়ে পড়েছে, তারই বিরুদ্ধে অকমিউনিসট দেশগুলির বেঁচে থাকার চেষ্টা মাত্র। মালয় আর ফিলিপাইনসেও কমিউনিসটরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক [!] সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে সাহস না পেলেও, দেশের মধ্যে অন্তর্ঘাতী ক্রিয়া-কলাপ এমন বাড়িয়ে চলেছে যে সেসব জায়গাতেও যে কোন মুহূর্তে দেশের জীবন-যাত্রা বানচাল হয়ে যেতে পারে। যাতে দুগ্ধপোষ্য শিশু রাষ্ট্রগুলি নরঘাতক কমিউনিসট দস্যুদের হাতে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় তারই জন্যে সামরিক জোটের এই প্রস্তুতি।

এই জোটের মধ্যে থেকে ভিয়েতনামের রিপাবলিক, কাম্বোডিয়া আর লাওসকে বাদ দেওয়া হল ; কারণ জেনিভা চুক্তির ফলে সেখানে যুদ্ধ বিরতির নীতি ঘোষিত হয়েছে। অবশ্য কূটনৈতিক আদব—কায়দার মাধ্যমে এদেরও সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এদের বাদ দিয়ে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য

দেশগুলি এতে যোগ দেয় নি। পররাষ্ট্রীয় নীতিতে তারা নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল।

আরও জানা গেল, এশিয়ার সদস্যগুলির রাষ্ট্রসমেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই এই চুক্তি কার্যকরী হবে ; আর এর পরিধি হবে দক্ষিণ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের ২১ ৩০´ উত্তর অক্ষাংশের দক্ষিণ পর্যন্ত।

The treaty defines its purposes as defensive only, and includes provision for self-help and mutual aid in preventing and countering subversive activities directed from without and co-operation in promoting economic progress and social well-being.

জন ফসটার ডালেস খুশি হয়েছেন। জেনিভা কনফারেনস-এর জ্বালা তিনি ভুলতে পারেন নি। এবারে সেটা তিনি সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিলেন। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ম্যালকম স্যামন তাঁর "ফোকাস অন ইন্দোচায়না" গ্রন্থে লিখেছেন :

Having been forced to agree to abandon his plan to prolong and expand the Indo-china war. Dulles had exacted the price of the agreement from his allies.

পাঁচ

জেনিভা চুক্তির ফলে কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা পেল ; কিন্তু তখনও পর্যন্ত, প্রিন্স নরোদম সিহানুকের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও, কাম্বোডিয়ার তিন ভাগের দু'ভাগ ছিল সরকারী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ; বাকি এক ভাগ ছিল জঙ্গী বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর হাতে। এদেরই বলা হোত খ্মার ইসারাক, বা 'স্বাধীন কাম্বোডিয়া'।

জেনিভা চুক্তিতে কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। কাম্বোডিয়ার মাটি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই বিদেশী সেনাবাহিনীর মধ্যে ফরাসী সেনাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভিয়েতকঙ স্বেচ্ছাসেবকদের দল। কাম্বোডিয়ার তথাকথিত বিপ্লবী সেনাবাহিনী, অর্থাৎ, যারা এতদিন ফরাসী সরকারের সাম্রাজ্যবাদ বা নরোদম সিহানুকের ফিউডাল রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাদের অনতিবিলম্বে ভেঙে সরকারী বাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ফরাসী সরকারকে যদি যেতেই হয় তাহলে সেখানে ভিয়েতকঙ জাতীয় কোন সশস্ত্র সংগঠন থাকবে না।

এদিক থেকে সিহানুক জেনিভা চুক্তির সর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, বা, পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খ্মার ইসারাক বা "স্বাধীন কাম্বোডিয়া"কে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, এবং সেই কাজে ইণ্টারন্যাশনাল কণ্ট্রোল কমিশনের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন।

খ্মার ইসারাক ভাঙলো সত্যি কথা ; কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন সংগঠন গড়ে উঠলো। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে তারা একটি জোরালো রাজনৈতিক দলে পরিণত হল। এই চরমবাদী

বামপন্থী দলটিকে বন্দুকের গুলি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না, করতে হবে রাজনীতির বেড়াজাল ফেলে। এই সংগঠনটি চিরকালই ভিয়েতকঙ আর প্যাথেট লা-ও এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে এসেছে; পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে ফরাসী সরকারের সৈন্যবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, যুদ্ধের আর পেটের রসদগুলিকে সরিয়ে ফেলে তার অগ্রগতিকে বারবার বাধা দিয়েছে। মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি ক'রে গেরীলা মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছে আশ্রয়; বিশেষ করে সেই জন্যে ওদের এলাকার মানুষদের গভীর একটা শ্রদ্ধা ছিল এই সংগঠনটির ওপরে।

সেই শক্তিমান জনপ্রিয় দলটি রাজনৈতিক দল হিসাবে দাঁড়িয়ে সারা কাম্বোডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। এই রাজনৈতিক দলটির নাম হল Pracheachon বা পিপুলস গ্রুপ। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো এরা।

কাম্বোডিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাটা কোনদিনই ভাল ছিল না। ভাল ছিল না বলেই অ্যামেরিকার কাছে তাকে হাত পাততে হয়েছিল। অতগুলি বছর ফরাসীরা ইন্দোচীনের বুকের ওপরে বসেছিল; সেই দীর্ঘদিনের ইতিহাস দস্যুতার কলঙ্কে কলঙ্কিত। ইন্দোচীনের অংশীদার হিসাবে কাম্বোডিয়াকেও তার ভোগের আগুনে নিজেকে আহুতি দিতে হয়েছিল। প্রতিদানে সে কিছুই পায় নি। কাম্বোডিয়াতে একটিও কলকারখানা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি ফরাসী সরকার।

তার ওপরে ছিল সরকারী আমলাতন্ত্রের চক্রান্ত; ছিল চোরা কারবার, আর, বাঁ হাতের সাফাই। দেশ শাসনের কাজটা ফিউডল ধনকুবেরদের হাতে থাকায় তাদের শোষণের পথে কোনদিনই সত্যিকার কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি। প্রজাদের কাছ থেকে যা আদায় হোত, রাজকোষে জমা পড়তো তার সামান্য একটু অংশ। উন্নয়ন পরিকল্পনা কল্পনারাজ্যের বাইরে বেরোনার

সুযোগ পায় নি। মোট কথা, এই হাজার বছরের অর্থনৈতিক চাপ জনসাধারণকে সহ্যের একেবারে শেষ সীমানায় ঠেলে দিয়েছিল। অনাহার, অল্পাহার, আর আমলাতন্ত্রীদের অত্যাচারে জেরবার হয়ে গিয়েছিল তারা। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শক্তি তাদের যথেষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু তাই বলে, রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন তারা যে একেবারে চাইছিল না সেকথা জোর করে বলা যায় না।

কথাটা যে মিথ্যে নয়, নরোত্তম সিহানুকও তা জানতেন। জানতেন, কাম্বোডিয়া এখনও সেই ফিউডাল যুগে পড়ে রয়েছে; বলতে গেলে, একরকম সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগেই। রাজা এখানে ভগবানের অবতার। জনসাধারণের কাছ থেকে সব সময়ে তাদের একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে এখনও পর্যন্ত প্রজাদের মাটিতে টান হয়ে শুয়ে পড়তে হয়। আধুনিক কাম্বোডিয়ার পথে ঘাটে মধ্য-যুগের এই ছাপটা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

তাছাড়া, মরকত মণির হার আর মুকুট পরে সোনার তক্তাউসে বসে থাকাটা কেবল যে কষ্টসাধ্য তাই নয়, আধুনিক জগতে অনেকটা সঙের মত।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নরোত্তম সিহানুকের এটা অজানা ছিল না; ছিল না বলেই, উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের দোসরা মার্চ সিংহাসন পরিত্যাগ করার বাসনা ঘোষণা করে তিনি বললেন: আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি সিংহাসনের ওপরে রাজা সেজে বসে থাকি তাহলে প্রজাদের, জনসাধারণের দুঃখের দিনে আমি তাদের সাহায্য করতে পারব না। সেইজন্যেই এই রাজসিংহাসন, এই প্রাচুর্য, আর আড়ম্বর পরিত্যাগ করতে আমি মনস্থ করেছি। আমি চাই, আমার সমস্ত ক্ষমতা, দেহ আর হৃদয় দিয়ে জন-সাধারণের সেবা করতে, তাঁদের মঙ্গলের জন্যে জীবনপাত করতে।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের এপ্রিলে অ্যাফ্রো-এশিয়ান দেশগুলি বান্দুং-এ মিলিত হয়ে সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণ করল। সিহানুকের আলাপ হল নেহরু, চৌ-এন-লাই, আর উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দঙ এর সঙ্গে। তাঁদেরও তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন যে নিরপেক্ষ নীতি ছাড়া আর কোন নীতি নেই কাম্বোডিয়ার। জেনিভা চুক্তিকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবেন।

জোরালো কথা; স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন।

নরোদম সিহানুকের এহেন উক্তিতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র উসখুস করতে লাগলো। এতদিন সিহানুক তবু একা ছিলেন; এবারে আবার অ্যাফ্রো-এশিয়ার ক'টি দেশও তাঁর সুরে সুর মেশালো! তার ওপরে ওই নেহরু আর চৌ এন-লাই। ভারতবর্ষ আর চীন, ওই দু'টি দেশ এক সঙ্গে করলে এশিয়ার আর বাকি থাকে কতটুকু।

অ্যামেরিকা অভয় দিয়ে বলল: বৎস, মা ভৈতব্যম। হাজার হোক সিহানুক রাজার ছেলে। ধমনীতে তাঁর নীলরক্ত প্রবহমান। তাছাড়া, ফরাসী সরকার কমপম সম এ বন্দর তৈরী করিয়ে দিচ্ছে। মৈত্রী সড়ক তৈরী করানোর জন্যে আমরা দেড় কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এসবের কি কোন দাম নেই?

কী করে থাকবে? নিজের দেশেই তাঁর দাম বর্তমানে কতটা তা কি কেউ ওজন করে দেখেছে? আগামী নির্বাচনে খ্মার ইসারাক দল, ওই যারা 'পিপ্‌লস গ্রুপ' নাম নিয়ে সারা কাম্বোডিয়াতে ডালপালা ছড়িয়ে বসেছে, তাদের হারানো কিছু সিহানুকের পক্ষে এতই সহজ হবে?

কথাটা মিথ্যে নয়। অ্যামেরিকার মনেও ওই রকম একটা সন্দেহ যে উঁকি দেয় নি তাও না। কথাটা ভেবে দেখার মত।

কিন্তু নম-পেনের সরকারী মহলে জোর গুজব জেনিভা চুক্তিতে যে সময় দেওয়া হয়েছে নির্বাচন হয়ত তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে যাবে।

অর্থাৎ, নিজের দলের শক্তি না বুঝে নির্বাচনের ফাঁদে পা দেবেন না সিহানুক।

এখন তার দরকার টাকার।

আর দরকার আধুনিক সেনাবাহিনীর।

দুটিরই অভাব রয়েছে সিহানুকের।

মাকিন সরকার এ সুযোগ হারালো না।

সময়টা হল উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের ষোলই মে।

কাম্বোডিয়ার সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস-এর কতকগুলি চুক্তি হল। সেই চুক্তি অনুসারে কাম্বোডিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হল: সেই সঙ্গে ঠিক হল যে কাম্বোডিয়ার সমরবিভাগ আর বাহিনীকে সুশিক্ষিত করার জন্যে অ্যামেরিকার সমরবিশারদরা সাহায্য করবেন। আধুনিক সমর সম্ভার, তাই যোগান দেবে মাকিন সরকার।

গাড়ী গাড়ী ডলার আসতে লাগলো কাম্বোডিয়াতে। নরোদম সিহানুক সেই অর্থ আর অস্ত্রের বলে দেশের বামপন্থী শক্তিগুলিকে প্রায় নির্মূল করে ফেললেন।

চারে মাছ এসে লেগেছে। শুধু হাঁ করার অপেক্ষা। তারপরেই একটা হেঁচকা টান। দেখা যাক, কত গভীর জলের মাছ প্রিন্স নরোদম সিহানুক।

মিত্র শক্তিগুলি তাতালো মাকিন সরকারকে: এবারে দাও টান।

মাকিন সরকার হেসে বলল: টান দিলে বিপদ রয়েছে। এখন ইলেকশন সামনে। নির্বিঘ্নে ইলেকশন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। খেলা যদি খেলতেই হয় তাহলে নিরাপদ হয়েই তা খেলতে হবে।

নির্বাচনের ফলাফলের দিকে মাকিন সরকার উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি তোওবা তোওবা করে উঠলো।

কী ব্যাপার ?

নরোদম সিহানুক একটি মোক্ষম চাল চেলেছেন। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে অনুরোধ জানিয়েছেন : দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে "ব্যাটল অফ আরমস" অকল্পনীয়, "ব্যাটল অফ ব্যালটস" অবশ্য যে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের কাছে নির্বাচনের সবচেয়ে ভাল হাতিয়ার। বর্তমানে তাও আমরা চাই নে। আপনারা সবাই আসুন ; এক সঙ্গে মিলে মিশে একটিমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলি। দেশের বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা সর্বদলীয় একটি সরকার গঠন করব। এখন অন্তর্বিরোধ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

নতুন রাজনৈতিক দলটির নাম হল সংকুম রিসর নিয়ুম [Sangkum Reastr Niyum], অর্থাৎ পিপ্‌লস সোসিয়ালিস্ট কমিউনিটি।

ডেমোক্র্যাটিকরা আর পিপ্‌লস গ্রুপ তাতে যোগ দিল না। কিন্তু কয়েকটি রক্ষনশীল দল তাঁর ডাকে সাড়া দিল।

নির্বাচনে সব কটি আসনই দখল করে নিল সিহানুকের দল। পিপ্‌লস সোসিয়ালিস্ট কমিউনিটি সরকার গঠন করল। নরোদম সিহানুক হলেন রাষ্ট্রপ্রধান

আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠল মাকিন সরকার।

আসলে সিহানুক দক্ষিণপন্থী। তিনি যে নিরপেক্ষ নির্বাচন ইস্তাহার বিলি করেছিলেন' জাতীয় ভিত্তিতে তিনি যে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে চেয়েছিলেন, তার পেছনে অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেণ্ট একটিমাত্র কারণই খুঁজে পেয়েছিল। সেটি হচ্ছে বিরাট একটি ভাঁওতা' কাম্বোডিয়ার বামপন্থী দলগুলিকে নির্বীর্য

করে দেওয়ার জন্যে, জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। রাজার ছেলে নরোদম সিহানুক কখনও উগ্র বামপন্থী, বিশেষ করে, হো-চি-মিনের লাল সেনাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে?

ভাল; তবে. নয়-এর ভাল। আরও ভাল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চারপাশেই যেখানে শত্রুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে মধ্যপথ বিপজ্জনক; তাতে কোন দলকেই খুশি করা যায় না; বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যায় না কারও কাছ থেকে।

অতএব, ওই নিরপেক্ষ নীতিটা ছাড়তে হবে সিহানুককে, এবং সেটা তাঁর নিজেরই স্বার্থে।

অ্যামেরিকায় যাঁরা পররাষ্ট্রনীতি নিধারন করছিলেন, তাঁরা প্রথম রাউণ্ডে জিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই অ্যামেরিকা তার অভিনন্দন পাঠালো প্রিন্স সিহানুককে. প্রশংসা করল তাঁর কর্মদক্ষতাকে, ভেট গেল অ্যামেরিকান ডলার; সেই সঙ্গে গেল কিছু উপদেশ।

ঘর আপনার ঠিক হয়ে গিয়েছে। এবারে আপনি একটু বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। পূর্ব দিকটা লালে লাল হয়ে গিয়েছে।

সেকথা সত্যি; কিন্তু আমার করনীয় কিছু রয়েছে কী?

আপনি কি কমিউনিসট বিদ্বেষী?

কারও ওপরেই আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে থাকতে চাই।

ঘাড় নাড়লো অ্যামেরিকা: কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। আমরাও চাই শান্তি। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি জনসাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রেখে আমরাও বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু ওই আন্তর্জাতিক কমিউনিজম আমাদের গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছে। ওদের আমাদের রুখতেই হবে।

সিহানুক জিজ্ঞাসা করলেন : কেমন করে ?

সিয়াটোতে যোগ দিন আপনি।

সিয়াটো ? ও তো একটা সামরিক জোট।

রাজনীতিতে জোটকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না সিহানুক সাহেব। এখানে যতই আপনি জোট পাকাবেন ততই আপনার শক্তি বৃদ্ধি হবে। সব সময় মনে রাখবেন এ পৃথিবীতে যার লাঠি যত শক্ত, এ দুনিয়ার মাটি তার তত বেশী ভক্ত। সিয়াটো আপনার সেই শক্ত লাঠি ; নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার হাতিয়ার।

সিহানুককে বোঝানো গেল না তবু। সিয়াটোকে কিছুতেই তিনি যেন মেনে নিতে পারছিলেন না।

বেশ! সিয়াটোর কাছ থেকে আপনি যে উপকার পেয়েছেন তারই জন্যে অন্তত কিছুটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন।

প্রস্তাবটি এসেছিল স্বয়ং ডালেসের কাছ থেকে। রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রিন্স নরোদম সিহানুককে জালে লটকানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

কিন্তু জাল জলের অতটা গভীরে নামতে পারল না। গভীর জলের মাছ সিহানুক।

এলেন পররাষ্ট্র সচীবের ভাই 'পয়লা নম্বরের গুপ্তচর" অ্যালেন ডালেস।

একটি মোটা ব্রিফকেশ নিয়ে হাজির হলেন তিনি।

ওই ব্রিফকেশে রয়েছে কী ?

অ্যালেন ডালেস হেসে বললেন : দলিল।

কীসের দলিল ?

ব্রিফকেশ খুলে দিলেন অ্যালেন সাহেব। বাপরে বাপ, দলিল কি একটা আধটা ? গাদা গাদা দলিল। কোনটা আসছে মস্কো থেকে, কোনটা আসছে পিকিং থেকে, এমন কি সুদূর আরজেনটিনা, গুয়েটামালা, কিউবার অরণ্য সিয়েরা মেইস্ট্রার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বসে

কমিউনিসটরা যে সমস্ত "রেড প্রিনট" তৈরী [?] করেছে তাদেরই ফটোস্ট্যাট কপি। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাম্বোডিয়াকে তারা গ্রাস করে ফেলবে। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও তাহলে অ্যামেরিকার সঙ্গে হাত মেলাও।

তাতেও ফল হল না। নড়ানো গেল না সিহানুককে।

কিন্তু অত সহজ ছেড়ে দেওয়ার পাত্র য়নাইটেড স্টেটস নয়। এলেন রাষ্ট্রদূত বদমেজাজী ম্যাক ক্লিনটক।

যথেষ্ট ঠাণ্ডা মেজাজেই ম্যাক ক্লিনটক সাহেব নরোদম সিহানুকের সঙ্গে কথা বললেন। তারপরে ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরে গেলেন বাসায়।

হট লাইনে ডালেসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল: Anything new Mac!

ম্যাক ক্লিনটক উত্তর দিলেন ঝাঁকানি দিয়ে: No new news in the old court. The hell! No! He is a devil of a Prince!!

অত সহজে দমবার পাত্র ডালেস নয়। নতুন লোক লাগানো হল।

ওই একই প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন করার মানুষ মার্কিন মুলুকে অনেক থাকলেও কাম্বোডিয়াতে উত্তর দেওয়ার মত মানুষ ওই একটিই। একই উত্তর বার বার দিতে দিতে তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাই একটি প্রেসের সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথাটা পরিস্কার করে বলে দিলেন:

When I told the U. S. Ambassador that we will not enter SEATO, he replied, 'Never mind, SEATO will protect you just the same.' But we reject SEATO protection. We have never asked for it. We dont want it.

এইখানেই শেষ নয়। পাছে আবার অ্যামেরিকা বা তার

বন্ধুস্থানীয় দেশগুলির কেউ এসে তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করে সেই ভয়ে তিনি আরও স্পষ্ট করে সেইখানেই বলে দিলেন : We want absolutely nothing to do with SEATO or any other military pacts.

ইলেকট্রিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলো মার্কিন সরকার। বলে কী! এতবড় একটা সংগঠনকে মানি নে! একটা বালখিল্য দেশের বালখিল্য রাষ্ট্রনায়ক! না আছে অর্থ, না রয়েছে শস্ত্র; অ্যামেরিকা ছাড়া যার চলে না, সেই সিহানুকের এত তেজ, এত দম্ভ! আচ্ছা, দেখা যাক।

আদর আপ্যায়নের সময় চলে গিয়েছে। এবারে টাইট দেওয়ার পালা। ঘুস দিয়ে যেখানে কোন কাজ হচ্ছে না, সেখানে ঘুসি উঁচিয়ে একবার দেখতে হবে বই কি।

ম্যাক ক্লিনটক বললেন : এই যে আপনি ক্রমাগত সিয়াটো-বিরোধী নীতি প্রচার করছেন এতে কাম্বোডিয়ার কিছু লোকসান হতে বাধ্য।

হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা করল মার্কিন সরকার। মৈত্রী সড়ক তৈরি করার জন্যে মার্কিন সরকার যে দেড়কোটি ডলার সাহায্য দেবে বলে স্বীকৃত হয়েছিল সেটাকে আপাতত কোল্ড স্টোরেজে রেখে দিল। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মার্কিন সরকারের আসল চালটা তখনও মাথায় ঢোকেনি সিহানুকের। ঢুকলেও, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মত বিশেষ সময় হয়ত তাঁর তখন ছিল না। অ্যামেরিকার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি ঠিক মনে প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না সত্যি কথা; নিলে, তাঁর দেশের মধ্যেই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতো। সে-নজির তিনি ভিয়েতনাম আর লাওসেই পেয়েছেন। অথচ, তখনও পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেও তাঁর বিশেষ আলাপ ছিল না। অ্যামেরিকা যাই বলুক, সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলির কথাও

তাঁর জানা দরকার; সেই সঙ্গে দরকার এশিয়ার প্রাচ্যে কাম্বোডিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গেও মত বিনিময় করা। তবেই না তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ নীতি নিধারণ করতে পারবেন।

সেই উদ্দেশ্যেই মৈত্রী সফরে বেরিয়ে পড়লেন সিহানুক।

উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের জানুয়ারী মাসে এলেন ফিলিপাইনসে। ম্যানিলাতে সি-আই-এর গুপ্তচর ছিল; শুধু ছিল না, সিহানুকের নিজস্ব দলের মধ্যে থেকে গোপনে গোপনে তাঁর চেলাদের উস্কানি দিচ্ছিল।

এইখানে এসে সে ধরল সিহানুককে: সিয়াটোর হয়ে কিছু বলুন।

সিহানুক বললেন: বলব কী? বলার কিছু নেই আমার।

সিয়াটো হচ্ছে অর্দ্ধ উন্নত আর অনুন্নত দেশগুলিব বন্ধু, সহায় আর সম্পদ।

আমি জেনিভা চুক্তির মূল নীতিতে বিশ্বাসী। তার সঙ্গে সিয়াটো জোটের নীতির ফারাক অনেক। সিয়াটোর সঙ্গে আমার নাড়ির টান ক্ষীণতম, নেই বললেই হয়।

এখানেও হার মানতে হল অ্যামেরিকাকে।

ম্যানিলা ছেড়ে সিহানুক গেলেন টোকিও; টোকিও ছেড়ে পিকিং।

সিহানুক বুঝতে পেরেছিলেন যে অ্যামেরিকার আচার-ব্যবহার ক্রমশ রুক্ষ হয়ে উঠছে। মৈত্রী সড়কের কাজটায়, অমন গরম-গরম বক্তৃতা দেওয়ার পরেও, হঠাৎ অ্যামেরিকা ঢিল দিল কেন সে বিষয়েও যে তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগেনি একথা হলফ করে বলা যায় না। অথচ তাঁর অর্থ চাই, সম্পদ চাই, বাণিজ্য চাই। শুধু অ্যামেরিকার ওপরে নির্ভর করে বসে থাকাটা তাঁর দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

হয়ত এই রকমই কিছু একটা ভেবে তিনি চীনের সঙ্গে একটা

বাণিজ্যিক চুক্তি করলেন; আর চীন যে তাঁকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে চাইল সে-সাহায্যও তিনি বেশ খোলা মনেই গ্রহণ করলেন।

ব্যাপারটা দেখেই চমকে উঠলো মার্কিন সরকার। চীন সরকার কাম্বোডিয়াকে অর্থ দেবে? তাহলে অ্যামেরিকা কি বসে-বসে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়াবে? সুতরাং অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করা যাবে না কাম্বোডিয়াকে; বরং সহজ কিস্তিতে আরও বেশী করে দাও। এত বেশী করে দাও যাতে চীন কাম্বোডিয়াকে দলে ভিড়োতে না পারে।

তা না হয় হল। কিন্তু সিংহের বাচ্চাটাকে খাঁচায় পোরা যায় কেমন করে? মানুষটাতো দেখছি চতুর শিরোমণি। ও গাছেরও খাবে, আবার তলারও কুড়োবে। এতদিন মার্কিন সরকার অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কাম্বোডিয়াকে হেঁচকা টান দিতে চেয়েছিল; এবারে ও কৌশলটা আর তেমন কাজে লাগবে না। অন্য পথ ধরতে হবে।

পূর্ব এশিয়ার ম্যাপ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে পেনটাগণ শেষ পর্যন্ত একটা পথ বার করে ফেলল।

একপাশে থাইল্যানড; আর এক পাশে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। থাইল্যানড হচ্ছে সিয়াটো জোটের সদস্য; আর দক্ষিণ ভিয়তনাম একমাত্র খাতায় নাম লেখানো ছাড়া, সিয়াটোর বসংবদ। ব্যাঙ্কক আর সায়গন; ওপরে স্বাধীন (!) লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েন। তিনটিই হচ্ছে অ্যামেরিকার শিষ্য; গুরুদেবের কথায় চব্বিশ ঘণ্ট তারা উঠবোস করছে। দেখা যাক ওদের দিয়ে ব-কলমে কিছু করা যায় কিনা।

কাম্বোডিয়ার নিজস্ব কোন বন্দর নেই। তার অন্তর আর বহির্বাণিজ্য চলতো ওই থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সৌহার্দের ওপরে ভিত্তি করে। ওদের দিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধ করিয়ে দাও। দেখা যাক, কী হয়।

কিন্তু তাতেও যদি সিহানুককে কাৎ করা না যায়? তাহলে কোন্ পথ ধরা হবে?

অ্যামেরিকার স্টেট ডিপার্টমেনটের উদ্বেগে গুরুদেব সি-আই-এ একটু মুচকিয়ে হাসল; বলল: আছে, পথ আছে। সে পথ পেন্টাগনের হাতে।

অর্থাৎ? যুদ্ধ করব আমরা?

আমরা যুদ্ধ করব কেন? ওরা নিজেরাই করবে।

পরিকল্পনাটা পরিস্কার হয়ে গেল।

Both Thailand and South Vietnam had big U.S -trained armies. Both had Governments always eager for a handy 'foreign menace' with which to divert the minds of their citizens from economic stagnation and political repression at home. Both had Cambodian minorities inhabiting their frontier regions who could well be used for political purposes against the neutral Cambodian Government. There was history enough of conflict between the three countries for the story of a 'Cambodian menace' to be invested with some color by demagogues in the camp of Ngo Dinh Diem and Thai ruling quarters. Color enough probably to make people forget that Cambodia's four million inhabitants could hardly be a threat to South Vietnams twelve million or Thailand's twenty, that Cambodia's army was approximately one-tenth the size of the combined forces of her neighbours; that its military equipment was derisory compared with theirs; and that Cambodian

Government was following a peaceful policy any way.

So they reason:d in the Pentagon and so it came to pass. (†)

অর্থাৎ, থাইল্যান্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে কাম্বোডিয়ার পেছনে লেলিয়ে দাও। ওদের সৈন্যবাহিনী বিরাট; সেই সৈন্য-বাহিনীকে রীতিমত তালিম দিয়েছে ইউ-এস-এ; তাদের হাতে তুলে দিয়েছে প্রচুর আধুনিক অস্ত্র সম্ভার।

ও-দুটি দেশের জনসাধারণের ওপরে অর্থনৈতিক চাপটা বেশীই রয়েছে সন্দেহ নেই। সেই জনসাধারণের ওপরে সরকার অত্যাচারও যথেষ্ট করেছে। কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে হাতের কাছে ওরা অনেকগুলি মোক্ষম অজুহাত সংগ্রহ করে রেখেছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এই সব মিথ্যা অপপ্রচারে ওরা এতই পোক্ত হয়ে পড়েছে যে ওই ধরণের অজুহাত সুবিধেমত তৈরি করে নিতে এতটুকু সময় লাগে না ওদের। একেবারে মুখস্ত। দেশের লোককে কেমন ক'রে ভাঁওতা দিতে হয় তা ওরা বেশ ভাল ভাবেই জানে।

আর সে-সুযোগও ওদের যথেষ্ট রয়েছে।

ওই দুটি দেশেরই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে কম্বোডিয়ার সংখ্যালঘু অধিবাসীরা অনেকদিন থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়া সরকারকে অহেতুক ব্যতিব্যস্ত করার জন্যে ওই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। যে কোন অজুহাতই এখানে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলে; তাতে জনসাধারণের মনে সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

কারণ কাম্বোডিয়ার তথাকথিত আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে দুটি

(†) Malcolm Salmon : Fucus on Indo-China.

সরকারই সব সময়ে দেশের জনসাধারণকে সরগরম করে রেখেছে, বিভ্রান্ত করেছে তাদের চিন্তাশক্তিকে। কাম্বোডিয়ার সংখ্যালঘু দলগুলি যে দেশের শত্রু, জবরদখলকারী ভিয়েতকঙ, এই কথাটা বারবার শুনে শুনে তাদেরও ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে ওরা সত্যিই তাদের শত্রু। সুতরাং কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ সরকারকে টাইট দেওয়ার জন্যে ওই সব সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির কাম্বোডিয়ান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানো যেতে পারে। এদিক থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগো দিন দিয়েম আর থাইল্যাণ্ড-এর শাসকচক্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সরকারী প্রচারযন্ত্রের ঢক্কানিনাদে একথা কারও মনেই হয় না যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বারো আর থাইল্যানড-এর কুড়ি মিলিয়ন লোকেদের কোন ক্ষতিই কাম্বো-ডিয়ার চার মিলিয়ন অধিবাসীর, ইচ্ছে থাকলেও, করার ক্ষমতা নেই। হিটলার যখন ইহুদীদের জার্মানদ্রোহী বলে প্রচার করে দলে দলে তাদের গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল জার্মানীর ভদ্র সাধারণ মানুষরাও সেটাকে অন্যায় বলে মনে করতে পারে নি, বরং ইহুদী-বিদ্বেষ তাদের চিন্তাধারাকে নিরাপদেই কলুষিত করেছিল।

সে রকম একটা ঘটনা যদি ঘটিয়ে দেওয়া যায়, এবং সহজে যে ঘটিয়ে দেওয়া যাবে সে বিষয়ে পেনটাগনের মনে কোন রকম দুর্ভাবনা ছিল না, তাহলে, সত্যিকার বিপদে পড়বে কাম্বোডিয়ার সরকার। প্রথমত, প্রতিবেশী দুটি রাজ্যের তুলনায় তার সৈন্যবহর বেশী ছিল না। দুটি রাজ্যের যুগ্ম সমরবাহিনীর দশভাগের একভাগ কাম্বোডিয়ার সৈন্য। এই সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার মত যথেষ্ট সমরসম্ভারও তার ব্যারাকে ছিল না।

তারও ওপরে সব চেয়ে বড় কথা হল, প্রতিবেশী রাজ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার বাসনাও তার ছিল না। সে সব সময়েই শান্তির পথটাই বেছে নিয়েছে। সুতরাং নির্বিঘ্নেই কাম্বোডিয়াকে নাকের জলে, চোখের জলে করা যেতে পারে।

পেনটাগনের মাথা যে কতটা পরিস্কার তা এই পরিকল্পনা থেকেই বেশ ভাল করে বোঝা যায়।

সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না; এশিয়াবাসীদের দিয়ে এশিয়াবাসীদের হত্যা করানোর চেষ্টা সফল হল; অথচ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ালো যে সেই পেনটাগনকে নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল না। বাঘের গলায় সুড়সুড়ি দেওয়ার পরিণাম কী কাম্বোডিয়ার শাহান্ শা প্রিন্স নরোদম সিহানুককে সেইটাই ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে বই কি!

পেছন থেকে ছোরা মারার কৃতিত্ব যে কত বড় মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীতিই তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

উনিশ শ' চাপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পিকিং থেকে ফিরে এলেন সিহানুক। দেখলেন থাইল্যানড আর নগো দিন দিয়েমের দক্ষিণ ভিয়েতনাম ইতিমধ্যেই কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের সৃষ্টি করেছে।

কাম্বোডিয়ার কল কারখানা কোনদিনই ভাল ছিল না; অন্তত দেশের মানুষের চাহিদা মেটানোর মত শিল্প ওখানে নেই। থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভেতর দিয়েই সেই দ্রব্যগুলি দেশের ভেতরে আসতো; বেরিয়ে যেতো কাঁচা মাল। এই অহেতুক অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে কাম্বোডিয়ার অসুবিধে হতে লাগল যথেষ্ট।

সিহানুকের বুঝতে দেরি হল না ব্যাপারটা। স্পষ্ট করে তখনও অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে কিছু না বললেও, তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে নেপথ্যে থেকে আসল কলকাঠি নাড়ছে মার্কিন সরকার।

কিন্তু তিনি মুষড়ে পড়লেন না; দেশবাসীদের ডেকে অর্থনৈতিক অবনতির কারনটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন তাদের, বললেন: বিদেশী দ্রব্য আপনারা বর্জন করুন। জোর দিন কুটির শিল্পের ওপরে।

শাপে বর হল কাম্বোডিয়ার। কিল মারতে এসে কিল হজম

করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পেনটাগন। সিহানুকের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাচ্ছে না।

মানুষটার মনের শক্তি কী অপরিসীম! স্পষ্ট করে দেশের মানুষকে নির্দেশ দিল—পরের ওপরে নির্ভর করো না; নির্ভর কর নিজের কব্জীর ওপরে।

দেশের লোকেরাও একটু প্রতিবাদ করল না? সিহানুক যা বললেন তাই মেনে নিল! তাজ্জব কী বাত্‌রে বাবা!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে লাভ নেই।

সে রকম মেয়েলি অভ্যাসও মার্কিন সরকারের নেই।

প্রথম পরিকল্পনাটা বানচাল হয়ে গেল। বেশ; দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালু হোক।

গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো চেলারা। কাম্বোডিয়ার সামান্তবর্তী অঞ্চলগুলি আক্রান্ত হল।

প্রথম আঘাত হল কাম্বোডিয়ার জাতীর গৌরবের ওপরে। থাইল্যানড হঠাৎ সীমান্তবর্তী দাংরেক [Dangrek] অঞ্চলের বিহার প্যাগোডার ওপরে আক্রমণ চালালো; অধিকার করে নিল জায়গাটা। প্রতিরক্ষার দিক থেকে জায়গাটির দাম বেশী না হলেও, সেই এগার শ' সাল থেকে এই বিহারটির ওপরে কাম্বোডিয়ার দখলী সত্ত্ব বর্তমান ছিল; থাইল্যানড-এর আক্রমণ কাম্বোডিয়ার সেই জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করল।

তারপরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগো দিন দিয়েমের সরকারও এ সময়টা চুপচাপ বসে ছিল না। উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের সুরু থেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম গেল-গেল চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। প্রচার, পুস্তিকা, সংবাদপত্রের কলামে সে বেশ জোরালো কণ্ঠেই বলে চলেছে চীনা কমিউনিস্টদের কাছে কাম্বোডিয়া আমাদের দেশের বিশেষ একটি অংশকে খুলে দিয়েছে। ওই পথ দিয়েই কমিউনিসটরা আমাদের দেশের নিরাপত্তা নষ্ট করতে এগিয়ে আসবে।

সুতরাং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদে হঠাও।

কাম্বোডিয়ার স্বাধীন, নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে পেনটাগনে "পরোক্ষ সংগ্রাম" সুরু হয়ে গেল।

কিন্তু পেনটাগনের আশা পূর্ণ হল না। থাইল্যানড আর দক্ষি ভিয়েতনামের শত্রুতা কাম্বোডিয়ার জনসাধারণকে জাতির এই দুর্দি পরস্পরের কাছে টেনে নিয়ে এল; জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলিকে সংহত করে রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুকের শক্তি বৃদ্ধি করল।

সব চেয়ে বড় কথা হল, এই বৈদেশিক উৎপাতের ভেতর দিয়ে কাম্বোডিয়ার বামপন্থী জঙ্গী দলগুলি সিহানুকের প্রধান হাতিয়া হয়ে দাঁড়ালো। এত দিন দুটি দলের মধ্যে যথেষ্ট মন কষাকষি ছিল সিহানুকও তাদের ওপরে সুবিচার করেন নি। কিন্তু বাইরের আঘা খেয়ে দুটি দলই বুঝতে পারল এখন গৃহবিবাদের সময় নয় অ্যামেরিকাকে রুখতে হলে সকলের আগে চাই জাতীয় সংহতি।

এইখানেই অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের সবচেয়ে বড় পরাজয় এই বামপন্থীদলগুলির হাত থেকে সিহানুককে ছিনিয়ে আনা উদ্দেশ্য নিয়েই পেনটাগন পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা তৈরী করে যাচ্ছিল। একবার তাঁকে সিয়াটো জোটের ভেতরে ঢোকাতে পারলে কমিউনিসটদের বিরুদ্ধে একটা শক্ত ঘাঁটি কাম্বোডিয়াতে তারা গড়ে তুলতে পারত; আর সেই জন্যেই এত তোড়জোড়, এত আদর আপ্যায়ন; এত ভয় আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তোলার চেষ্টা সব বরবাদ হয়ে গেল।

নরোদম সিহানুক শেষ পর্যন্ত কমিউনিসটদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন! এর চেয়ে পেনটাগনের কাছে বেশী পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

কিন্তু সিহানুক কি সত্যিই কমিউনিসট হয়ে গিয়েছিলেন?

এসম্বন্ধে উইলফ্রেড বুর্চেট লিখেছেন : It is fashionable these days for his enemies, specially the apologists of the U. S. State Department, to accuse Sihanouk of 'Communist' ideas and of wanting to push Cambodia towards 'communism'. This is nonsense....Probably because of his own instincts and background, Sihanouk would have preferred in foreign policy a neutralist, independent Cambodia attached to the West. and in internal affairs, the maintenance of a coalition directed against the left....The sheer logic of American policies has pushed Sihanouk into contact with the socialist camp in foreign affairs and into some contacts with progressive forces in internal affairs. (Mekong Upstream P. 206-7)

নড়বড়ে হয়ে উঠলো আমেরিকার 'সিওর' খুঁটিটা। গুলিটা ষাঁড়ের চোখে না ঢুকে তার ন্যাজের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কেবল রাজনীতির কথাই বা বলি কেন? কাম্বোডিয়ার সমাজও চুপ করে বসে রইল না। যুগাতীত কাল থেকে জনসাধারণের ওপরে যে সমস্ত সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল, আইন ক'রে কাম্বোডিয়ার শাসনতন্ত্র থেকে সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হল।

বড়লোক, আর জমিদারদের সম্পত্তির পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হল। রাজপুরুষদের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ বাড়লো। এতদিন রাজপুরুষরাই গাঁয়ের মাতব্বর নিয়োগ করত; এবারে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের নির্বাচিত করার আইন পাশ হল।

সংবাদপত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হল। "যখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের ডিকটেটর নগো দিন দিয়েম প্রতিদিনই প্রায় একটি

ক'রে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করছিলেন, তখন কাম্বোডিয়ার মত ছোট দেশে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশটি সংবাদপত্র প্রচারিত হচ্ছিল। যে দেশের পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যেও আবার অনেকে অশিক্ষিত সেই দেশে এতগুলি সংবাদপত্রের পরিবেশনা সত্যিই বড় বিস্ময়কর।"

সমাজকল্যাণের পথে পিছিয়ে রইল না কাম্বোডিয়া। "প্রতিটি শ্রমিক কর্মচারীকে বছরে পনের দিনের বেতনসহ ছুটি দেওয়া হল। কারখানা অফিসে যে সব মহিলা কর্মচারী কাজ করেন তাঁদের সন্তান প্রসবের সময় ছুটি মঞ্জুর করা হয় আট সপ্তাহ। সেই ছুটির জন্যে পুরো মাইনে থেকে তারা বঞ্চিত হলেন না।

লেখাপড়ার চর্চা বেড়ে গেল খুব। তার ফলে কাম্বোডিয়াতে বেকারসমস্যা দেখা দিল। অত শিক্ষিত মানুষকে চাকরি দেওয়ার সংস্থান তার নেই।"

বাধা নিষেধ যে এখনও কিছু নেই, তা নয়; তবে একথাও সত্যি যে বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব স্বাধীনতা পেয়েছে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ। ব্যক্তি স্বাধীনতা আর বাক স্বাধীনতা, ছুটি ওখানে স্বীকৃত।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে কাম্বোডিয়ায় নব জাগরণ দেখা দিল। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের উৎসাহে সারা দেশের আবহাওয়াটা পালটে গেল যেন। তারা বুঝতে পারল তাদের শত্রু কে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নরোদম সিহানুকের নিরপেক্ষনীতি সমর্থন করল তারা।

অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তর এই সময়টা চুপ করে বসেছিল না। পেনটাগন আর সি-আই-এ, তারাও সিহানুকের গতিবিধি আর ক্রিয়াকলাপ কোন্ দিকে বেশ ভাল করে লক্ষ্য করছিল। তারা ভেবেছিল হয় সিহানুক ভয় পেয়ে এখনই তাদের শরনাপন্ন হবে, ; না হয়, কোণঠেসা হয়ে দৌড়িয়ে আসবে তাদের কাছে।

মোট কথা, দেরিই হোক, আর তাড়াতাড়িই হোক, আসতে তাকে হবেই।

নরোদম সিহানুকও অ্যামেরিকাকে চটালেন না ; কারণ, তখনও পর্যন্ত তিনি কী করবেন, কী করা উচিৎ সেবিষয়ে মনোস্থির করে উঠতে পারেন নি। মোট কথা, উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালেও, কাম্বোডিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক কোন দেশেরই কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে কি না, অর্থাৎ, কাম্বোডিয়ার মূল নিরপেক্ষ নীতিকে তারা কেউ অস্বীকার করবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ঝটিতি কিছু করাও অবিবেচনার কাজ হবে—এইটাই হয়ত তিনি মনে করতেন।

পরের দুটি বছর তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পরিভ্রমণ করলেন। সোভিয়েত য়ুনিয়নে গেলেন, চেকোশ্লোভাকিয়া পরিদর্শন করলেন, হাজির হলেন পোল্যাণ্ডে। প্রতিটি দেশেই তিনি সহৃদয় অভ্যর্থনা পেলেন ; তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি করলেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নৈতিক সাহায্যও গ্রহণ করলেন।

তারপরে এল উনিশ শ' আঠান্ন সাল।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলেন। পিপল্‌স রিপাবলিক অফ চায়নাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নিলেন তিনি।

এর পরে আর কোন কথা নেই। অ্যামেরিকার পররাষ্ট্রদপ্তর বেশ উষ্মার সঙ্গেই জানালো—প্রিন্স সিহানুক কমিউনিসট। দাপাদাপি সুরু করল পেনটাগন, কপালে এই ছিল লেখা? সি-আই-এ কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি তখন পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছে। অ্যামেরিকার কত বন্ধু রয়েছে তারই পরিসংখ্যান চলেছে।

কিন্তু সিহানুক কমিউনিসট কেন?

মানুষটা প্রথমত চীনকে স্বীকৃতি দিয়েছে; দ্বিতীয়ত, অ্যামেরিকার কয়েক কোটি ডলার মেরেও তার দলে ভিড়ছে না।

ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়েছেন অ্যামেরিকার সঙ্গে।

কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ কোনদিনই বিদেশী শাসকদের সঙ্গে আঁতাত করতে চায় নি। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তারা যেমন লড়াই করে এসেছে, এখনও তেমনি করছে। সিসোওয়াথ আর মনিভঙের দল যেখানে জনসাধারণের বিরোধিতা করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে রক্ষায় এসেছে, স্বাধীনতার যুদ্ধকে পিছিয়ে দিয়েছে, নরোদম সিহানুক সেই সময়ে জনসাধারণের দলে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন. এবং প্রয়োজনবোধে জনযুদ্ধকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

সিহানুকের শক্তির সত্যিকার উৎসটা কোথায় সেবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুচে'ট বলেছেন: "In every crisis Sihanouk has appealed to the people and the people have responded. Each time, Sihanouk moves closer to the people, the people move closer to Sihanouk' (Mekong Wpstream. p. 208)

অর্থাৎ, প্রত্যেকটি জাতীয় বিপদে সিহানুক তাঁর জনসাধারণের সাহায্য চেয়েছেন, জনসাধারণ সে-সাহায্য তাঁকে দিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক ব্যাপারেই সিহানুক জনসাধারণের কাছে এগিয়ে গিয়েছেন; জনসাধারণও তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু এ অপমান অ্যামেরিকা সহ্য করল না। যে মাও চিয়াংকে চীন থেকে বিতাড়িত করেছে তাকে স্বীকার করল সিহানুক !! তাজ্জব কী বাৎ। দেখা যাক।

উনিশ শ' আঠান্ন সালের জুন মাসে দেখাই গেল সব।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার বারো মাইল ভেতরে ঢুকে

এল; সেনাদের দিয়ে তছনছ করে দিল সব। ওখানকার অধিবাসীরা নাকি সব ভিয়েতকঙ গেরীলা, হো-চি-মিনের দলের লোক, সায়গন থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে পাচার করে দিচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামে। প্রিন্স নরোদম সিহানুক তাদের পরোক্ষে মদৎ যোগান দিচ্ছে।

হৈ হৈ করতে করতে তারা কাম্বোডিয়ার স্টাংট্রেং পর্যন্ত এগিয়ে গেল। বোমা ফেলে আগুন ধরিয়ে দিল অঞ্চলগুলি; ছন্নছাড়া হয়ে গেল অগণিত মানুষ। তারপরে পিছিয়ে এল তারা। কাম্বোডিয়ার এক মাইল ভেতরে এসে ঘাঁটি গাড়লো; পাহারাদার বসিয়ে দিল তার চারধারে। ভারি ভারি কামান পেতে লাগলো কমিউনিসট দস্যুদের উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। সিহানুককে শাসিয়ে যেন বলা হল: বারো মাইল ভেতরে ঢুকে দেখিয়ে দিলাম আমাদের শক্তি কত! সাবধান! প্রয়োজন হলে সারা দেশটাকেই আমরা অধিকার করে নেব; বিমান থেকে কেমিক্যালস ফেলে তোমাদের অত সাধের ধানের ক্ষেতগুলির দেব বারোটা বাজিয়ে। অতএব হুঁশিয়ার।

অবস্থাটা যে ক্রমশঃ ঘোরালো হয়ে উঠছে সিহানুক তা বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এর পেছনে কে রয়েছে তাও তাঁর অজানা ছিল না। অ্যামেরিকাকে তিনি "the unseen conductor of the Orchestra" বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু বিপদে পড়লে মানুষকে ভেবে চিন্তেই কাজ করতে হয়।

সিহানুকও তাই করলেন; তবে মুখ বুজে না থেকে কাম্বোডিয়াতে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত স্টর্মকে মধ্যস্থতা করার জন্যে অনুরোধ করলেন।

স্টর্ম সাহেব গা দিলেন না। শুধু বললেন: আমার কিছুই করার নেই। কারণ দিয়েম সরকার বলেছেন—ওরকম কোন ঘটনাই ঘটে নি।

কথা শুনে প্রিন্স নরোদম সিহানুক হেসেছিলেন, রাষ্ট্রদূতের উত্তরে তিনি নাকি কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করে বলেছিলেন :

It is like a policeman who asks a thief if he has committed a theft and when he receives the answer "NO", accepts that without more ado as the truth.

বিদ্রূপাত্মক হলেও তাঁর উক্তিটি বেশ তিক্ত। অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত বেশ কড়া মেজাজের মানুষ। কাম্বোডিয়াকে নেটিভ স্টেটের মধ্যে ফেলে তিনি মনের আনন্দে ছড়ি ঘোরাতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সিহানুকের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তিনি যে বেশ রস উপভোগ করছিলেন না একথাই বা জোর গলায় বলবে কে ?

তিক্ত সিহানুক কাম্বোডিয়ার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন : তোমরা মোকাবিলা কর থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে। পুনর্বিন্যাস কর আমাদের সীমান্ত।

অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত ঘাড় নেড়ে জানালেন : উঁহু !

উঁহুটা কী !

আমাদের দেওয়া কামান-বন্দুক নিয়ে আমাদেরই মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা চলবে না। ওই নীতিটাকে মার্কিন সরকার সমর্থন করেন না।

ভাল কথা ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে অস্ত্র যোগাচ্ছে কে ? চীন, না, রাশিয়া ?

তার উত্তর অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত আগেই দিয়েছেন : আপনি থাইল্যানড বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ করছেন সেই অভিযোগ তারা মেনে নিতে রাজি নয়।

আলোচনাটা ঘুরে গেল অন্য দিকে।

মৈত্রী সড়কের কাজ বন্ধ কেন, সাহেব ?

ডলারের মত টানাটানি।

তাহলে হবে কী?

একটু সবুর করতে হবে?

তার আগে আমরা যদি সাবাড় হয়ে না পড়ি।

আমরা নাচার। কাম্বোডিয়ার মত অনেক দেশই আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এ-দুনিয়াতে তাদেরও কেউ দেখার নেই। তাদের দিকটাও তো আমাদের দেখতে হবে।

মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে গজরাতে লাগলেন সিহানুক। এই বুঝি তোমাদের দানের মাহাত্ম্য? তিনি ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন: The Americans who have so often promised to defend the liberties of small countries have just shown their real face in Cambodia. It is not edifying.

অ্যামেরিকার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে সিহানুক কিন্তু সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। অ্যামেরিকাকে বিশ্বাস করে তিনি ভুল করেছিলেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে তিনি অন্য পথ দেখতে লাগলেন।

কম্পং চাম-এ বৃক্ষোৎসবে তিনি কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের কাছে অ্যামেরিকার চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়ে বললেন: I invite you, my dear compatriots, to reflect upon this paradox: We receive military aid so that we will have the means with which to preserve, before anything else, the integrity of our territory. Yet, at the present time, we must accept the progressive and continual shrinkage of our frontiers in order to go on receiving military aid.

"In these conditions, what will our future be?

"The nation alone is the judge. The nation will decide whether we should or should not revise our position and our policy to conform more closely to logic, to national honour and, indeed, to the necessities of our survival as a race, a people, a free country.

সময়টা হল পাঁচই জুলাই।

দ্বিতীয় জয়ভর্মার বংশধর নরোদম সিহানুক মার্কিন সরকারের চোখরাঙানিকে ভয় করলেন না। আইসেনহাওয়ার আর তাঁর বীর শিষ্য জন ফসটার ডালেসের হুমকীকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তিনি জোর গলায় ঘোষণা করলেন: Let my compatriots be assured however. We will not retreat a single step. We have victoriously rebuffed threats of this sort before.

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা একটি পা-ও পিছিয়ে আসব না। এই ধরণের হুমকীর সঙ্গে আগেও আমরা সাফল্যের সঙ্গেই মোকাবিলা করেছি।

রেগে কাঁই হয়ে গেল মার্কিন সরকার। চাল নেই, চুলো নেই, একটা ক্ষুদে দেশ। তার এত তম্বি! তার এত দুঃসাহস!

সত্যি কথা; কিন্তু তখন দুঃসাহস দেখানোর সময় এসেছে সিহানুকের। অ্যামেরিকার দিকে আর তাঁকে চাতক পাখির মত তাকিয়ে থাকতে হবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সাহায্যের ভাঁড়ার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। রাশিয়া ভার নিয়েছে আধুনিক বিমানবন্দর তৈরি করানোর, চীন নিয়েছে হাসপাতাল আর কল-কারখানার। এবং তা বিনা স্বার্থেই, কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতি মেনে নিয়েই। এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে এগিয়ে আসেনি মার্কিন সরকারের মত।

সিহানুকের অভিযোগ মিথ্যে নয়; কিন্তু তবু তিনি মার্কিন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাতিল করে দিলেন না।

মার্কিন সরকারেরও উষ্মার কারণ কম ছিল না; তবুও কাম্বোডিয়াকে সে ঝেড়ে ফেলে দিল না।

সিহানুক দেখলেন যে কটা দিন মার্কিন ডলার হাতানো যায় সেই কটা দিনই কাম্বোডিয়ার লাভ।

মার্কিন সরকার দেখলো কাঁটাটা তুলে ফেলার মত শক্ত কাঁটা না পাওয়া পর্যন্ত বাইরের জেল্লা বজায় রাখাই ভাল।

দুই শেয়ানে কোলাকুলি সুরু হল। হার জিতের ফয়শালা হতে তখনও দেরি কিছুটা।

[ছয়]

জিরো আওয়ার ঘনিয়ে এল।

শঠতার সঙ্গে শঠতা। তা না হলে আর পলিটিক্স করে লাভ কী! তিসির দালালি করলেই হয়।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক পিপ্‌লস রিপাবলিক অফ চায়নাকে স্বীকৃতি দিয়ে অ্যামেরিকার প্রেসটিজ পাংচারড করে দিয়েছেন। অ্যামেরিকার ভাবে আর ভাষায় ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত।

তা, নাকটা তোমার নিজের; ইচ্ছে হলে তুমি তা একশ' বার কাটতে পার। কিন্তু অপরের নাক কাটতে যাও তুমি কোন্ সাহসে? তুমি কি জান না পিপ্‌লস রিপাবলিক অফ চায়নাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রাচ্য এশিয়াতে হাঙর ডেকে আনা?

অনেক তোয়াজ করেছে অ্যামেরিকা; তাঁকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফেরানো যায় নি। অনেক কড়া কথা বলেছে অ্যামেরিকা।

এক কানে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন তিনি। থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে হামলাদার পাঠিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিছু সুরাহা হয় নি। অর্থনৈতিক অবরোধ কাম্বোডিয়াকে নোয়াতে পারে নি। ফল হয়েছে উলটো। সেখানে কুটির শিল্পের চাহিদা বেড়েছে। দেশের লোক স্বেচ্ছায় বৈদেশিক দ্রব্য বর্জন করার জন্যে আন্দোলন করেছে।

আর সেই সুযোগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কাম্বোডিয়াকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এসেছে।

এতে ফলটা দাঁড়াচ্ছে কী? দাঁড়াচ্ছে এই যে কাম্বোডিয়াও অনতিবিলম্বে প্যাথেট লাও আর উত্তর ভিয়েতনামের পথ ধরবে। তার ফলে, থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা বিপর্যস্ত হবে। লাওসের অবস্থা এমনিতেই খারাপ; তার ওপরে থাইল্যাণ্ড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামও যদি কমিউনিস্টের হাতে চলে যায় তাহলে অ্যামেরিকার ন্যাশনাল প্রেস্টিজটা থাকে কোথায়? শুধু কি প্রেস্টিজ? অত সম্পদ, তাই বা তাকে যোগাবে কে?

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারেরও দুর্ভাবনা ছিল ওইখানেই। ইন্দোচায়না থেকে অ্যামেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ার অর্থই হচ্ছে "মূল্যবান কাঁচা মাল" [Precious sources of raw materials] হারানো। ঠিক সেই কারণেই মিত্র স্থানীয় ফরাসী সরকারকেও ইন্দোচায়নাতে ওরা সহ্য করতে পারে নি। প্রেম আর রাজনীতিতে মোকাবিলা করার সুযোগ নেই।

সেই অ্যামেরিকা নরোদম সিহানুককে সহ্য করবে কেমন করে?

তা সত্ত্বেও অ্যামেরিকা তাঁকে ততদিন সহ্য করেই এসেছিল।

কিন্তু আর সহ্য করা যায় না।

থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম-ও এবিষয়ে একমত। আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না সিহানুককে। দাও একেবারে শেষ [illegible] রাখতে নেই।

সেই চেষ্টাতেই তৈরি হল "ব্যাঙ্কক প্ল্যান"।

এরই আর এক নাম "ব্যাঙ্কক কনসপিরেসী"।

ভার রইল থাইল্যানড-এর ডিকটেটর সারিত থানারাতের ওপরে। কাম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুককে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের পরিকল্পনা, ইংরিজিতে যাকে বলা হয় 'মাস্টার প্ল্যান', তৈরি করলেন।

পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাত্রী ডিকটেটর নগো দিন দিয়েম।

এর জন্যে খরচ পড়বে বার লক্ষ ডলার।

পরোয়া নেই কিছু। যা লাগে সব দেবে গৌরীসেন। কাজে এগিয়ে পড় তোমরা।

উনিশ শ' আঠান্ন সালের সেপটেম্বর মাস।

থাইল্যানড-এর রাজধানী, পূর্ব এশিয়ার সব চেয়ে চটকদার সহর, ব্যাঙ্ককে সিয়াটো জোটের সদস্যেরা মিলিত হলেন। মিলিত হলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করার জন্যে। পরিকল্পনাটা কেবল কাম্বোডিয়াকে নিয়েই নয়; আরও কিছু নিয়ে ছিল।

সম্মেলন বসার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ওই "আরও কিছু" বস্তুটা কী। ওটা হল তাইওয়ান সমস্যা। উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালের পয়লা অক্টোবর থেকে এসমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উত্তেজনা বাড়ছে চীন উপসাগরের বুকে, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চীনের কয়েকটি দ্বীপে। কমিউনিস্টদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে কেমন করে সেইগুলিকে, বিশেষ করে তাইওয়ানকে, বাঁচানো যায় সে-সম্বন্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে ইউ-এস নৌবহরের প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল হ্যারি সিয়াটো সদস্যদের অনুমোদনের জন্যে একটি জোরদার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হল, সিয়াটোর কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তাইওয়ান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হোক।

প্রস্তাবটি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে জমজমাট আলোচনা চলে ; কিন্তু ফল হয় নি কিছু। অ্যামেরিকার বদ চালটা তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও বরদাস্ত করতে পারে নি। মাও-সে-তুঙের লাল চেলাদের দাপড়ানিতে সিংহকেশরী চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে বসে থরথর করে কাঁপছেন। পরবর্তীকালে সাংম্যান রী-র মত তিনিও অ্যামেরিকার আদরে নপুংসক হয়ে গিয়েছেন। ওটা হল অ্যামেরিকার ঘরোয়া ব্যাপার। চিয়াংকে নিয়ে সিয়াটো জোট ব্যস্ত নয়।

তা ছাড়া, সিয়াটোর সে শক্তিই বা কোথায় ? একে তো ভিয়েতনামকে দিয়েই নাজেহাল হয়ে পড়েছে তারা। তারপরে লাওস। আর শুধু লাওসই বা কেন ? এশিয়ার প্রাচ্য দেশগুলির কোথায় কমিউনিস্ট অশান্তি নেই ? তার ওপরে আবার কাম্বোডিয়া। ওখানেও সিহানুক সরকার স্বজাতিদ্রোহীর মত কাজ করে যাচ্ছে। সকলের আগে ওরই একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ঘরের দরজা খোলা রেখে বেপাড়ায় গিয়ে চোর তাড়ানোর অর্থ রয়েছে কিছু ?

তা বটে, তা বটে ঠিক—হবু চন্দ্র রাজার গবু চন্দ্র মন্ত্রীরা এক বাক্যে সবাই স্বীকার করে নিল থাইল্যানড-এর কথা। তাইওয়ানকে নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে। আপাতত, কাম্বোডিয়া নিয়ে আলোচনা চলুক।

জোরদার আলোচনার পরে, পরিকল্পনার একটা খসড়া তৈরি হল। সেই খসড়াটিকে পালিশ করার ভার রইল থাইল্যানড-এর ওপরে।

ডিসেম্বর মাসে থাইল্যানড-এর নতুন ডিকটেটর হলেন সারিত থানারাত। তার পরেই ব্যাঙ্কক পরিকল্পনাটিকে কাজে লাগানোর জন্যে সিয়াটোর একটি সভা ডাকলেন তিনি। পরিকল্পনাটি সামরিক।

সেই আলোচনা সভাতে থানারাত তো ছিলেনই। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সামরিক উপদেষ্টা আর সমরবিশারদের দল। ছিলেন দক্ষিণ

ভিয়েতনামের তিন জন প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নগো ট্রং হিউ। ইনি আসলে কাম্বোডিয়ার অধিবাসী ; নম-পেনে থাকতেন দিয়েমের গুপ্তচর হয়ে। হঠাৎ সেই সময়ে তাঁর স্ত্রী নাকি অসুস্থ হয়ে ব্যাঙ্ককের একটি হাসপাতালে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখার জন্যেই তিনি ব্যাঙ্ককে এসেছিলেন।

এলেন সন নগোক থান। সেই সঙ্গে এলেন কয়েকজন মার্কিন উপদেষ্টা।

"ব্যবসায়িক ভঙ্গিতে" আলোচনাটি শেষ হয়ে গেল।

পরিকল্পনাটির আসল উদ্দেশ্য কী, আর কী ভাবে সেটিকে কাজে খাটাতে হবে সে সম্বন্ধে যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে :

(১) কাম্বোডিয়াতে এখনই খোলাখুলিভাবে একটি সিহানুক বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। সেই দলটির প্রথম কাজ হবে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করা ; দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যাতে উত্তেজনার তীব্রতা বাড়ে সেবিষয়ে অবহিত হওয়া।

(২) দেশের ভেতরে আর বাইরে জায়গায় জায়গায় অনেকগুলি সশস্ত্র সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে হবে। সংকেত পাওয়া মাত্র তারা যেন গৃহযুদ্ধ সুরু করে দেয়। তাদের লক্ষ্য হবে যে-কোন উপায়ে রাজশক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।

(৩) সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে একটা সংযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণের মন থেকে নিরাপত্তার আস্থা দূর করাই হবে তার প্রধান কাজ। হিংসা আর দাঙ্গার আশ্রয় নিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে দেশের মধ্যে শান্তি আর শৃঙ্খলা বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তার কর্মসূচী হিসাবে, বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায় মানুষকে ধরে নিয়ে লোপাট করে দিতে হবে; 'কিডন্যাপ' করতে হবে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের। অরাজকতার

বিজ্ঞ ছড়িয়ে দিতে হবে চারপাশে, বিপর্যস্ত করে দিতে হবে নম-পেনের সহজ জীবনযাত্রা।

এইগুলি হল পরিকল্পনার অঙ্গ।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের আসল উদ্দেশ্য ছিল কী?

উদ্দেশ্য ছিল দুটি :

একটি ছিল বড় আর একটি ছিল ছোট। প্রথমটি হল উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয়টি হল নয়-এর ভাল।

In its maximum form, the Bangkok Plan involved the forceful overthrow of the Cambodian Government, the assassination of Prince Sihanouk, the abolition of the Cambodian monarchy and the establishment of a Diem-style "Republic" throughout Cambodian territory (Focus on Indo-China).

অর্থাৎ, এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম্বোডিয়ান সরকারের পতন ঘটানো; প্রিন্স নরোদম সিহানুককে হত্যা; কাম্বোডিয়ার রাজতন্ত্রকে বিলোপ করা; আর সেই সঙ্গে সারা কাম্বোডিয়াতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়েম-জাতীয় "রিপাবলিক" গঠন করা।

এইটিই হল প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু ওটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে? সে সম্বন্ধেও সদস্যেরা ঠিক করে রেখেছেন :

In its minimum form, it involved the dismemberment of Cambodia with the formation of a so-called Provisional Government of "Free Cambodia" comprising the provinces of Battambang and Siem Reap (bordering Thailand), the Central province of Kompong Thom····Success of the minimum Bangkok plan would have opened up a corridor through

Cambodian territory from South Vietnam to Thailand, encircling and isolating neutral Cambodia and preparing the ground for civil war. (Focus on Indo-China).

দুটি পরিকল্পনার যেটিই সফল হোক না কেন, নতুন কাম্বোডিয়ান সরকারের প্রেসিডেণ্ট-এর পদটি কিন্তু সংরক্ষিত থাকবে সন নগোক থানের জন্যে; সাম সারিকে করতে হবে প্রধানমন্ত্রী, আর দাপ চৌয়ানকে দিতে হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীত্ব।

একেই বলে কালনেমীর লঙ্কা ভাগ।

কিন্তু এরা কারা ?

সন নগোক থান (Son Ngoc Thanh): একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজপুরুষ। জাপান সরকারের মাইনে করা দালাল। জাপানীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ইন্দোচীন অধিকার করেছিল তখন এই লোকটিই ছিলেন কাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী। মিত্রশক্তি জয়ী হওয়ার পরেই প্লেবিসাইটের মাধ্যমে কাম্বোডিয়া থেকে ফরাসী আধিপত্যের অবসান হয়েছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারেন নি। ইংরেজদের সাহায্যে ফরাসীরা কাম্বোডিয়া দখল করে। তাঁকে কাম্বোডিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। ওই সময়ে নির্বাসিত অবস্থায় থাইল্যাণ্ডে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন।

সাম সারি (Sam Sary): কাম্বোডিয়ার ভূতপূর্ব সহকারী প্রধানমন্ত্রী। দুর্নিতির জন্যে উনিশ শ' সাতান্ন সালে চাকরি যায় এর। লণ্ডনে যায় রাষ্ট্রদূত হয়ে। সেখানের দূতাবাসে এই লোকটি গর্ভবতী রক্ষিতাকে কাম্বোডিয়াতে তৈরী শক্ত বেতের চাবুক দিয়ে বেদম প্রহার করে। ব্রিটিশ প্রেস এই নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করলে সে বুক ফুলিয়ে গর্বের সঙ্গে বলে যে রক্ষিতাদের ওপরে এই ধরণের অত্যাচার করার প্রথা কাম্বোডিয়াতে রয়েছে।

সুতরাং নিজের রক্ষিতাকে প্রহার ক'রে সে কোন বেআইনী কাজ করে নি।

এই সংবাদ পাওয়ার পরে ব্রিটিশ প্রেস কিছু করতে পেরেছিল কিনা জানিনে; তবে তার চাকরিটি খোয়া গিয়েছিল।

এসব দিক থেকে দাপ চৌয়ান (Dap Choun) কম নয়, একেবারে পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর। সিয়েম রীপ আর কমপম থম-এ কাম্বোডিয়ার যে সরকারী সৈন্যবাহিনী ছিল লোকটি ছিল তার কমাণ্ডার। উনিশ শ' বিশ সালের কাছাকাছি চীনে যেরকম 'ওয়ার লর্ড' থাকতো ঠিক সেই রকমের বর্বর আর বদমেজাজী। ক্ষমতার লোভ ছিল এর অপরিসীম। অর্থ আর আফঙের নেশায় রাতদিন মসগুল হয়ে থাকতো। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কেমন করে হারেম বাড়ানো যায়।

ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা এই ত্রয়স্পর্শের যোগে পুষ্ট এবং তুষ্ট। পাত্র নির্বাচনে মার্কিন সরকারের দক্ষতা যে অপরিসীম তা অবিসংবাদিত সত্য।

এই তিন জন করিতকর্মার ওপরে পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করার নির্দেশ ছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে নেপথ্যে আরও একজন ছিল। বারো লক্ষ ডলারের চেক ছিল তার ব্যাগের মধ্যে। প্রিন্স সিহানুকের ভাষায় সে-ই হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি। সে আর কেউ নয়, অ্যামেরিকার সি আই-এ।

শোনা যায়, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং আইসেনহাওয়ার নাকি এই পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করেছিলেন।

পরিকল্পনার পরে তোড়জোড় করে কাজ সুরু হল। কার ওপরে কোন্ কাজের ভার থাকবে, আর কীভাবে সেই কাজটি করতে হবে সে সম্বন্ধেও বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হল কর্ম-কর্তাদের। সেই নির্দেশের একটি মোটামুটি বিবরণী ম্যালকম

সাহেবের লেখা ফোকাস অন ইন্দোচায়না গ্রন্থে রয়েছে। তাঁরই দেওয়া বিবরণী থেকে পরিকল্পনার খসড়াটির কিঞ্চিৎ অংশ আমি নীচে লিপিবদ্ধ করলাম :

সন ন্‌গোক থানের ওপরে নির্দেশ রইল থাইল্যানড-কাম্বোডিয়ার সীমান্ত বরাবর সশস্ত্র বাহিনীগুলি ছড়িয়ে রাখার। থাইল্যানড-এর সেনাবাহিনী তার জিম্মায় দেওয়া হল। সেই সঙ্গে দেওয়া হল বারো লক্ষ ডলার। সেই অর্থ ব্যয় করার সম্পূর্ণ অধিকার রইল তার।

ভিয়েতনাম আর কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে, কাম্বোডিয়ার কিছু সংখ্যালঘু অধিবাসী বাস করে। হাতে অস্ত্র দিয়ে তাদের নিয়ে একটি পল্টন তৈরি করতে হবে। সেই পল্টন দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে। সেই কাজের ভার পড়ল নগো দিন দিয়েমের ওপরে।

এই দলটির ওপরে আরও একটা কাজের ভার ছিল। তখনও পর্য্যন্ত সাম সারি আর দাপ চৌয়ান কাম্বোডিয়ার ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এদের কাজ হবে সাম সারি আর দাপ চৌয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যোগাযোগটা করতে হবে দিয়েমের নম-পেনের গুপ্তচর নগো ট্রং হিউ-এর মাধ্যমে।

আঁটঘাঁট বেঁধে কাজ সুরু হয়ে গেল।

উনিশ শ' আঠান্ন সাল শেষ হওয়ার আগেই কাম্বোডিয়ার অবস্থা ব্যবস্থার বাইরে চলে গেল। গোলমাল পাকানোর ক্ষমতা ষড়যন্ত্রকারীদের যে কতটা তার প্রমাণ পাওয়া গেল হাতে-হাতে। হঠাৎ নম-পেনের সামাজিক অবস্থাটা নড়বড়ে হয়ে উঠলো। কিডন্যাপিং থেকে সুরু করে, সশস্ত্র ডাকাতি, রাহাজানি, শিশু অপহরণ, নারী ধর্ষণ সুপরিকল্পিত ভাবে চলতে লাগলো। এই সব অপহরণের বাছবিচার ছিল না। সহরের বাবু আর মাঠের চাষী যাকে সামনে পেল তাকেই তারা ধরে নিয়ে গেল।

অকস্মাৎ এই অভ্যুপাতে হকচকিয়ে গেল সবাই। এ আবার কোন্ দেশী সন্ত্রাসবাদ রে বাবা! দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে যে বুলেট ছুটে আসছে তার নাগাল পাওয়াই ভার। হঠাৎ জটলার মধ্যে গোটা কত বোমা পড়ে ফেটে গেল। ভয়ে মানুষের বুকের রক্ত জল হয়ে গেল, মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার যোগাড়। রাস্তায় বেরোনা বিপদ। রাত্রির কথা ছেড়েই দিলাম; দিনের বেলাতেও অনেক সময় মানুষেরা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকতো।

ওদিকে সাম সারি জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে প্রিন্স নরোদম সিহানুকের কাছে একটা চিঠি দিল। সেই চিঠিতে সে জানালো যে একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করার ইচ্ছে রয়েছে তার। সিহানুকের অনুমতি পেলে দল গঠন করার কাজে সে এগিয়ে যাবে।

এই নতুন রাজনৈতিক দলটিকে সকলের সামনে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে যে লাখ-লাখ ছাপানো ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল সেগুলি থেকেই দলটির লক্ষ্য আর বিশেষ কর্মসূচীর কিছুটা হদিস পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রধান [একমাত্রও বলতে পারেন] হচ্ছে, "জন্মের ওপর ভিত্তি করে সমাজে মানুষের মধ্যে যে অসমতা গড়ে উঠেছে" নতুন দলটি সেই অসমতাকে দূর করতে চায়; অর্থাৎ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের নীতি সে গ্রহণ করতে চায়।

আর কী করবে?

নিরপেক্ষ আর বন্ধুত্বের নীতির ওপরে জোর দেবে।

কিন্তু সেই দেশগুলি কী?

সবাই; অর্থাৎ, কাম্বোডিয়ার ঐতিহ্যকে যারা সম্মান করেছে, আর তার সঙ্গে বন্ধুভাবে যারা অনেক দিন কাটিয়েছে সেই সব দেশ।

আরও সোজা ভাষায় "a neutrality sympathetic to the free world".—

এই "স্বাধীন" জগতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্যে মার্কিন সরকার কী মেহনদই না করছে! যতই বাধা আসছে ততই তার প্রতিজ্ঞা শক্ত হয়ে উঠছে।

স্পষ্ট করে না বললেও, সাম সারির আসল উদ্দেশ্যটা কী তা আমরা জানি!

খবর এল, থাইল্যানড সীমান্তে সন নগোক থান তিনটি ব্যাটালিয়ন সেনা মোতায়েন করেছে। বটমবাঙ আক্রমণ করার জন্তে থান সাহেব প্রস্তুত।

আর কাম্বোডিয়ার সীমান্তে "তে নিন" এবং কিয়েন টুয়োঙ" প্রদেশে দক্ষিণ ভিয়েতনামের হামলাদারেরা রাইফেল বাগিয়ে কুচকাওয়াজ করছে।

খমার রাজ্যেও দাপ চৌয়ানের হাতে কম সেনা নেই। সিয়েম রীপ আর কমপম থম তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। নম-পেনে চৌয়ানের গুপ্তচর বাহিনী চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন কি নরোদম সিহানুকের প্রাসাদের ভেতরেও গুপ্তচরদের আনাগোনা সুরু হল। সব সময়ে তাঁর পেছনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দাপ চৌয়ানের অনুচরেরা।

সব প্রস্তুত। অপেক্ষা কেবল মার্চিং অর্ডারের।

তারপরেই স্বর্গরাজ্য। হয় নরোদম সিহানুককে নিহত হতে হবে, না হয়, হতে হবে পলাতক। আর এত দিন ধ'রে তাঁর ভয়ে যারা পলাতক ছিল সেই সন-সাম-দাপের দল থাইল্যাণ্ডের সারিত আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের দিয়েমকে পুরোধা ক'রে অ্যামেরিকান ব্যাণ্ড বাজাতে-বাজাতে সহস্র রক্ষিতা পরিবৃত হয়ে নম-পেনে প্রবেশ করবে। চারপাশ থেকে তাদের মাথার ওপরে পুষ্পবৃষ্টি হবে, পুরনারীরা গবাক্ষ থেকে মঙ্গল শঙ্খনাদের সঙ্গে উলধ্বনি দেবে বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করার জন্তে।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল। শঙ্খনাদের জায়গায় তূর্যনাদে কাম্বোডিয়ার

আকাশ বাতাস উঠলো ভরে। সিহানুকের কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই চক্রান্তটি ফাঁস হয়ে গেল।

তেরই জানুয়ারী কমপম চাম-এ প্রায় দু হাজার মানুষের একটি সমাবেশে প্রিন্স নরোদম সিহানুক ব্যাঙ্কক ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে জানিয়ে দিলেন যে চক্রান্তটি ব্যর্থ হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি বললেন যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের নাম তিনি জানেন।

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন: Like nocturnal birds of prey blinded by the hunter's torch, dark schemes hatched in secret will come to nothing once they are dragged into the light.

অর্থাৎ শিকারীর ঝাঁঝালো টর্চের আলোতে নিশাচর শিকারী পাখিরা যেমন অন্ধ হয়ে যায়, তেমনি একবার প্রকাশ্যে টেনে আনতে পারলে গোপনচক্রের নোংরা পরিকল্পনাগুলিও অকেজো হয়ে পড়বে।

হলও তাই। বিশে জানুয়ারী থেকেই সরকার পক্ষ হঠাৎ জেগে উঠলো; বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল অতর্কিতে। সরকারী সেনা আর নিরাপত্তাবাহিনী সাম সারির সন্তানদের পাকড়িয়ে নিয়ে এল; তাদের গোপন আড্ডায় দিয়ে এল চাবি। পালের গোদা সাম সারি ধরা পড়ল না। কাম্বোডিয়ার অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূতের সাহায্যে আর কিছু উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের বদান্যতায় পালিয়ে গেল সায়গনে।

দেশের মধ্যে যারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তাদের মধ্যে জন কুড়ি ডাকাতকে ধরে এনে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়ার পর সব খবর বেরিয়ে পড়ল; বেরিয়ে পড়ল ষড়যন্ত্রের কিছু দলিল আর ইস্তাহার। সেই সূত্র ধরে আরও অনেক ডাকাত ধরা পড়ল। ম্যাজিকের মত শান্তি ফিরে এল কাম্বোডিয়ার নাগরিক জীবনে।

সাম সারির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কক ষড়যন্ত্রের বড় পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে গেল।

ভরসা এখন ক্ষুদে পরিকল্পনার ওপরে। সেইটিকে নিখুঁত করার জন্যে বিদ্রোহীদের শিবিরে তোড়জোড় পড়ে গেল।

সেই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হল দাপ চৌয়ান।

তখনও পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার ভেতরেই দাপ তৈরি হয়ে বসেছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির সফল হওয়া, না-হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিল তারই কর্মদক্ষতার ওপরে। ষড়যন্ত্রকারীরা ঠিক করেছিল কমপম থম আর সিয়েম রীপ; এ দু'টি প্রদেশকে যেমন করেই হোক সরকারের আয়ত্বের বাইরে রাখতে হবে। তারা বেশ ভাল ভাবেই জানতো নম-পেনে নতুন 'রিপাবলিক' ঘোষণা করা যাবে না। করতে হলে দাপ চৌয়ানের হেড কোয়ার্টার সিয়েম রীপ থেকেই তা করতে হবে।

কী করে তা সম্ভব হবে সে-সম্বন্ধেও ষড়যন্ত্রকারীদের মনে কোন রকম সংশয় ছিল না। তারা জানতো সন নগোক থানের সৈন্যবাহিনী থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে কাম্বোডিয়ার দিকে এগিয়ে আসবে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে এগিয়ে আসার কথা সাম সারির অভিযান-কারীদের। এই দুটি বাহিনী কাম্বোডিয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে যদি এসে মিলতে পারে তাহলে পূব-পশ্চিমের ফালি পথটা খুলে যাবে। এই সড়কের এক পাশে সায়গন, আর একপাশে ব্যাঙ্কক। এই সোজা সড়কটা দখল করতে পারলে কাম্বোডিয়াকে কাবু করে ফেলতে বিদ্রোহীদের বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু দাপ চৌয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হবে কেমন করে? সিয়েম রীপ থেকে অভিযান সুরু করতে না পারলে সরকারী সৈন্যদের বিভ্রান্ত করা যাবে না।

সেদিক থেকেও বিদ্রোহীদের বিশেষ কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

প্রথমত, সিয়েম রীপের বিমান বন্দরটি দাপ চৌয়ানের হাতে। দ্বিতীয়ত, ওই আঙ্কোর ভাটের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ। ওর চারপাশে "টুরিস্টদের" ভিড় সব সময়েই লেগে থাকে। ওখানে

যেকোন মানুষই আসতে পারে, আর তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে পারে। আঙ্কোর ভাটের কাছেই হচ্ছে দাপ চৌয়ানের হেড কোয়ার্টার। ষড়যন্ত্রকারীরা আঙ্কোর ভাট দেখার নাম ক'রে স্বচ্ছন্দে দাপ চৌয়ানের বাংলোতে উঠতে পারে। পদমর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুষ বা বিদেশী পর্যটকরা ওই মন্দিরটির পুরাতত্ব আর চারু শিল্পের উৎকর্ষ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপও করতে পারে। সেদিক থেকে কারও কোন রকম সন্দেহ হওয়ার কথা নয়, বিশেষ করে স্বয়ং চৌয়ান যখন সম্প্রতি ইতিহাস আর পুরাতত্বের একটি বিস্ময়কর পৃষ্ঠপোষক বলে নিজেকে জাহির করে বেড়াচ্ছে!

ব্যাপারটা যে স্বাভাবিক কাজে নেমেই তা বোঝা গেল। হঠাৎ আঙ্কোর ভাটের চারপাশে দেশী আর বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা বেড়ে গেল; চাপ পড়ল গাইডদের [তাদের মধ্যে দাপ চৌয়ানের মাইনে করা লোক কতগুলি ছিল সে সংবাদ আমাদের নেই] ওপরে। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ওপরে অনাবশ্যক ভেবে কোন নজরই দেওয়া হল না। কিছু স্থানীয় লোক আবার আঙ্কোর ভাটের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণে ইচ্ছুক পর্যটকদের চৌয়ানের বাংলোতে পাঠিয়ে দিতে লাগল।

সাম সারি পালিয়ে যাওয়ার পরে, দাপ চৌয়ানের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে এল নগো দিন দিয়েমের গুপ্তচর নগো ট্রং হিউ। লোকটি যে চতুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিব্রাজকের বেশে আঙ্কোর ভাটের ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের চারপাশে বেশ কয়েকবার চক্কর দিয়ে লোকটি সোজা গিয়ে উঠলো দাপ চৌয়ানের হেড কোয়ার্টারে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পরে প্রেসিডেন্ট নগো দিন দিয়েমকে "নতুন চন্দ্র" বছরের অভিনন্দন জানানোর জন্তে সায়গনের পথে রওনা হয়ে গেল।

আসলে সে কিন্তু গেল হংকং-এ। সেখান থেকে দাপ চৌয়ানকে সে সোনা আর রেডিয়ো ট্রানসমিটার পাঠিয়ে দিল।

সাতই ফেব্রুয়ারী সিয়েম রীপ বিমানবন্দরে নগোঁ দিন দিয়েমের সিভিল এয়ার লাইনস-এর একখানা এয়ার ভিয়েতনাম বিমান এসে নামলো। সেই বিমান থেকে বেরিয়ে এল দুটি লোক। পরিচয় পত্র ছিল ব্যবসাদারের। নাম শুনে মনে হল তারা চীন দেশের মানুষ। সঙ্গে বেমানান চেহারার বেশ ভারি আর বড় একখানা ট্রাঙ্ক। সেই বিরাট ট্রাঙ্কটির ওপরে লেখা ছিল: Film Projection Equipment—kam Wah Film Company, Hongkong.

লোক দুটি কিন্তু মোটেই চীন দেশের নয়; পেশার দিক থেকেও তারা ব্যবসাদার ছিল না। আসলে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামী, এসেছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে। পেশায় তারা রেডিয়ো টেকনিশিয়ান! দাপ চৌয়ানের কাছে তারা এসেছিল গোপন কোন কাজে।

সেই দুটি অতিথি আর তাদের লাগেজগুলিকে বাংলোর মধ্যে নিরাপদে ঢোকাতে না ঢোকাতেই, আবির্ভাব হল আর একটি তীর্থযাত্রীর। আঙ্কোর ভাটের গৌরবোজ্জল প্রাচীন কীর্তিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনিও দাপ চৌয়ানের বাংলোতে এসেছিলেন "বিশেষ জ্ঞান" আহরণ করার উদ্দেশ্যে।

এই পরিব্রাজকটি আর কেউ নয়, প্রশান্ত মহাসাগরে অ্যামেরিকান সমরবাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্বয়ং অ্যাডমিরাল হ্যারি ডি ফেল্ট। তিনিও সশরীরে সিয়েম রীপে এসেছিলেন যুদ্ধ প্রস্তুতিটা পরীক্ষা করার জন্যে।

এর এক সপ্তাহ পরে এলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈন্যবাহিনীর 'জনক' লটন জে কলিনস।

এলেন ইন্দোচীন সমস্যায় বিশেষজ্ঞ কর্নেল ল্যান্সডেল; য়ুনাইটেড স্টেটস-এর গোয়েন্দা বিভাগের বেশ একটি ঝানু অফিসার। ইন্দোচীনের ইতিহাসে এত বড় দুষ্ট আর কুখ্যাত মানুষের নাম আর

কোন দিন বোধহয় চোখে পড়ে নি। উনিশ শ' পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন সালের সেই বিপদসঙ্কুল দিনগুলিতে এই ল্যানসডেল সাহেবই ছিলেন নগো দিন দিয়েমের প্রত্যক্ষ নিয়ামক।

আর এলেন য়ুনাইটেড স্টেটস প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণতরীর সেনাপতি অ্যাডমিরাল হপউড।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিকে সফল করার জন্যে সাপ চৌয়ানের বাংলো একটি দ্বিতীয় পেনটাগনে পরিণত হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সিয়েম রীপে জাঁদরেল অ্যামেরিকান মিলিটারি অফিসাররা এত ঘন ঘন যাওয়া আসা করছিলেন কেন? তার একমাত্র কারণ, স্থানীয় কর্মকর্তাদের ওপরে তাঁদের আস্থা খুব কম ছিল। তাই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে কোথাও কোন গলতি রয়ে গেল কি না তা নিজেদের চোখ দিয়ে তাঁরা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে স্যামন সাহেব তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন:

The old saying that the criminal always returns to the scene of his past crimes has been given a new twist by the representatives of U. S. impelrialism. It is a fact of contemporary history, attested by events from June 1950 in korea until the present time, that the representatives of the United States cannot keep away from the scene of their projected crimes. [Focus on Indo-China-P. 260]

য়ুনাইটেড স্টেটস-এর নয়া সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সরকার এটুকু বুঝতে পেরেছে যে দেশদ্রোহীদের ওপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কাজে এগোতে গেলে পদে-পদে অনাবশ্যক ঝুঁকি নিতে হয়। আর যাই কিছু করা যাক না কেন, অপদার্থ দালালদের ওপরে সব কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে

অসাফল্য। সেদিক থেকে পারতপক্ষে কোথাও কোন ফাঁক রাখতে চায়নি মার্কিন সরকার।

নিছক সেই উদ্দেশ্যেই বিপদে আর ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও মার্কিন জেনারেল আর কূটনীতিবিদদের বারবার কাম্বোডিয়ার ভেতরে নানান ছল আর ছুতো করে আসতে হচ্ছিল।

ব্যাপারটা যাই হোক, দেখতে দেখতে পরিকল্পনাটি নিখুঁৎ হয়ে গেল। আঁট ঘাট বাঁধা হল চারপাশে। সংবাদ এল, সন নগোক থানের সৈন্যবাহিনী থাইল্যানড-এর সীমান্ত সমরেঙ-এ তৈরী হয়ে বসে রয়েছে। তাদের সংখ্যা হাজারের কম নয়; কিছু বেশীও হ'তেপারে।

আরও খবর পাওয়া গেল, যে-দুজন চীন ব্যবসাদার কয়েক দিন আগে নগো দিন দিয়েমের এয়ার ভিয়েতনাম বিমানে চেপে সিয়েম রীপে নেমেছিল দাপ চৌয়ানের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতে, তারা যথাসময়ে মাইল আসটেক দূরে আঙ্কোর টম এর পাশাপাশি জঙ্গলের দিকে আস্তানা নিয়েছে। সেখানে তারা রেডিয়ো ট্রানসমিটার বসাবে।

কমপম থম আর বটমবাঙ-এর রাস্তা ধরে চারপাশে গুপ্তচরেরা ছড়িয়ে পড়লো। রাজবাহিনীর কোথাও কোন নড়াচড়া চলছে কি না দেখার জন্যে অ্যামেরিকার "সিক্রেট ইনফরমেশন সার্ভিস" সজাগ হয়ে রইল।

কিন্তু কোথায় কে? রাজা সিহানুকও তাঁর দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছেন; রাজার অনুচররাও যে যার কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওইটুকু একটা দেশের মধ্যে তলে-তলে যে এত বড় একটা চক্রান্ত চলেছে তার কিছুই রাজা জানেন না; সে সম্বন্ধে রাজার মাইনে করা গুপ্তচরবিভাগ নীরব। দাপ চৌয়ান রক্ষিতা পরিবৃত হয়ে শেরীর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবে: আগে রাজা সিহানুককে ল্যাঙ দিয়ে মিলিটারীটা হাতের মুঠোতে পুরে ফেলি। তারপরে সন নগোক থানকে বুঝিয়ে দেব প্রেসিডেন্ট হওয়া কাকে বলে।

চুপচাপ চারদিকে। অ্যামেরিকান সমরবিশারদেরা খুশি; সি-আই-এ আনন্দে গদগদ। পেনটাগন আর অ্যামেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের গ্রীন সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা কেবল।

দিনটা হল একুশে ফেব্রুয়ারি।

দাপ চৌয়ান স্পোর্ট শার্ট আর সেরঙ পরে বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন ফুলের চারা বসাচ্ছিল; ধমক দিচ্ছিলো মালিকদের। এমন সময় সংবাদ এল ওঁরা আসছে।

কে আসছে?—দাঁত কিড়মিড় করে জিজ্ঞাসা করল চৌয়ান।

সেনাবাহিনী হুজুর—আমতা-আমতা করে উত্তর দিল ভগ্নদূত।

চমকে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো চৌয়ান। তাহলে কি গ্রীন সিগন্যাল এসে গিয়েছে? লন নলোক তাকে না জানিয়ে অভিযান সুরু করেছে? একী অন্যায়, একী অন্যায়! কাম্বোডিয়া বিজয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাকে।

কে যেন বলল: আজ্ঞে, লন নলোক নয়। আসছেন স্বয়ং লন নল; কাম্বোডিয়ার রাজবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

দি হেল!! ওরা কী করতে আসছে?

আপনাকে পাকড়াতে, স্যার। প্রিন্স নরোদম সিহানুক জেনারেল লন নলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

কথাটা সত্যি। অতি বড় চতুর মানুষেরও গলাতে মাঝে-মাঝে যে ফাঁসের দড়ি আটকিয়ে যায় তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা গেল এইখানে। চক্রান্তটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যে সি-আই-এ যথেষ্ট তোড়জোড় করেছিল। পাছে স্থানীয় কর্মকর্তাদের হাতে থাকলে ব্যাপারটা কেঁচিয়ে যায় এই ভয়ে বড় বড় অ্যামেরিকান জেনারেলরা পরিকল্পনার সমস্ত ঝক্কিটা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। কোথাও যাতে কোন খুঁৎ না থাকে সেইজন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি তারা। ভেবেছিল প্রিন্স সিহানুককে তারা অকস্মাৎ আক্রমণ করে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলবে।

কিন্তু তা সম্ভব হল না। সিহানুক যে তাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক সেটা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল। আর একবার অপদস্থ হল মাকিন সরকার। ইঁট মারতে এসে পাটকেল খেয়ে মাথা নিচু করে ফিরে গেল ঘরে।

এর একমাত্র কারণ, সি-আই-এর এজেন্টরা মনে করেছিল দ্বিতীয় চক্রান্তের কথা প্রিন্স নরোদম সিহানুক কিছুই জানতেন না। প্রথম পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পরে ঠিক এই ধরণের ধারণা তাদের কেন হল জানি নে; কিন্তু সিহানুকের চরিত্র সম্বন্ধে তারা যে ওয়াকিবহাল ছিল না সেকথা বলতে আজ আর আমাদের কোন দ্বিধা নেই।

দ্বিতীয় কারণ হল দাপ চৌয়ান স্বয়ং। চৌয়ান যে একজন বদমেজাজী শকুনি সেকথা সিয়েম রীপের অনেকেই জানতো। লোকটি ঘুষখোর, লম্পট, নারীঘাতক এবং চরম হটকারী। দেশের মানুষকে সে অনেকদিন জ্বালিয়েছে। সিয়েম রীপের যে অঞ্চলে তার ডেরা ছিল সেই অঞ্চলের অনেকেই তাকে সহ্য করতে পারতো না। প্রথম চক্রান্ত ফেঁসে যাওয়ার পরে দেশের মানুষরাও সন নগোক, সাম সারি, আর দাপ চৌয়ানকে রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছিল।

সেই দাপ চৌয়ানের প্রাসাদে এত ঘন ঘন অ্যামেরিকান টুরিস্টরা আসছে কেন সে সম্বন্ধেও তাদের কৌতূহল কম ছিল না। দ্বিতীয় চক্রান্তের কথা তারা জানতে পেরেছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু অবকাশ থাকলেও, একথাটা অবিশ্বাস করার পেছনে কোন যুক্তি নেই যে দাপ চৌয়ানের দল বন্ধ দরজার ভেতরে বসে কিছু একটা প্যাঁচ কষছে।

সুতরাং তাদের গোপন শলাপরামর্শ চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসে নি এমন কথা জোর গলায় বলা চলে না। তাছাড়া, স্থানীয় যে-লোকগুলির ওপরে চৌয়ান নির্ভর করেছিল তারাও

তার দেশদ্রোহকে ক্ষমা করতে পারে নি ; নিজেদের বাঁচিয়ে দেশকে বাঁচানোর জন্যে যেটুকু করার তা তারা করেছিল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই দাপ চৌয়ান মুক্তকচ্ছ হয়ে তার তিনটি দেহরক্ষী নিয়ে গোপন পথ দিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটি গ্রামের মধ্যে আশ্রয় নিল। তার বিশ্বাস ছিল গ্রামবাসীরা তার অনুগত : এ বিপদে নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে তারা

কিন্তু সে ধারণা তার যে কতখানি ভুল একটু পরেই তা প্রমাণ হয়ে গেল। দাপ চৌয়ান আসলে কোন্ বস্তু সে সংবাদটি সবাই না রাখলেও কিছু লোকে রাখতো ; অত বড় জাদরেল বীর পুরুষ কেন যে ওই ভাবে পালিয়ে এসেছে তা-ও দু'চার জনের অজানা ছিল না। সেই তাদেরই মধ্যে একজন পরম পরিতৃপ্তি সহকারে একটি বুলেট সোজা ছুঁড়ে দিল তাকে লক্ষ্য করে।

তারই কিছু সময় পরে হাসপাতালে দাপ চৌয়ান মারা গেল।

দাপ চৌয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কক কনসপিরেসীর ন্যূনতম পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো দেশের লোক। সিহানুকের জয়োধ্বনিতে কাম্বোডিয়ার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ হয়ে গেল সি-আই-এ।

কিন্তু এই চক্রান্তের মধ্যে সি-আই-এ যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ কোথায় ?

সে সম্বন্ধে স্বয়ং প্রিন্স নরোদম সিহানুক ম্যালকম স্ম্যামন সাহেবকে উনিশ শ' উনষাট সালের সাতই মার্চ একটি সাক্ষাৎকারে কী বলেছেন শুনুন :

সিয়েম রীপে চৌয়ানের ভিলাতে সরকারী সৈন্যরা ঢুকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুজন রেডিয়ো অপারেটরকে গ্রেপ্তার করে। [সময়টা হল বাইশে ফেব্রুয়ারী—লেখক]। এই দুটি লোক বেআইনী ভাবে কাম্বোডিয়াতে এসেছিল। তাদের কাছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্তৃপক্ষের দেওয়া উপযুক্ত পার্শপোর্ট ছিল সে কথা সত্যি ; কিন্তু সেই

অনুমতিপত্রটি সায়গনে অবস্থিত কাম্বোডিয়ার প্রতিনিধি অনুমোদন করেন নি; চৌয়ানের পুলিশের জিম্মায় তখন সীয়েম রীপের বিমান বন্দরটি ছিল। লোক দুটি ওখানে নামার সময় বিমান বন্দরের কোন ছাপও ভিসাতে দেখা যায় নি। বিমানের দলিল থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ওই দুটি লোকের সঙ্গে ছ'টি বাক্স বোঝাই মাল ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে ওই বাক্সগুলির ভেতরে ছিল ফিলড রেডিয়ো ট্রান্সমিটার রিসিভারস, আর ছিল একটি শক্তিশালী বেতারযন্ত্র। চৌয়ানের ভিলা থেকে সেই যন্ত্রগুলি সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আমরা একটি লগ-বুক খুঁজে পেয়েছি। তার মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় অনেক কিছু লেখা রয়েছে। সেইগুলি থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে এই চক্রান্তের পেছনে চৌয়ান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, আর থাইল্যাণ্ডের যোগ-সাজস রয়েছে। এই লগ বইটিতে "বর্তমানে" কী করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ রয়েছে, সাক্ষাৎকারীদের নাম লেখা রয়েছে স্পষ্ট ভাবে, ট্রানসমিটারটি ধরা পড়লে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে-সম্বন্ধে রয়েছে খুঁটিনাটি নির্দেশ, আর রয়েছে সন নগোক থানের অধীনে যে সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে তার কথাও।

'নতুন সুটকেশগুলিতে আমরা দু'শো সত্তর গ্রাম সোনা পেয়েছি। ওইটাই হচ্ছে বিশ্বাস ঘাতকতার মজুরী।'

ছাব্বিশে মার্চ এই ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার কথা সিয়েম রীপে ফাঁস করে দেওয়া হল। নরোদম সিহানুক বাইশটি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানালেন; তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দাপ চৌয়ানের বাংলোতে। সেখানে বাজেয়াপ্ত করা কিছু জিনিস পুলিশ প্রহরায় সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সেগুলি দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ছিল চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, অ্যামেরিকা, আর গ্রেট বিটেন।

সেই বাইশটি দেশের প্রতিনিধিরা একজিবিটগুলি দেখলেন। মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিও বাদ গেলেন না।

কিন্তু, কী দেখলেন তাঁরা? দেখলেন বাংলোর মধ্যে "রেডিয়ো সেট" থেকে উঠানের ওপরে জমানো অস্ত্রগুলির গায়ে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে : Made in U. S. A.

এইখানেই কিন্তু শেষ নয়। আরও মজার ব্যাপার রয়েছে। এতগুলি বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র নীতির হাঁড়িটা ফেটে যাওয়ার ফলে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পক্ষে অপমানটা হজম করা কষ্টকর হয়েছিল, সন্দেহ নেই; তাই সেই সব একজিবিট-গুলির সবচেয়ে দর্শনীয় আর বিস্ময়কর বস্তুটাকে সিহানুক ইচ্ছে করেই বাইরে প্রকাশ করেন নি।

বস্তুটি আর কিছু নয়; একখানি চিঠি; এবং সেটি নাকি স্বয়ং আইসেনহাওয়ারের নিজের হাতের লেখা। দাপ চৌয়ানের একান্ত ব্যক্তিগত চিঠির ফাইল থেকে সেটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

সেই চিঠিতে মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট চৌয়ানকে নাকি বলেছেন সে যদি কাম্বোডিয়া থেকে নরোদম সিহানুককে উচ্ছেদ ক'রে তাঁর নিরপেক্ষ নীতিটিকে বানচাল করিয়ে দিতে পারে তাহলে কাম্বোডিয়ার নতুন সরকার মার্কিন সরকারের সমস্ত রকমের সহযোগিতা পাবে।

ব্যাপারটা গুরুতর, সন্দেহ নেই।

কিন্তু ষড়যন্ত্রটা ফাঁস হল কেমন করে?

চোরের ওপরে বাটপাড়িটা করল কে?

ব্যাঙ্কক কনসপিরেসীর প্রধান (Maximum) পরিকল্পনার কথা, যেটির সর্বময় দায়িত্ব ছিল সাম সারির ওপরে, সেইটিই বা সিহানুক জানতে পারলেন কেমন করে? আর গৌণ পরিকল্পনা (Minimum) যেটিকে কার্যকরী করার ভার ছিল ইউনাইটেড স্টেটস-এর দিকপাল সি-আই-এ এজেন্টদের ওপরে, সেইটিই বা অমন নাটকীয় ভাবে বানচাল হয়ে গেল কেমন ক'রে?

এই প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর সিহানুকের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। তিনি কেবল বলেছেন—'a friendly Western Government, whose name I am not at liberty to divulge.'

সিহানুকের বন্ধুরাষ্ট্র বলতে তো ওই এক ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকা।

তাহলে কি ......হবেও বা ; বন্ধু রাষ্ট্র না হলে কাম্বোডিয়াকে অত কোটি ডলার দান করতে পারে মার্কিন সরকার ?

প্রিন্স নরোদম সিহানুক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন। তাঁর কথার মধ্যে দুঃখের চেয়ে রাগের ভাগটাই ছিল বেশী ; তার চেয়েও বেশী ছিল কূটনৈতিক বুদ্ধি।

তিনি বললেন : Naturally I cannot tell you who brought the plot to our knowledge. But it is possible for me to say who did not. Although our American friends are provided with the most active intelligence services, and varied means and guaranteed facilities of all kinds on the territory of our neighbours to the East and the West (South Viet Nam and Thailand), they did not think it necessary to give us any warning whatever. This attitude has led our compatriots to doubt their impartiality in this affair, of which they could scarcely claim to have been ignorant. [Focus on Indo-China. P. 263-64]

সুতরাং ইউনাইটেড স্টেটস অফ অ্যামেরিকা যে তাঁকে সাহায্য করে নি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

তা হলে করল কে ?

সিহানুকের কথা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে পশ্চিমের কোন

বন্ধুরাষ্ট্র ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর কানে তুলে দেয়। সেই পশ্চিমী রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে নিশ্চয় রাশিয়া নেই; কারণ ইউনাইটেড স্টেটসের সঙ্গে তখন তার ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। অ্যামেরিকার গোপন কথা রাশিয়ার কানে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রেট ব্রিটেন? না, তাও নয় কারণ চার্চিল-ইডেন কোম্পানীই জেনিভা কনফারেনসে জন ফসটার ডালেসকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া, কাম্বোডিয়া নিয়ে ব্রিটেনের মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও খুব বেশী একটা কিছু ছিল না।

বাদ-ছাঁদ দিয়ে দাঁড়ালো ফ্রান্স।

হ্যাঁ, ইন্দোচায়নার ওপরে ফ্রান্সের যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। ওই ইন্দোচায়না থেকে অত তাড়াতাড়ি হটে আসতে ফ্রান্স বাধ্য হয়েছে তার পেছনে অপ্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে ফরাসী সরকার ইউ-এস-এ-কেই খাড়া করেছে। সায়গন চুক্তি না করলে হয়ত ফ্রান্সকে অত তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হোত না। তাও যদি ইন্দোচায়না স্বাধীনতা পেত তাহলেও সান্ত্বনা থাকতো কিছুটা।

কিন্তু তাই কি হল? ফ্রান্সের স্থান নির্বিকার ভাবে অধিকার করে নিল ইউনাইটেড স্টেটস। দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাঁবেদার বসালো, লাওসে বসালো দালাল, থাইল্যাণ্ডে বসালো অনুগত চেলাদের। এবারে পড়েছে কাম্বোডিয়াকে নিয়ে। সারা ইন্দোচীনকেই তছনছ করে দিল অ্যামেরিকা। ভাল লাগার কথা নয় ফ্রান্সের। হয়ত সে-ই একাজ করেছে।

সাত

অত সাধের ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল ; শুধু বানচাল হলেও কথা ছিল ; বাইশটি রাজ্যের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছে অ্যামেরিকার আসল রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়লো। অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত মুখ চুন করে ফিরে গেলেন।

অনেকেই ভেবেছিল, সিহানুক ব্যাপারটি নিয়ে খুব বড় রকমের সোরগোল তুলবেন, নালিশ জানাবেন জাতিসংঘের কাছে ; এবং অ্যামেরিকার সঙ্গে সমস্ত রকমের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ ক'রে চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করার জন্যে এগিয়ে যাবেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও তখন গভীর উৎসাহ আর উদ্বেগের সঙ্গে সিহানুকের পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ্য করছিল।

কিন্তু সিহানুক কিছুই করলেন না ; অর্থাৎ, সেই পরিস্থিতিতে তাঁর যেটুকু করা উচিত ছিল বলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলি মনে করেছিল, সিহানুক তার কিছুই করলেন না। যেটুকু করলেন তা ন্যূনতম প্রয়োজনের অনেক নিচে।

উনিশ শ' উনষাট সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে তিনি একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য কী, এবং বন্ধুরাষ্ট্র হয়েও ইউনাইটেড স্টেটস কেন ওই রকম একটি হীন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিল তাই জানতে চেয়েছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সেচিঠির কোন উত্তর দেন নি। প্রথমত, দেওয়ার কিছু হয়ত ছিল না ; দ্বিতীয়ত, পরের ঝাড়ে বাঁশ কাটতে গেলে মাঝে-মাঝে চুরি করার অভিযোগে যে অভিযুক্ত হতে হয় মার্কিন সরকারের তা অজানা ছিল না। ব্যাপারটার জন্যে সে

এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে দেশে-দেশে মিলিটারি কৃ্য-র ব্যবস্থা যাকে করতে হয়, "স্বাধীন জগত" প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যার অর্থ আর অস্ত্র জাহাজ এবং বিমান বোঝাই হয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে কিছু "মিস ফায়ার" হতে বাধ্য। ব্যাঙ্কক কনস-পিরেসীও সেই রকম একটা "মিস ফায়ারিঙে" পর্যবসিত হয়েছে। তা নিয়ে মার্কিন সরকার বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন ছিল না। মার্কিন সরকার জানতো সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠবেই। সেই সমালোচনাগুলির কণ্ঠ রোধ করার মত ক্ষমতা তার ছিল না।

সুতরাং সিহানুকের চিঠির উত্তর দেওয়ার মত তৈরী কোন জবাব মার্কিন সরকারের ছিল না; ছিল অন্য দিকে মন দেওয়ার। অনর্থক সময় নষ্ট না ক'রে মার্কিন সরকার কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের দৃষ্টি সেই দিকে টেনে নিয়ে গেল।

এতদিন মৈত্রী সড়কের কাজ বন্ধ ছিল। এই জন্যে সিহানুক বারবার কত অভিযোগ জানিয়েছেন; বারবারই অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত 'হচ্ছে, হবে' বলে সে-সব অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মার্কিন সরকারের এই অছিলা যে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করানোর জন্যে তাঁর ওপরে চাপ সৃষ্টি করার একটি ধূর্ত প্রয়াস সিহানুক তা জানতেন।

ওই মৈত্রী সড়ক পরিকল্পনার ওপরে মন্তব্য করে অনেক মার্কিন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাই বলতো : Why should we build a road to carry Cambodian rubber on its way to communist China ?" অর্থাৎ, কমিউনিস্ট চীনের ঘরে কাম্বোডিয়ার রবার পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমরা নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে রাস্তা তৈরী করব কেন ?

রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত কথা হলেও, ওইটাই ছিল মার্কিন সরকারের আসল কথা। আর তারই জন্যে এত ঝুটঝামেলা। ওই

কমিউনিস্ট চীন! মার্কিন সরকারকে ঘোল খাইয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার হুমকি দিচ্ছে, তাইওয়ানও কেড়ে নেব। সেই তাইওয়ানকে বাঁচানোর জন্যে কোটি-কোটি ডলার খরচ হচ্ছে মার্কিন সরকারের।

তাই ব্যাঙ্কক পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার পরে অ্যামেরিকাকে একটু সমঝে চলতে হল। সেই সমঝে চলার কর্মসূচী হিসাবে বিপুল আয়োজনে মৈত্রী সড়কের কাজ এগিয়ে গেল। দিন নেই, রাত্রি নেই; বিপুল উদ্যমে কাজ চলতে লাগলো। মার্কিন টেকনিশিয়ানরা ঘাড় নিচু করে মুখের ওপরে মৈত্রীর ছাপ ফুটিয়ে তুলে আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্যে মরণপণ করে বসলো।

জুলাই মাসে কাজ শেষ হল। খরচ হল দেড় কোটি ডলারের জায়গায় তিন কোটি। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দু'শো চোদ্দ কিলোমিটার। প্রস্থ বারো মিটার।

বাইশে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে সড়কটি জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানের আট চল্লিশ ঘণ্টা আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নরোদম সিহানুকের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। সঙ্গে পাঠালেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে আনডার সেক্রেটারী অফ স্টেটস মিঃ ফ্রেড সিটনকে।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের চিঠিতে নরোদম সিহানুকের অভিযোগের কোন উত্তর ছিল না; ছিল একটি অভিনন্দন বাণী; কাম্বোডিয়া আর য়ুনাইটেড স্টেটস-এর মধ্যে যে বন্ধুত্ব আর প্রীতির (!) সম্পর্ক রয়েছে সেইটাকেই দৃঢ়তর করার শুভেচ্ছা নিয়ে পত্রখানি এসেছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন: পুরানো ভুল বোঝাবুঝি ভুলে যান। এই মৈত্রী সড়ক আমাদের মিলনের পথ প্রশস্ত করুক।

সিহানুকও আইসেনহাওয়ারের মৈত্রী আর শুভেচ্ছার বানী পেয়ে কতটা খুশি হয়েছিলেন তা জানি নে; তবে মৈত্রী সড়কের উদ্বোধন

উৎসবে তিনি য়ুনাইটেড স্টেটস-এর কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে কিছুটা ব্যঙ্গোক্তি করেই বলেছিলেন :

This road has no bends. It runs in a straight line. I hope that the friendship of our two countries in future will be as long and broad and as straight as this road.

অর্থাৎ, মৈত্রী সড়কের মধ্যে কোন বাঁক নেই। এর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক নজরে দেখা যায়। সিহানুক আশা করেছিলেন উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বটাও সেই রকম সোজা আর সহজভাবে মূর্ত হয়ে উঠবে।

রাস্তাটিই মৈত্রীর প্রতীক। কিন্তু সেই রাস্তার মধ্যেই যদি গলদ থাকে? অর্থাৎ রাস্তার ভেতরে কি রাজনীতির খাদ রয়েছে? এর নির্মাণ কুশলতার দক্ষতা কতটা তা জানলেই বোধ হয় রাস্তাটির আসল চরিত্র বোঝা যাবে কিছুটা।

উনিশ শ' একষট্টি সালের ছয়ই জুলাই ইউ-পি-আই যে সংবাদটি দিয়েছে তা থেকেই এই মৈত্রী সড়কের স্বাস্থ্যহানি কতটা হয়েছিল তা আপনারা বুঝতে পারবেন। মাত্র দুটি বছরের মধ্যেই সড়কের বুকে চিড় ধরলো। উনিশ শ' একষট্টি সালের পঁচিশে জুন কাম্বোডিয়ার তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে নাকি জানিয়েছিলেন যে মৈত্রী সড়ক একটা "তামাসায় পরিণত হয়েছে"। অনতিবিলম্বে এই সড়ক আবার তৈরী করতে হবে।

সুতরাং কাম্বোডিয়া আর য়ুনাইটেড স্টেটস-এর মধ্যে বন্ধুত্ব যে অচিরাৎ ভূমিসাৎ পরিণত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের আর কী রয়েছে?

কিন্তু সিহানুক অ্যামেরিকাকে ছাড়তে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদী আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে যার কাছ থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়ে কাম্বোডিয়াকে সাজিয়ে

তুলেছিলেন। ব্যাঙ্কক কনসপিরেসী বানচাল হয়ে যাওয়ার পরে মার্কিন সরকারও সিহানুকের এই ওপরচালাকি দেখেও না দেখার ভান করেছিল। মার্কিন সরকার যে বেকায়দায় পড়েছে সেটা ভাল করে বুঝতে পেরেই নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন সিহানুক। ফরাসী সরকারের কাছ থেকে আধুনিক বন্দর, মার্কিন সরকারের কাছ থেকে রাজপথ, সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে আধুনিক হাসপাতাল, আর চীন সরকারের কাছ থেকে বেতার স্টেশন আর কল-কারখানা,—সব হাতিয়ে নিয়েছেন সিহানুক। দেশদ্রোহীরা পলাতক। নিরপেক্ষ নীতি তাঁকে বেশ মোটা মুনাফা দিয়েছিল।

কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ ভাবলো মার্কিন সরকার তার পুরানো অপকর্মের জন্যে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়েছে। সিহানুক হয়ত বুঝলেন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 'ভুল বোঝাবুঝি" ভুলে যাওয়ার অনুরোধ ভেজালহীন গব্য ঘৃতের মত।

কিন্তু আসলে তা নয়। অপমান আর পরাজয় মার্কিন সরকার কোন দিন মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম কোন নজির নেই। দাপ চৌয়ান মরেছে সে কথা সত্যি, সন নগোকও থাইল্যাণ্ডে কায়েমী হয়ে বসেছে সে কথাও মিথ্যে নয়; কিন্তু সাম সারি তখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে। তার শক্তি আর কাজ তখনও শেষ হয় নি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর থাইল্যাণ্ডের তাঁবেদার রাষ্ট্র দুটি তখনও কাম্বোডিয়ার সীমান্তে ঘাঁটি করে বসে রয়েছে।

মুখে সে যা-ই বলুক মনের মধ্যে তার পুঞ্জীভূত আক্রোষ সিহানুকের গর্দান নেওয়ার চেষ্টায় ওৎ পেতে বসেছিল।

হংকং থেকে সাম সারি কাম্বোডিয়ার রাণীর উদ্দেশ্যে একটা উপঢৌকন পাঠালো। উপঢৌকনটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো। রাজা আর রাণী সেখানে ছিলেন না; তাই তাঁরা কোন বিপদে পড়েন নি; কিন্তু উপঢৌকনটি খোলার সময় যারা

কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা আহত হয়েছিল; দু একজন মারাও গিয়েছিল।

এতেই বোঝা যাচ্ছে 'ভুল বোঝাবুঝি ভুলে' যাওয়ার চেষ্টা করাটা নরোদম সিহানুকের কাছে কত বড় মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ পরে জানা যায় এই উপঢৌকন ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর অন্যতম।

এতেও দমলেন না নরোদম সিহানুক; বরং জোর কদমে আরও জোরালো ভাবে তিনি নিরপেক্ষ নীতির স্বপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে গেলেন।

শুধু আন্দোলনই নয়; লাওস আর উত্তর ভিয়েতনামকেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার জন্যে পরোক্ষ অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু দু নৌকতে পা দেওয়ার ঝামেলা যে কত বেশী কিছু দিনের মধ্যেই তিনি তা বুঝতে পারলেন। লাওস আর ভিয়েতনামে মার্কিন সরকারের বীভৎস ক্রিয়াকলাপ দেখেও তিনি বুঝতে পারেন নি, মার্কিন সরকার তাঁকেও অত সহজে ছেড়ে দেবে না। কতকগুলি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে আর কোন ষড়যন্ত্র সে করবে না এমন কোন দাসখৎ সে কারও কাছেই লিখে দেয় নি।

তাছাড়া, দিনের পর দিন তার চোখের উপরেই লাওস আর ভিয়েতনামের মুক্তি যোদ্ধারা যে ত্যাগ, শৌর্য আর বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন, অ্যামেরিকার জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মরণপণ সংগ্রাম করছেন, তা তাঁর মনেও বিস্ময় সৃষ্টি করে নি একথা মনে করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। তাঁর নিজের দেশেই সংগ্রামী জনগণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং তাদের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জানাতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

লাওস, ভিয়েনতিয়েন, আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন

তাঁবেদার সরকারগুলিও তাঁর ওপরে প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করছিল ; গুপ্তচরের পর গুপ্তচর ছড়িয়ে দিচ্ছিল কাম্বোডিয়ার ভেতরে : সিহানুকের প্রধান রাজপুরুষদের দলে টানা যায় কিনা সেচেষ্টা থেকে এক মুহূর্তও বিরত ছিল না।

বিরত যে ছিল না তার আরও কিছু প্রমাণ দেখুন :

ব্যাঙ্কক কনসপিরেসী বানচাল হয়ে যাওয়ার পরে য়ুনাইটেড স্টেট্স কাম্বোডিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নরপুঙ্গবদের তাতিয়ে একটি দল তৈরী করালো। তার নাম হল, "খমার সেরাই কমিটি।" এর প্রথম কাজ হল থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কাম্বোডিয়ার যে সমস্ত দেশদ্রোহীরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের হাতে অস্ত্র দিয়ে স্বাধীন কাম্বোডিয়ার সমর বাহিনীর অধীনে সংঘবদ্ধ করা। দ্বিতীয় কাজ হল দেশের চোর, ডাকাত, খুনীদের মদৎ দিয়ে কাম্বোডিয়ার মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা।

ঠিক এই সময়েই থাইল্যানড আর সায়গনে সি-আই-এর "স্বাধীন কাম্বোডিয়ার বেতার কেন্দ্র" খোলা হল। সেই কেন্দ্র থেকে সিহানুকের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চলেছিল।

উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালের একতিরিশে আগষ্ট অ্যামেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের চক্রান্তে কাম্বোডিয়ার রাজপ্রাসাদে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন রাজপ্রাসাদের অ্যাকটিং চীফ অফ প্রটোকোল। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান কর্মকর্তা ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংবাদপত্র 'হন ভিয়েত' [Hon Viet]-এর প্রধান সম্পাদক ফান ভিন টঙ। ধরা পড়ার পরে তার ফাঁসি হয়।

উনিশ শ' ষাট সালে য়ুনাইটেড স্টেটস-এর উস্কানিতে নগো দিন দিয়েম কাম্বোডিয়ার উপকূলের কাছাকাছি যে পাঁচটি ছোট দ্বীপ রয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সিহানুকের ওপর প্রবল চাপ

দিলেন ; সেই সঙ্গে কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ার নিদেশ গেল সায়গনের সামরিক বাহিনীর ওপর।

উনিশ শ' বাষট্টি সালের আগস্ট মাসে আর একটি গুপ্তচর দলকে কাম্বোডিয়ার সরকার গ্রেপ্তার করে। সেই দলটির ভেতরে জন কয়েক অ্যামেরিকান ছিল। তাদের মধ্যে একজন আবার "Secretary of the Chief of the U. S. Military Advisory Assistance Group in Cambodia."

উনিশ শ' তেষট্টি সালের মে মাসে সায়গন থেকে বেশ উচ্চ শক্তির বোমা রাজপ্রাসাদে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়

উনিশ শ' তেষট্টি সালের ছাব্বিশে জুলাই কাম্বোডিয়ার সরকার পাঁচটি বাক্স উদ্ধার করে। সেগুলির ভেতরে ছিল উচ্চ শক্তির বিস্ফোরক। বোমাগুলি নম-পেনের ইউ-এস এমব্যাসীর নামে হংকং থেকে "তাই ফু হং জাহাজে করে এসেছিল।

উনিশ শ' চৌষট্টি সালের সাতাশে আগস্ট কমপম চ্যাম প্রদেশে চারজন আততায়ী নরোদম সিহানুকের জীবন নাশের চেষ্টা করে। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, এবং আততায়ীরা ধরা পড়ে।

উনিশ শ' বাষট্টি থেকে চৌষট্টি সালের মধ্যে সায়গন আর ব্যাঙ্কক সরকার প্রায় এক হাজার চার শ' তেত্রিশ বার কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে হানা দিয়ে শত শত কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদের হতাহত করে।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে ইউ-এস আর তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি "ইনফ্যানট্রি, এয়ার ক্র্যাফট, আর্টিলারি" আর নৌবহর নিয়ে কাম্বোডিয়া আক্রমণ করেছে প্রায় ন' শ ছেষট্টিবার।

উনিশ শ' ছেষট্টি সালে ওই ধরণের আক্রমণের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশ বত্রিশ।

উনিশ শ' সাতষট্টি আটষট্টিতে আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন হাজার কুড়িতে।

উনিশ শ' উনসত্তর সালের প্রথম পাঁচ মাসেই ইউ·এর অনুগ্রহ-ভাজন শক্তিগুলি কাম্বোডিয়ার ওপরে আক্রমণ চালায় চারশ' সাতাশ বার। এই সময়েই বিমান থেকে ক্রিট আর মিমত জেলা, এবং কমপম চ্যাম প্রদেশটির ওপরে "টকসিক কেমিকেলস" ছড়িয়ে দেয়। তার ফলে প্রায় সাত হাজার হেকটর জমির রবার গাছ আর বনবিভাগের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। এগুলি ছাড়াও রয়েছে দাক দাম অঞ্চলের ওপরে বোমা বর্ষণ। সেই বোমা বর্ষণে ছাব্বিশ জন খমার মারা যায়, আহত হয় এগার জন।

এই সব থেকেই বোঝা যায় অ্যামেরিকা কোন সময়েই কাম্বোডিয়ার ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে দ্বিধা করে নি।

এতে কাম্বোডিয়ার অসুবিধে হলেও সুবিধে কিছুটা হয়েছিল। অ্যামেরিকার সঙ্গে মন কষাকষি সুরু হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে সেদেশের জনসাধারণের মোহ ভেঙে যেতে লাগলো। এদিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুকের কৃতিত্বও কম ছিল না। কাম্বোডিয়ার ওপরে প্রতিটি আঘাত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে জনসাধারণের কাছে তিনি অ্যামেরিকার মুখোস খুলে দিয়েছেন। তাতে একদিকে জনসাধারণের কাছ থেকে যেমন তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে জনসাধারণের মনেও অ্যামেরিকার প্রতি বিদ্বেষ ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন যদি ভবিষ্যতে কোন দিন পররাষ্ট্রনীতির কিছুটা রদবদল করতেই হয় তাহলে জনসাধারণের সমর্থনই হবে তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেনসীও ঘাস খায় না।

চাপের পর চাপ খেয়ে কাম্বোডিয়া যে ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এ সংবাদ সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সীর অজানা ছিল না। ব্যাপারটা যে বিপজ্জনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাঙ্কক কনসপিরেসী প্রকাশ হওয়ার পরে

তাকে একটু সাবধান হতেই হয়েছিল। সব দিক ভাল করে না ভেবে চিন্তে কিছু একটা করে ফেলার মধ্যে সে আর নেই।

কিন্তু করতে গেলে সাম সারি আর সন নগোক থানের মত লোককে দিয়ে চলবে না। চাই করিতকর্মা কাউকে, এবং কাম্বোডিয়ার সরকারী সেনাবাহিনীর ওপরে যার দস্তুর মত প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। তেমন কাউকে খুঁজে বার করতে হবে। যত ডলার খরচ হয় হোক।

চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই এ দুনিয়ায়। খুঁজতে খুঁজতে করিতকর্মা লোকই পাওয়া গেল। লোকটি আর কেউ নয়, কাম্বোডিয়ার দ্বিতীয় পুরুষ সেনাপতি লন নল। সঙ্গে আছে ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান চেঙ-হেঙ, আর ধনুর্দ্ধর সিরিকমাতক। এবারেও সেই ত্রয়স্পর্শের যোগাযোগ।

কিন্তু তাড়াতাড়ির কিছু নেই। খুব গোপনে-গোপনে চারদিকে আঁটি ঘাঁটি বেঁধে কাজ করতে হবে। সৈন্যবাহিনীর ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে হবে; অফিসারদের কিনে নিতে হবে; কিন্তু ধীরে ধীরে।

হঠাৎ সিহানুকের চৈতন্য হল। তাঁর অনুগত জেনারেল লন নল তাঁর কাজের সমালোচনা করতে সুরু করলেন: ছ'লাখ ভিয়েতনামের অধিবাসী কাম্বোডিয়ার ষাট লাখ মানুষকে একেবারে পথে বসাচ্ছে, দেশের শান্তি আর শৃঙ্খলা বানচাল করে দিচ্ছে।

সিহানুক হয়ত ভেবেছিলেন এর পেছনেও সি-আই-এ কাজ করছে। আর তার উৎস হচ্ছে কাম্বোডিয়ার মার্কিন এমব্যাসী। কাম্বোডিয়াতে বসে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চক্রান্ত পাকাচ্ছে তলে তলে। বুঝতে পারলেন সাপকে আধমরা করে ফেলে রাখলে তাতে বিপদ বেশী বেড়ে ওঠে। বাঁচতে গেলে ওটাকে একেবারে শেষ করে ফেলাই ভাল। অ্যামেরিকার বদান্যতার পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি জানতেন, সেই উদ্দেশ্য হল কাম্বোডিয়ার

মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা। বিনা স্বার্থে মার্কিন সরকার যে একটা ডলারও কোথাও ঢালে না এ-সংবাদটা ধীরে ধীরে যেন তাঁর মর্মের মধ্যে প্রবেশ করছিল।

এরপরে যে পথটি তিনি গ্রহণ করলেন সেপথটি সমাজতান্ত্রিক শিবিরগুলির কাছে দুঃসাহসিক, কিন্তু কিছু লোকের কাছে অর্বাচীন। সেই কিছু লোক হল তাঁরই সরকারের উঁচুপদের রাজকর্মচারীরা।

সিহানুক উনিশ শ' তেষট্টি সালে মার্কিন সরকারের দেওয়া অর্থনৈতিক আর সামরিক সাহায্য নেওয়া বন্ধ করে দিলেন। অ্যামেরিকান 'এড মিশনের' সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে ডলার আসার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। এতদিন ধরে কাম্বোডিয়ার যে সব নেতৃস্থানীয় মানুষ আর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য ওই মিশনের টাকায় ফেঁপে উঠছিল তারা হঠাৎ এই অভ্রাপাতে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। বাড়ী, গাড়ী, বিলাস ব্যসন নাইট ক্লাব—এত সব ভোগের আয়োজন অনায়াসে লব্ধ মার্কিন ডলার ছাড়া আর কে যোগাবে ?

বিরক্ত হল তারা, ক্ষুব্ধ হল। সিহানুকের নীতির মুণ্ডপাত করল ; কিন্তু প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারল না। সিহানুকের দেশাত্মবোধ জনসাধারণের ওপরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তিনি যা করতে চাইছেন সবাই তা হাসিমুখেই স্বীকার করে নিচ্ছে ; কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করছে না। সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তাঁর নীতির বিরোধীতা করা আর নিজের বিপদ ডেকে আনা একই কথা। এমন কি ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলির সদস্যরা পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করত না।

সুতরাং, মনের দুঃখ মনের ভেতরে চেপে রেখেই তারা নিঃশব্দে গজরাতে লাগলো।

উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালে অ্যামেরিকার সঙ্গে একেবারে ছাঁটকাঠ হয়ে গেল কাম্বোডিয়ার। সিহানুক বুঝতে পারলেন ভিয়েতনামের

যুদ্ধকে মার্কিন সরকার সারা ইন্দোচীন আর পূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। তার সেই বিপজ্জনক পরিকল্পনার জালের মধ্যে কাম্বোডিয়াকেও অদূর ভবিষ্যতে সে জড়িয়ে ফেলবে। সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যে সিহানুক মার্কিন সরকারের সঙ্গে এতদিন যে কুটনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল সেই সম্পর্ক অকস্মাৎ বাতিল করে দিলেন। অ্যামেরিকান রাষ্ট্রদূত কাম্বোডিয়ার মাটি থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

কাজটা সিহানুকের পক্ষে দুঃসাহসিক হয়েছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু কাম্বোডিয়াকে বাঁচানোর ও ছাড়া অন্য কোন পথ তখন তাঁর কাছে খোলা ছিল না। I must choose one: either American dollars or my country's integrity, and I have chosen the latter even at the cost of temporary economic uncertaintees which, I hope, our countrymen will be able to surmount."

অর্থাৎ, আমার কাছে আজ দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয় আমাকে অ্যামেরিকান ডলার নিতে হবে, আর না হয়, দেশের স্বাধীনতা বাঁচাতে হবে। সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, আমাকে দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিতে হয়েছে। আমি আশা-করি দেশের জনসাধারণ একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে চললে অর্থনৈতিক চাপটা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দেশের জনসাধারণের কাছেই তিনি তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে রাখলেন। দেশের লোক তাঁর নীতি সমর্থন করলেন।

কিন্তু সি-আই-এর কাম্বোডিয়ান বন্ধুরা তাঁর নীতি সমর্থন করতে পারেনি। সেই থেকে সিহানুকের শক্তি কেড়ে নেওয়ার জন্যে নম-পেনে আবার চক্রান্ত সুরু হল। সেই চক্রান্তের কেন্দ্রে যারা ছিল আজ তারাই কাম্বোডিয়ায় ক্ষমতায় অধিকারী।

জনগণ যাঁর হাতে শক্তি দিয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের পক্ষে সেই শক্তি কেড়ে নেওয়া কি সহজ !!

কিন্তু সি-আই-এ কি চুপ করে বসেছিল ?

না বসে থাকার মত সময় তার ছিল না। ব্যাঙ্কক ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাওয়ার পরেও যে সিহানুক মার্কিন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহস করেননি সেই সিহানুক হঠাৎ তা ছেদ করে ফেললেন কেন ?

সি-আই-এ আর তার চেলাদের কাছে এর উত্তর একটিই ছিল ; সেটি হচ্ছে : সিহানুক বামপন্থী শিবিরের সঙ্গে আঁতাত করেছেন। এখন আর লুকোছাপার কিছু নেই ; একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি।

ঠিক এই রকম একটা অবস্থা মার্কিন সরকারের পক্ষে অসহনীয়। পেনটাগনের ডান হাত সি-আই-এরও তা অজানা ছিল না। উনিশ শ' সাতষট্টি সালেই সে দলত্যাগী কিছু খ্মার সম্প্রদায়ের লোক, আর সেই সঙ্গে "থাই আর্মি অফিসারস" আর সেনাবাহিনী নিয়ে একটি সশস্ত্র সমরবাহিনী গঠন করেছিল। এর হেড কোয়ার্টার ছিল থাই সীমান্তে, বটমব্যাঙ প্রদেশটিতে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রটিও শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গেল। গত বছর সিহানুকের অনুগত সমরবাহিনী ওদের মূল শিবিরটিকে অধিকার ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলে ; বেশ কিছু থাই সামরিক অফিসারদের বন্দী করে। উনিশ শ' আটষট্টি সালে ক্যাপটেন জন ম্যাকার্থী নামে একটি অ্যামেরিকান "গ্রীন বেরেট" অফিসার সি-আই-এর এই চক্রান্ত-টিকে ফাঁস করে দেন। এই অফিসারটি দলের একটি অফিসারকে হত্যা করেছিলেন। ফলে, তাঁকে গ্রেপতার করা হয়। ম্যাকার্থীর সওয়াল জবাব থেকে বেশ বোঝা যায় এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের মধ্যে ছিল সি-আই-এ, মৃত নগো দিন দিয়েম, সায়গনের বর্তমান সমরাধিনায়ক থিউ এবং লাওসের জেনারেল পুমি নোসাভন।

সুতরাং চক্রান্তটি যে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। জেনারেল লন-নল, সিরিকমাতক, আর হেঙ-চেঙ একই নৌকায় ভাসছিলেন। সমরবিভাগটিকে তাঁরা মোটামুটি একটা আয়ত্বে এনে ফেলেছিলেন।

অথচ অনুপায়।

সিহানুক কাম্বোডিয়াতে যত দিন রয়েছেন ততদিন তিনি একাই একশ। সমরবাহিনীর সামনে দাঁড়ালে কার সাধ্য সেনাদের অন্য পথে নিয়ে যায়?

সুতরাং সুযোগের অপেক্ষা করতেই হবে যতদিন না দিন গোণার পালা শেষ হয়।

কথাতেই রয়েছে, একবার না পারলে দেখ শতবার. হারতে-হারতে, ঠকতে-ঠকতে শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হল সি-আই-এর।

তারই ফল ফললো উনিশ শ' সত্তর সালের আঠারোই মার্চ বেলা দেড়টায়। এবারে আর ক্যু নয়, সাংবিধানিক পদচ্যুতি।

কিন্তু সি-আই-এর উদ্দেশ্য কী?

এই সব ক্যু-ডেটার একটাই উদ্দেশ্য। সেটা হল ইন্দোচীনের প্রতিটি দেশে মার্কিন সরকারের তাঁবেদার বসানো। সেই তাঁবেদার-দের ব-কলমে মার্কিন সমরবিভাগের অনুপ্রবেশ। লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যানড প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলিতে সি-আই-এ এই একই খেলা খেলা খেলছে: এশিয়াবাসীদের দিয়ে এশিয়াবাসীদের হত্যা কর; এশিয়ার পূর্ব প্রাচ্য থেকে কমিউনিজম দূর কর, জোর করে সেই সব দেশে মার্কিন প্রভুত্ব বিস্তার কর।

ওদের পাগল করে দে মা কালী, আমি লুটে পুটে খাই।

সারা ইন্দোচীনে মার্কিন সরকারের এই লুটে পুটে খাওয়ার চক্রান্ত চলেছে।

আট

খলের অভাব নেই ছলের।

তাই ক্যু-ডেটার স্থান নিল সংবিধানের নির্দেশ।

কিন্তু তার জন্যেও জিরো আওয়ারের অপেক্ষা করতে হয়েছিল লননল-সিরিকমাতক-হেঙচেঙ আর তাদের সহকারী এবং বন্ধু রাষ্ট্রদের। নিদ্রাহীন রাত কাটতে হয়েছিল সি-আই-এর "সবুজ সংকেতে"র জন্যে।

শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার শেষ হল; 'সবুজ সংকেত' পাওয়া গেল সি-আই-এর।

নরোদম সিহানুক চিকিৎসার জন্যে গেলেন প্যারিসে। সেখান থেকে যাবেন পিকিং, পিকিং হয়ে যাবেন মস্কোতে। বলতে গেলে, ওই তিনটি রাষ্ট্রই তাঁর মিত্র, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালানোর নির্ভরজনক ক্ষেত্র।

সেই সুযোগে কাম্বোডিয়ার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জরুরী অধিবেশন বসল, কাম্বোডিয়ার সাঁজোয়াবাহিনী অ্যাসেম্বলি হাউস আর সরকারী প্রাসাদগুলির প্রবেশ পথে বন্দুক আর মেসিনগান উঁচিয়ে দাঁড়ালো; নম-পেনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল টহলদারী সৈন্যরা। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্যেরা রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্যে, কাম্বোডিয়ার জনসাধারণকে ভিয়েত-কঙদের হাত থেকে মুক্তি করার জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান সিহানুককে অপসারিত করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হেঙ-চেঙকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করল; সেই সঙ্গে জেনারেল লন-নল হলেন প্রধানমন্ত্রী, আর সিরিকমাতক হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

লন-নল চক্রের সাংবিধানিক ক্যু ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নয়া

সরকারকে অভ্যর্থনা জানালো থাইল্যানড, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, আর য়ুনাইটেড স্টেটস-এর পররাষ্ট্র দপ্তর। য়ুনাইটেড স্টেটস-এর প্রতিরক্ষা সচীব লেয়ার্ড ওয়াশিংটনে ঘোষণা করলেন : The new Cambodian Government would probably be tougher in dealing with the Vietnamese and would take steps to limit the activities of the Vietnamese.

আসল কথাটা হল প্রিন্স নরোদম সিহানুক এতদিন ভিয়েতনামীদের সঙ্গে বড় নরম ব্যবহার করেছিলেন। তাতেই তারা অত আস্কারা পেয়েছিল। নয়া সরকার এবারে শক্ত হাতে তাদের দমন করবে যাতে ভিয়েতকঙরা বেশী চ্যাংড়ামো করতে না পারে।

উনিশ শ' তিপান্ন সালে য়ূনাইটেড স্টেটস-এর পররাষ্ট্র সচীব বলেছিলেন : "ভিয়েতনাম আর লাওসের যুদ্ধ একটি সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে ; স্বাধীন রাজ্যগুলি আর আমাদের সকলের স্বাধীনতা বাঁচানোর জন্যে কাম্বোডিয়াকে আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে।

জন ফসটার ডালেসের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হতে চলেছে। তাঁর প্রেতাত্মা ইন্দোচীনের আকাশে বাতাসে বিপুল আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ ; সিহানুকের কাম্বোডিয়া আজ তাঁর নীতি স্বীকার করে নিয়ে দুনিয়ার তাবৎ শান্তিকামী মানুষের জন্যে কমিউনিস্টদের আগ্রাসী আক্রমণের প্রতিরোধে য়ুনাইটেড স্টেটস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ইন্দোচীনের দেশে দেশে ঘরে ঘরে আজ আগুন জ্বলে উঠেছে। সেই আগুনে মনুষ্যজাতির চির শত্রু আন্তর্জাতিক কমিউনিজম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বকরূপী ধর্মরাজ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নাকি একবার প্রশ্ন করেছিলেন : বলতো বাছা, 'সংবাদ' শব্দটার অর্থ কী ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন : প্রভো, মানুষ অহরহ যমপুরী গমন করিতেছে। প্রতিদিনই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদের

মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতে দেখিতেছে : তবু আমরা মনে করি, আমাদের মৃত্যু হইবে না। আমরা চিরকাল অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিব। ইহাই তো 'সংবাদ'।

লন-নল চক্রের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। ভিয়েতনাম আজ ক্ষত বিক্ষত, লাওসে মুক্তি যোদ্ধাদের অগ্রগতি, মহাচীন থেকে চিয়াংকাইশেক পলাতক, কোরিয়া দ্বিধাবিভক্ত, টন-টন অ্যামেরিকান ডলার দেশদ্রোহীদের বাঁচাতে পারে নি ; অ্যামেরিকার সুপারসনিক জেট আর বোমার-বিমান মুক্তিযোদ্ধাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। সব দৃষ্টান্তই তাদের চোখের ওপরে জ্বলজ্বল করে ভাসছে। তবু জেনারেল লন-নল আর তাঁর অ্যামেরিকান ডলারে পুষ্ট সরকারীরা ভাবলেন তাঁরা এই যুদ্ধে জয়ী হবেন। যুধিষ্ঠিরের ভাষায় একে "সংবাদ" ছাড়া আর কী বলা যায় ?

সাংবিধানিক ক্যু-র পরে শাসনতন্ত্র হাতে নিয়ে জেনারেল লন-নল বীর বিক্রমে নয়া সরকারের আধিপত্য বিস্তারে মন দিলেন। সরকারী বেতার, সরকারী বক্তৃতা, আর সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে, এবং অজস্র প্রচার পুস্তিকা চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে দেশবাসীদের জানিয়ে দিলেন দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবন তাঁরা উৎসর্গ করবেন ; এবং কমিউনিস্টদের খঁয়ের খাঁ প্রিন্স নরোদম সিহানুক যা করতে চান নি, তাঁরা সেই কাজ করতে এগিয়ে যাবেন ; অর্থাৎ কাম্বোডিয়া যাতে "স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি"র সঙ্গে একই আসনে বসার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় তারই জন্যে তাঁরা জীবনপাত করবেন।

তিরিশে মার্চের মধ্যেই কাম্বোডিয়ার নয়া সরকার তার কর্মসূচীর দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল। দেশের মধ্যে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুকের অসংখ্য সহযোগীদের মধ্যে যাদের পারল ধরে নিয়ে এসে হত্যা করল। কেবল সহযোগী নয়, সিহানুকের আদর্শে যারা বিশ্বাসী, ইন্দোচীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিচক্রের "স্বাধীন" কর্ম-

সূচীর সঙ্গে যারা পরিচিত, আর য়ুনাইটেড স্টেটস-এর "পায়খানার রাজনীতি"কে যারা ঘৃণার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখে, তাদেরও রেহাই দেওয়া হল না; ঝাঁকে ঝাঁকে ধরে নিয়ে এসে জবাই করা হল। বিনা প্ররোচনায় প্রায় তিনশো লোক "স্বাধীন" সরকারের গুলি খেয়ে প্রথম ধাক্কাতেই লুটিয়ে পড়ল; আটশ' লোক হল জখম; শত-শত লোককে নিছক সন্দেহের বশে ধরে নিয়ে গিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। লন-নল সরকার জানে, মহৎ কাজের প্রতিবন্ধকতা যারা করতে পারে তাদের বাইরে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়। সরকারের নির্দেশ, যেখানেই প্রতিরোধ, সেখানেই গুলি ছোঁড়। "স্যুট টু কিল" এ ছাড়া সেনাবাহিনীর ওপরে নয়া সরকারের আর কোন নির্দেশ নেই!

কাম্বোডিয়াতে যে নয়া-সরকারের পত্তনি হচ্ছে এবিষয়ে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণের বিন্দুবিসর্গ জানা ছিল না। সে সুযোগও তারা পায় নি। পাছে কোন অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে এই ভয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসার আগে থেকেই নয়া চক্র রীতিমত সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দেড়-ঘণ্টা অধিবেশনের পরে আর কাউকে কিছু ভাববার সময় দেওয়া হয় নি। কাম্বোডিয়ার সরকারী সৈন্যবাহিনী সমস্ত কিছু প্রতিরোধের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

এই আকস্মিক ধাক্কাতে স্বভাবতই তারা কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা দিন পরে যখন তারা নয়া সরকারের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল তখন নয়া জোট নিজেদের শক্তি সংহত করার কাজে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু তারা চুপ করে বসে থাকে নি; হইচই করে জেগে উঠেছে। সরকারী প্রচার-গাড়ীর ভেতর থেকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কয়েকজন সদস্য যখন বিপুল একটি জনতার কাছে সাংবিধানিক ক্যু-র প্রয়োজনীয়তার কথা খুলে বলছিলেন এমন সময় সেই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে দু'জন সদস্যকে গাড়ী

থেকে জোর করে বাইরে টেনে এনে হত্যা করেছে। তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নাকি লন-নলের একটি ভাইও নাকি ছিলেন।

কাম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের প্রথম কয়েকটি দিনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে অ্যামেরিকার টাইম পত্রিকা তেরই এপ্রিলের সংখ্যায় লিখেছে : "ভিয়েতনামে যুদ্ধ আবার সুরু হওয়া সত্ত্বেও, মনে হয়, কাম্বোডিয়াতে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি রীতিমত বিপজ্জনক। প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল লন নল আর সহকারী প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সিরিক মাতকের যোগসাজসে সিহানুকের পতনের প্রথম কয়েকটি দিন নতুন সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবাদ করে নি কিন্তু গত দুটি সপ্তাহে কমপক্ষে প্রায় ছ'টি গ্রামাঞ্চলে সিহানুকের সমর্থক দলগুলি ভয়ঙ্কর রকমের উগ্র আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এদিক থেকে কমপম চ্যামই সকলের অগ্রণী। এখানে ভিয়েতনামী আন্দোলনকারীরা সিহানুকের সমর্থনে যুদ্ধ সুরু করে দেয়। কাম্বোডিয়ার সরকারী সৈন্য সেই বিদ্রোহ দমন করার আগেই, ক্ষিপ্ত জনতা লন নলের ভাইকে নাকি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে। সেই দাঙ্গাতে কম করে উনতিরিশ জন অসামরিক অধিবাসী মারা যায়, জখম হয় বাট জনেরও বেশী।

'এই দাঙ্গার জন্যে লোকে প্রকাশ্যে স্থানীয় ভিয়েতনামীদের ওপরেই দোষারোপ করছে। কিন্তু কাম্বোডিয়ার কোন একজন উঁচু মহলের রাজপুরুষ গোপনে স্বীকার করেছেন যে "দাঙ্গাকারীদের বেশীর ভাগ লোকই ছিল খাস কাম্বোডিয়ার। তারা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে সিহানুক ছিলেন আদর্শ রাজকুমার, প্রায় দেবতুল্য। বছরের পর বছর ধরে সিহানুক তাদের ওপরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, কয়েকটি দিনের মধ্যে সেই প্রভাব নষ্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

'গত সপ্তাহে সরকারী বাহিনী নম-পেনের চারপাশে চষে বেড়িয়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তর আর বড় পোষ্ট অফিসের চারপাশে

ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ী মোতায়েন করেছে। সামরিক গুদোমের প্রবেশ পথে স্তূপাকার করে বালির বস্তা সাজিয়ে রেখেছে।

'সিহানুক সমর্থকদের বেশ বড় একটি ঘাঁটি হচ্ছে তাকিয়ো। ভিয়েতকঙরা রাজ্যচ্যুত রাজকুমারের পক্ষে জনগণকে কেমন করে উত্তেজিত করছে সে সম্বন্ধে টাইমের প্রতিনিধি ডেভিড গ্রীনওয়ের কাছে অ্যাসিসটেণ্ট গভর্ণর বলেছেন: প্রতিদিন রাত্রিতে ভিয়েত-কঙরা গ্রামবাসীদের কাছে এসে সিহানুক পিকিং থেকে যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন সেইটিরই "টেপ রেকর্ডিং" বাজিয়ে শোনায়। শোনা যাচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা করার জন্যে সিহানুক বর্তমানে হ্যানয়ে আছেন। আমি আশঙ্কা করছি কঠিন দিন ঘনিয়ে আসছে।"

ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে লন-নল সরকার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সামান্য মাত্র সন্দেহের ওপরে ভিত্তি করে লোকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, জঘন্য অত্যাচার করছে তাদের ওপরে। নম-পেনের বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; তরুণদের জোর করে ধরে এনে যুদ্ধ শেখানো হচ্ছে। তবে তাজা অস্ত্র কার হাতে দেওয়া হবে সে বিষয়ে জুনটা খুব সাবধান।

বিপদ হয়েছে বৌদ্ধ শ্রমণদের নিয়ে। কাম্বোডিয়ার গ্রামাঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। নয়া সরকারকে কিছুতেই তারা মেনে নিতে পারছে না।

সেই বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট করার জন্যে লন-নল সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। তার নাম হল "ইনটেলেকচুয়্যাল কমিটি"। নম-পেন সহরেই এই কমিটির অফিস। এর সদস্যদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবি। এদের অনেকেই অ্যামেরিকাতে লেখাপড়া শিখেছে। এরাই হচ্ছে সি-আই-এর মাইনে করা লোক; সিহানুকের অধুনা-লুপ্ত "পপুলার সোসিয়ালিস্ট কমিউনিটি"র যুবসংঘের সদস্য ছিল একদিন।

এদের ওপরে ভার রয়েছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালানোর। সেই প্রচারের মূল কথাটা হল, কাম্বোডিয়াতে রাজতন্ত্র ফসিলের মত অপাংক্তেয় হয়েছে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে আমরা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করব।

বৃদ্ধা রাণীকে নয়া জুনটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে, প্রাসাদের কক্ষে নজরবন্দী হয়ে রয়েছে নরোদম সিহানুকের পুরানো কিছু রাজকর্মচারী। এমন কি যে সমস্ত 'খ্‌মার সেরাই' বাহিনীর লোককে সিহানুক দেশদ্রোহী বলে চি‍‍হ্নিত করে জেলে পাঠিয়েছিলেন নয়া সরকার তাদের মুক্তি দিয়েই খুশি হয় নি, সমাজবিরোধী সেই দলটিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

বিদেশে থেকে প্রিন্স নরোদম সিহানুক সব শুনলেন।

চৌঠো এপ্রিল কাম্বোডিয়ার জনগণের প্রতি তাঁর দ্বিতীয় বেতার ভাষণ শোনা গেল। তিনি শীঘ্রই কাম্বোডিয়াতে ফিরে আসছেন। নয়া জোটের বিরুদ্ধে জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন। দেশের মানুষের ওপরে যে অকথ্য নির্যাতন চলছে তাতে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। বন্ধু আর অনুচরদের "শান্তিপুর্ণ মিছিলেও" যোগ দিতে তিনি নিষেধ করেছেন।

"আপনারা সব জঙ্গলে চলে যান। সেখান থেকে মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে লড়াই করুন।

তিনি আরও বলেছেন: আমি নরোদম বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। সেই বংশের মর্যাদা আমি কোন দিনই কলঙ্কিত করি নি। আমি আজ আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, দেশের সম্মান, ন্যায় আর নীতির মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন হলে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে আমি চিরকাল যুদ্ধ করে যাব। যতদিন না প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্র আর অ্যামেরিকার দালালদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়, যতদিন না ইউ-এসের পুঁজিপতিদের চক্রান্ত অদূর ভবিষ্যতে

ভেঙে চুরমার হয়ে যায় খ্‌মার হিসাবে, প্রয়োজন হলে, জীবনে সব কিছু পরিত্যাগ করা আমার স্বর্গীয় কর্তব্য।

দেশের সমস্ত প্রগতিশীল মানুষদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন : লন-নল সিরিকমাতকের মত নেতারা দেশের প্রগতিশীল যুবক আর দেশ প্রেমিকদের বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করার জন্যে আমার কানে বারবার ফুসমন্ত্র দিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, আমি তাদের প্রতারণা বুঝতে পারি নি। তাদের প্ররোচনায় দেশের সংগ্রামী আর প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমি যে ভুল করেছিলাম তার জন্যে আপনাদের সকলের কাছেই আমি আজ ক্ষমা প্রার্থনা করছি। দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার দিক থেকে আমার নীতি যে ভ্রান্ত ছিল তার জন্যে দেশের ভেতরে আর বাইরে সমস্ত চিন্তাশীলদের কাছেই আমার অপরাধ অকপটে স্বীকার করছি।

'কাম্বোডিয়াতে এই বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল; কারণ, বিপ্লবই দেশের ক্ষমতা দেশের প্রগতিশীল জনসাধারণের হাতে তুলে দেয়। কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে এই বিপ্লব অনিবার্যভাবেই নতুন যুগের, নতুন আদর্শের সূচনা করবে। দেশের জাতীয় ধর্ম মহান তথাগত বুদ্ধের আদর্শে আমাদের জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্যে এই অভ্যুত্থানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক; বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলুন।''

বেশ বোঝা যাচ্ছে, সিহানুকও সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল য়ু থানটকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত কাম্বোডিয়ার নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান তিনিই; লন নল সরকার জবরদখলকারী আততায়ী। সরকার গঠন করার কোন অধিকার তাদের নেই।

তাঁর মতে কাম্বোডিয়ার শাসনতন্ত্রে এমন কোন ধারা নেই যার বলে, সরকারের কথাতো ছেড়েই দিলাম, স্বয়ং পার্লামেণ্টও

রাষ্ট্রপ্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন সার্বভৌম শক্তির মতই "Sacred and inviolable."

তাহলে, রাষ্ট্রপ্রধানকে কি প্রয়োজন হলে সরানো যাবে না?

নিশ্চয় যাবে; তবে তা জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে। কাম্বোডিয়ার শাসনতন্ত্রের একশ বাইশ ধারাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে: 'Parliament can confer the powers and prerogatives of Chief of State on an uncontested personality, expressly designated through the general suffrage of the nation.'

সুতরাং লন নল চক্রের সাংবিধানিক ঢক্কানিনাদ মিথ্যা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া, কাম্বোডিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে অ্যামেরিকার হস্তক্ষেপ অবৈধ। জেনিভা সম্মেলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার কোন সম্পর্ক নেই। জেনিভাচুক্তি সে সই করে নি।

ইন্দোচীনে রাষ্ট্রসংঘ যদি সত্যই শান্তি চায় তাহলে কাম্বোডিয়া থেকে য়ুনাইটেড স্টেটস যাতে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এখনই সরিয়ে নিয়ে যায় তার জন্য তার ওপরে নির্দেশ দেওয়া হোক।

সোজা কথা সহজভাবে বললেন নরোদম সিহানুক।

কাম্বোডিয়ার তেরটি প্রদেশে জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হয়ে নয়া জুন্টাকে প্রতিরোধ করার জন্যে তৈরি হয়ে উঠলো।

ভিয়েতকঙ আর কাম্বোডিয়ার সংগ্রামী জনগণের প্রবল চাপে লন নল সরকার বিপর্যস্ত হয়ে সোজাসুজি চেয়ে পাঠালো অ্যামেরিকার অস্ত্র, চেয়ে পাঠালো সিয়াটো জোটের সাহায্য।

থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সে ডাকে সাড়া দিয়েছে।

কিন্তু দেশের ভেতরও লন নল সরকার চুপ করে বসে নেই। সিহানুকের অনুপস্থিতিতে যে কাজটা সে অত্যন্ত সহজ বলে মনে করেছিল, সেই কাজটা যে হঠাৎ এত দুরূহ হয়ে পড়বে তা হয়ত

সে বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারা মাত্র আর সময় নষ্ট করেনি সে। ভিয়েতকঙদের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না পেরে প্রচার করেছে কাম্বোডিয়ার ছ'লক্ষ ভিয়েতনামীদের সবাই পঞ্চম বাহিনী। উত্তর ভিয়েতনামের চর হয়ে দেশের সংহতি নষ্ট করছে। ওদের আমরা ক্ষমা করব না।

এই দেশপ্রেমিকরা সাঁজোয়া বাহিনী আর রেনজার দল পাঠিয়ে নম-পেনের নাগরিকদের কীভাবে হত্যা করিয়েছে তার কিছুটা নমুনা দিচ্ছি।

লন নল সরকারের "অপারেশন কাম্বোডিয়া" সুরু হল দশই এপ্রিল। ওই দিনেই প্রায় পাঁচশ উদ্বাস্তুদের ওপরে সরকারের পেশাদার সৈন্যেরা বেপরোয়া গুলি চালালো। এদের একজনেরও হাতে কামান-বন্দুক তো দূরের কথা, একখানা ছুরি পর্যন্ত ছিল না। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল বৃদ্ধ আর শিশু। তাদের মধ্যে একশ জন ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে নিহত হল।

এই হত্যাকে চাপা দেওয়ার জন্যে প্রচার করা হল: ওরা সব যুদ্ধে মরেছে।

কিন্তু নিরস্ত্রেরা যুদ্ধ করবে কেমন করে?

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল: না, না; ওরা যুদ্ধ করে নি; মরেছে 'ক্রস ফায়ারিঙে'। ভিয়েতকঙ বাহিনী আর সরকারী বাহিনীর গুলি বিনিময়ের মধ্যে পড়েছিল ওরা।

অর্থাৎ এর জন্যে দায়ী সরকার নয়; ওটা নিছক আকস্মিক ঘটনা।

কিছু পাশ্চাত্য সাংবাদিক প্রাসেতের তাঁবুতে ওই মৃত লোকগুলিকে পরীক্ষা করে বলেছেন: না, পারস্পরিক গুলি বিনিময়ে ওরা মরে নি। ওদের দেহে সেরকম কোন চিহ্ন নেই।

তাহলে?

ওদের সোজাসুজি গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

কী করে বোঝা গেল ?

বোঝা গেল ক্যাম্পের উঠোনে যে চাপ-চাপ রক্ত জমেছে সেই থেকে।

কিন্তু ওই সব লোকগুলি কে ?

কাম্বোডিয়ার সামরিক দপ্তর জানালো : ওরা সব ভিয়েতকঙ।

সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করল : ওই সব শিশু, নারী, আর বৃদ্ধেরা ভিয়েতকঙ ?

ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তারা বলল : আমরা ঠিক জানিনে; তবে ওরা যে শত্রুর গুপ্তচর সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

ভাল কথা। কিন্তু মেকং নদীতে যে শ'য়ে শ'য়ে মৃতদেহ ভাসছে তাদের সম্বন্ধে নয়া সরকারের বক্তব্য কী ?

ওরা সব দক্ষিণ ভিয়েতনামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের লোক।

তাই তাদের হত্যা করা হয়েছে। সেই হত্যার পরিমাণ যে কত কাম্বোডিয়ার নিক লিয়াঙ থেকে অ্যাসোসিয়েটড প্রেস পনেরই এপ্রিল যে-সংবাদ পাঠিয়েছে তা থেকেই আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারি।

Hundreds of Vietnamese bodies floated down the Mekong river this morning, many of them with their hands tied behind them.

It appeared to be the greatest mass killing yet disclosed in Cambodia.

The stench swept across the broad waters and ferry passengers covered their noses gagged as the ferry churned through the bodies bobbing in the river.

A police official at this ferry crossing 60km. South-east of Phnom Penh said he had counted 400 bodies during the morning. Still the bodies came and the bodies could be seen stretching for more than one mile up the river until they disappeared behind the bend.

There were some women among the slain but very few. Most were men clad only in black shorts. One group of eight bodies, including one woman, floated by all tied together.

Most of the bodies showed signs of having been shot.

এ সম্বন্ধে ইউ-এস-এর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক দি ইকোনমিস্ট পত্রিকা তার আঠারোই এপ্রিলের সংখ্যায় কী লিখেছে দেখুন। একথাটা আমাদের মনে রাখলে বোধ হয় সুবিধে হবে যে ভিয়েতনামের ঘরোয়া ব্যাপারে অ্যামেরিকার হস্তক্ষেপ আর উত্তর ভিয়েতনামের আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলার নীতিকেও এই পত্রিকাটি শুধু সমর্থন করেই থামে নি, রীতিমত উৎসাহ দিয়েছে। সেই পত্রিকাটিও "মেকং হত্যাকে" সমর্থন করতে পারে নি ; লিখেছে ঃ

'এইটিই [মেকং নদীর ওপরে ভাসমান অজস্র মৃতদেহ—লেখক] প্রথম ভয়ঙ্কর দৃশ্য নয়। প্রাসেতের অন্তরীণ শিবিরে যে সমস্ত ভিয়েতনামী বেসামরিক ব্যক্তিদের আটকিয়ে রাখা হয়েছিল, গত সপ্তাহে তাদের ওপরে মেসিনগান দিয়ে গুলি করা হয়।............

একটি প্রাদেশিক রাজধানী তাকিয়োতে আরও একশ জন ভিয়েতনামী বেসামরিক লোককে মারা হয় গুলি করে। মেকং নদীর ধারে চারদিন ধরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে। এছাড়া

আরও অনেক জায়গায় লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড চলেছে। ভিয়েতনামী বলে কারও ওপরে সন্দেহ হলেই তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তার ঘর বাড়ী দোকানপত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাম্বোডিয়ার এই যুদ্ধ বর্তমানে সরাসরি জাতি বিদ্বেষের যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে।'

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অবসারভার'-এর বিশেষ প্রতিনিধি মার্ক ফ্র্যানকল্যানড নিক লুয়াঙ এর দু'মাইল উত্তরে বা-নামের ভিয়েতনামী ক্যাথলিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আর কাম্বোডিয়ার সৈন্য-বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বলেছেন: 'দশই এপ্রিল, শুক্রবার বিকেলের দিকে "তা চর" নামে ছোট একটি দ্বীপে একটি মাঝারি ধরণের বোট এসে ভিড়লো। এই ধরণের বোটে সাধারণতঃ গরু, বাছুর, ধান-চাল বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হয়। কখনও কখনও কিছু মানুষও যে যাতায়াত করে না, তা নয়। এর সঙ্গে তিনটে বা চারটে ছোট পাহারাদার লঞ্চের দেখা হল। একটি বড় সমুদ্রগামী জাহাজের সঙ্গে ওই লঞ্চগুলি গত দু' সপ্তাহ ধরেই এ অঞ্চলে বাঁধা রয়েছে।

'স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারলাম যে ওই তারিখে প্রায় একশ জন লোককে নিয়ে একটি পেট্রোল বোট নিক লুয়াঙের দিকে চলে গিয়েছিল; ফিরে এসেছিল মাত্র একজনকে নিয়ে।

'অন্ধকার নেমে এলে, রাত্রি আটটা-ন'টা নাগাদ, গ্রামবাসীরা পর-পর অনেকগুলি মেসিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পায়। কেবল সে-রাত্রিতেই নয়, পর-পর চারটি রাত্রিতেই ওই রকমের শব্দ তাদের কানে আসে।

'নিক লুয়াঙ থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে 'তা চরে'র কাছে রবিবার সকালে তারা প্রথম একটি মৃতদেহ দেখতে পায়; বৃহস্পতিবার অনেকগুলি মৃতদেহ একসঙ্গে ভেসে যাওয়া অবস্থায় তাদের চোখে পড়ে। তাদের ধারণা মৃতদেহগুলির সংখ্যা ছিল

চারশ'র মত। গতকাল সন্ধ্যার কিছু আগে ফেরি পেরোনার সময় আমি কিন্তু আরও অনেক মৃতদেহ দেখেছিলাম।

'এতগুলি মৃতদেহ জলে ভাসছে কেন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, সরকার থেকে দুটি কারণ দেখানো হয়। প্রথমটি হল, যে লঞ্চে করে পঞ্চাশ জন ভিয়েতনামী বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই লঞ্চটি জলে ডুবে যায়। ফলে, লোকগুলির জীবনহানি হয়েছে। কিন্তু এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, নদীর ধার দিয়ে যেসব মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছিল তাদের হাত আর পা ছিল বাঁধা; তাদের দেহে রক্তাক্ত ক্ষত অবিকৃত অবস্থায় তখনও দেখা যাচ্ছিল।

'দ্বিতীয় কারণ হল, ভিয়েতকঙরা আক্রমণ করার সময় সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই নির্বিচারে হত্যা করে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। আমি আজ সকালে ফেরির উত্তরে প্রে ভঙ প্রদেশের ভেতর দিয়ে মোটরগাড়ীতে করে ঘুরে এসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছি; ভিয়েতকঙরা যে হত্যার জন্যে দায়ি একথা সরকারী মহল থেকে কেউ আমাকে বলে নি।

'একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে সরকার এরকম একটি মুখরোচক সংবাদ চেপে যাবে; কারণ, ভিয়েতনামীদের অপকর্ম জগতের কাছে প্রচার করতে তারা সদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

'গতকাল তাকিয়োর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি যখন হাজির হলাম তখন সেখান থেকে কষাইখানার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। ধানের গোলার মত স্কুলঘরটি খোলা খেলার মাঠের মধ্যে দাঁড় করানো ছিল। তার সিমেন্টে বাঁধানো মেঝেটি জমাট বাঁধা রক্তে থিক থিক করছিল। রক্তে ভেজা কাপড় চাপা দিয়ে তিনটি মৃতদেহকে এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল।

'প্রায় চল্লিশ জন ভিয়েতনামী পুরুষ আর ছেলেদের দেহ

ক্লাশ ঘরের এক প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল। তাদের কাছ থেকে অনেকদূরে কাম্বোডিয়ার সরকারী সেনারা ফাঁকা জায়গায় বহাল তবিয়তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

'এদের মধ্যে কিছু ছিল বৃদ্ধ।' চুলগুলি তাদের শাদা ধপধপ করছে। পরণে তাদের ঢিলে পায়জামা। ছ' থেকে বার বছরের মধ্যে স্বাস্থ্যবান শিশু ছিল পাঁচজন। জন আষ্টেক খুব সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিল, কিন্তু সকলেরই দেহের ওপরে রক্তের এত দাগ পড়েছিল যে তাদের মধ্যে কতজন সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছিল তা ঠিক করে বলা কষ্টকর।

'বুধবার রাত্রিতে ভিয়েতকঙরা তাকিয়ো আক্রমণ করেছিল কিনা তা আমি বুঝতে পারলাম না; কিন্তু উভয়পক্ষের ভেতরে যে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল তারও কোন নিদর্শন আমার চোখে পড়লো না। স্কুল ঘরটির বাইরের দেওয়ালে কোন গুলির দাগ আমি দেখতে পাই নি, কিন্তু ভেতরের দেওয়ালগুলি মেসিনগানের গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল।"

এই সব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঘটনাগুলি আপাত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও মূলত সেগুলি বিচ্ছিন্ন নয়; বরং, সুপরিকল্পিত। এই পরিকল্পনার মূলে রয়েছে লননল সরকারের ভিয়েতনামীদের ওপরে বিদ্বেষ। এই ভিয়েতনামীদের সংখ্যা কম নয়; এক নম-পেন শহরেই এদের সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছাকাছি, উত্তর ভিয়েত-নামের জনযুদ্ধে এদের পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্বেও, এরা কাম্বোডিয়ার জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করে নি; কারণ কাম্বোডিয়ারই স্থায়ী বাসিন্দা এরা, কাম্বোডিয়ার সরকারই একদিন এদের এখানে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছিল। অথচ, এদেরই তাড়ানোর অছিলা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগো দিন দিয়েমের ভাড়াটে সৈন্যেরা বারবার কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির ওপরে হানা দিয়েছে।

লননল সরকার সি-আই-এর তাঁবেদার দক্ষিন ভিয়েতনামের

নীতিই গ্রহন করেছে। কাম্বোডিয়ার প্রায় ছ'লক্ষ ভিয়েতনামীকে উচ্ছেদ করার জন্যে সরকার আজ বদ্ধপরিকর। লন-নলের ভিয়েতনামী নাগরিকদের ওপর সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের মুক্তি যোদ্ধাদের চাপ যতই বাড়ছে, ভিয়েতনামীদের ওপরে সরকারের অত্যাচার ততই বেড়ে যাচ্ছে। সরকারের বিশ্বাস এরাই মুক্তি যোদ্ধাদের সমস্ত রকমে সাহায্য করছে।

সুতরাং মুক্তি যোদ্ধাদের মুখোমুখী হওয়ার আগেই ওদের মুখ বন্ধ করে দাও।

প্রায় এক লাখ ভিয়েতনামীদের অন্তরীণ শিবিরের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিন সেখান থেকে বার থেকে চোদ্দ জনকে বার করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

তারপরে তাদের মৃত দেহগুলি ফেলে দেওয়া হচ্ছে নদীর মধ্যে। নাজি জার্মানীর গ্যাস চেম্বারের চেয়ে এই বধ্যভূমিগুলি কম ভয়ঙ্কর নয়।

কিন্তু কেন?

তার উত্তর একটাই।

লননল-সিরিকমাতক চক্র জানে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ তাদের চায় না; চায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুককে। সিহানুক একবার তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারলে তাদের সাধের সৌধ তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। সেই জন্যেই তার প্রথম আর প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের লোকের মনে ভিয়েতনামী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া, ভিয়েতনামীদের ওপরে খ্মার সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিদ্বেষ নতুন করে জাগিয়ে তোলা। কাম্বোডিয়ায় যে গৃহ-যুদ্ধ সুরু হয়েছে, এবং তার পেছনে যে অ্যামেরিকার উস্কানি রয়েছে, পৃথিবীর লোকেরা যাতে তা বুঝতে না পারে সেই জন্যে ভিয়েতনামী শত্রুদের (!) পাইকিরি ভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

লন নল সরকার আর একটি মোক্ষম প্রচার চালিয়েছিল। সেটি হচ্ছে, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্ট কাম্বোডিয়াকে আক্রমণ করেছে। পরদেশীয় ভিয়েতকঙ বাহিনী যদি কাম্বোডিয়া আক্রমণ করতে পারে, অর্থাৎ, সিহানুক যদি বিদেশীদের সাহায্য নিতে দ্বিধা না করেন তাহলে লন নলই বা থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবেন না কেন ?

কিন্তু তার আগে তিনি আর একটি কাজ করলেন।

তিনি ভারতবর্ষ আর ইন্দোনেশীয়ার কাছে অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি জানতেন বিদেশের গৃহযুদ্ধে অস্ত্র পাঠানোর নীতি ভারতবর্ষ মেনে নেবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যামেরিকার কাছেও বিপদসঙ্কেত পাঠালেন : আমাদের অস্ত্র দাও। ভিয়েতকঙদের সঙ্গে আর আমরা এঁটে উঠতে পারছি নে। আমাদের বোমারু বিমান পাঠাও।

সেই সঙ্গে তিনি থাইল্যানড আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে কাম্বোডিয়ার সীমান্তে অনুপ্রবেশ করার জন্যেও অনুমতি দিলেন।

অর্থাৎ, ভিয়েতনামে যা ঘটেছে, লাওসে যা ঘটেছে, কাম্বোডিয়াতেও সেই রকম কিছু একটা ঘটুক।

শোনা যায় সি-আই এর সমরবিশেষজ্ঞরা লন নলের পার্শ্বচর এখন। একটি থাই সামরিক মিশন, আর ইন্দোনেশীয়া থেকে "চার জনের একটি পরিদর্শক" দল ইতিমধ্যেই নম-পেনে হাজির হয়েছে। সায়গনের পুতুল সরকার এরই মধ্যে তার সৈন্যবাহিনীকে কাম্বোডিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারাও চুপ করে বসে নেই। কাম্বোডিয়ার দশটি প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধ। নম-পেন আর সিহানুকভ্যালির মাঝখানে রেললাইন গুলিকে উড়িয়ে দিয়ে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তারা। কমপম চ্যাম গ্যারিসনের সৈন্যেরা সিহানুক সমর্থক দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সায়গন আর নম-পেনের

মাঝখানে যে হাইওয়ে রয়েছে মুক্তি যোদ্ধারা সেটিকে জায়গায় জায়গায় অবরোধ করে ফেলেছে।

লন নল সরকার ভাবতে পারে নি যে বিপক্ষদলের প্রতিরোধ ক্ষমতা এত জোরদার হয়ে উঠবে। ভিয়েতনামী বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার খ্‌মারদের ক্ষেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যে ক্রমশঃ বানচাল হয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝার দিক থেকেও সরকারের বিশেষ কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কাম্বোড়িয়ার জনসাধারণের বিশেষ একটি অংশের সঙ্গে এই প্রতিপক্ষ দলের বোঝাবুঝির কাজটা সারা হয়ে গিয়েছে; আর তাদেরই সহযোগিতায় নম-পেনের দক্ষিণ-পূর্বে যে পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে, মুক্তি যোদ্ধারা সেই অঞ্চলটিকে অধিকার করে বসেছে। রাজধানী থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সামরঙ থমেও ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

বাপরে বাপ! এত ভিয়েতকঙ সৈন্য ছিল কোথায়! এযে দেখছি পথে-ঘাটে-বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে-নদীর কিনারে থিক থিক করছে ভিয়েতকঙ বাহিনী।

রীতিমত ভয় পেয়ে গেল লন নল সরকার। তবে কি দক্ষিণ পশ্চিমের মালভূমি আবার ভিয়েতকঙ বাহিনীর দাপটে সরগরম হয়ে উঠলো? দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় বাঙ্কার তৈরি করে গেরীলা যোদ্ধারা সেই ফরাসীদের আমল থেকেই বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছে। ওদের যে শক্তি আর অস্ত্র কত আজ পর্যন্ত কেউ তা বুঝতে পারেনি।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ওরা ভিয়েতকঙ নয়। আসলে ওরাই নরোদম সিহানুকের মুক্তিযোদ্ধা। নম-পেনের গোপন সংবাদে প্রকাশ সিহানুকের মুক্তিযোদ্ধারা ইতিমধ্যেই কাম্বোড়িয়া আর ভিয়েতনাম সীমান্তের প্রায় ছ'শ মাইল অঞ্চলগুলির অর্দ্ধেকের মত জায়গা নিজেদের আয়ত্বে এনে ফেলেছে। ওই অঞ্চলের কেবল

সামরিক ঘাঁটিগুলিই লন নল সরকারের অধীনে এখনও রয়েছে; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের চাপ যে ভাবে বাড়ছে তাতে ওই ঘাঁটিগুলিও কতদিন যে আর সরকারের অধীনে থাকবে সেই কথা ভেবে কাম্বোড়িয়ার সামরিক দপ্তরেরও দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

একটার পর একটা জায়গা সরকারের হাতের বাইরে চলে গেল। প্যারটস বিক (Parrot's Beak), ছান্ত্রিয়া (Chantrea), প্রাসান্ত (Prasaut), চিফন (Chiphon), মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে গিয়ে পড়ল। সব চেয়ে দুর্ভাবনার কথা হল, সুয়ে রিয়েঙ (Suey Rieng) ওদের কাছে অবরুদ্ধ হয়েছে। নিরুপায় দেখে উত্তরদিকের জঙ্গলে ঘেরা সীমান্তের তিরিশ মাইলের মধ্যে কাম্বোডিয়ার যে সমস্ত সামরিক ঘাঁটি ছিল সেগুলি থেকে সরকারি বাহিনীদের সরিয়ে আনা হয়েছে।

কিন্তু সরকারের তাতে বিশেষ সুরাহা তেমন হয় নি। দুর্ভেদ্য কমিউনিস্ট স্যাংচুয়ারিগুলি তার নাগালের বাইরে। অথচ, ওইগুলিই নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র ঘাঁটি।

সুতরাং উড়িয়ে দাও ওদের।

বোমারু বিমান পাঠানো হল ঝাঁকে ঝাঁকে। জঙ্গলের ওপরে উড়তে উড়তে কয়েক শ' টন বোমা ফেলে এল তারা। ভারি ভারি দূর পাল্লার মেসিনগান দিয়ে অদৃশ্য শত্রুদের ঘায়েল করার চেষ্টা হল।

কিন্তু কোথায় শত্রুর দল! অপারেশনের কাজ শেষ করে ব্যারাকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি যোদ্ধারের হালকা মেসিনগানের গুলির শব্দে চারপাশ কাঁপতে সুরু করল।

বিপদে পড়ল লন নল সরকার।

সরকারী সৈন্যবাহিনী এক প্যারেড করা ছাড়া সত্যিকার যুদ্ধ যে কোনদিন করেছে তেমন কোন সংবাদ কাম্বোডিয়ার আধুনিককালের ইতিহাসে নেই। অ্যামেরিকার সমরবিশারদেরা

তাদের তালিম দেওয়ার চেষ্টা কিছুদিন করেছিল বটে; কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার দোষেই হোক, বা শিক্ষা নেওয়ার অপারকতার জন্তেই হোক, তাতে তাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নি। তাছাড়া, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও কাম্বোডিয়ার মিলিটারি ব্যারাকে যে খুব বেশী ছিল একথাও অনেকেই স্বীকার করতে রাজি নয়। কাম্বোডিয়ায় সমরবাহিনী বড় জোর একটা পুলিস ফোর্স ছাড়া আর কিছু নয়। দাঙ্গাহাঙ্গমা বন্ধ করা ছাড়া যুদ্ধ করার মত শক্তি আর সাহস তাদের ছিল না।

এই বেতো অশ্বতরের ওপরে নির্ভর করেই লন লন-সিরিক-মাতক সরকার কাম্বোডিয়ার সত্যিকার দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে এসেছিল।

অবস্থাটা বুঝতে পেরেই, লন লন সরকার চিৎকার করে উঠলো: সাহায্য কর, সাহায্য কর।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম জিজ্ঞাসা করল: কী চাই তোমার? সৈন্য?

লন নল সরকার বলল: সৈন্য অনেক রয়েছে। চাই অস্ত্র।

থাইল্যানড অভয় দিয়ে বলল: কুচ পরোয়া নেই। আমাদের সীমান্ত আমরা ঠিক করে রেখেছি। ভিয়েতকঙরা একবার এদিকে এলে পিটিয়ে ছাতু করে দেব।

য়ুনাইটেড স্টেটস, ফ্রান্স আর ইন্দোনেশীয়ার কাছে বিপদ সঙ্কেত পাঠানো হল। অস্ত্র পাঠাও; সৈন্য আর রসদ চলাচলের গাড়ী পাঠাও; পাঠাও বোমারু বিমান।

মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্যে অ্যামেরিকা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাড়াটে সৈন্যদের ডেকে আনা হল কাম্বোডিয়ার ভেতরে।

সেই সঙ্গে আর একটি চাল চাললো লন নল সরকার। কাম্বোডিয়া থেকে রাজতন্ত্র বিলোপ করল; ঘোষণা করল কাম্বোডিয়াকে 'রিপাবলিক' বলে।

কিন্তু তাতেই কি বাঁচোয়া রয়েছে? যদি আবার নির্বাচন হয় তাহলে কাম্বোডিয়ার চাষীরা কি তাকে সমর্থন করবে?

আর ওই অ্যারিসটোক্র্যাটরা? তারা কি কাম্বোডিয়াকে রিপাবলিক বলে স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়োল মারবে?

ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে সমস্যাসঙ্কুল। এগোলেও বিপদ, পেছলেও বিপদ। তবু, অ্যারিসটোক্র্যাটদের চেয়ে চাষীদের সংখ্যা বেশী। সেদিক থেকে বিচার করলে কিছুটা সুবিধে সরকারের হ'তে পারে। সমাজতন্ত্রের টোপ ফেলে চাষীদের যদি গেঁথে তোলা যায় তো মন্দ কী! আগে শির, পরে ক্ষীর।

এদিকে বিদেশেই নরোদম সিহানুক অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করলেন।

চব্বিশে আর পঁচিশে এপ্রিল কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং কাম্পুচি জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সভাপতি সামদেচ নরোদম সিহানুকের উদ্যোগে সমদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ক'টি রাষ্ট্রের একটি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল লাওস, ভিয়েতনাম, আর চীনের সীমান্তে কোন একটি স্থানে।

ইন্দোচীনের তিনটি দেশ থেকে চারটি প্রতিনিধি দল এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সিহানুকের নেতৃত্বে কাম্বোডিয়ার সাত জন প্রতিনিধি এসেছিলেন; যোগ দিয়েছিলেন লাও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের সভাপতি সুফানুভঙের নেতৃত্বে লাওসের পাঁচজন প্রতিনিধি; এলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সভাপতি ও বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নগুয়েন হু থো'র নেতৃত্বে ছ'জন প্রতিনিধি; গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দঙের নেতৃত্বে পাঁচজন প্রতিনিধি। সম্মেলনের শেষে যে যুক্তবিবৃতিটি প্রচারিত হয়েছে তাতে সই করেছেন চারটি দলের নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে ফাম ভান দঙ, নরোদম সিহানুক, সুফানুভঙ,

আর ন্‌গুয়েন হু থো। সেই যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ অনুবাদ আমি নিচে রাখলাম। ত্রিশক্তি শীর্ষসম্মেলনের উদ্দেশ্য কী, তার গতি, প্রকৃতি, আর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাই বা কী ভাবে নির্ধারিত হবে সেগুলির কিছুটা ইঙ্গিত এই ঘোষণার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে :

'সম্মেলনের মতামত বিনিময় হয়েছে এবং ইন্দো-চীনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে এবং অভিন্ন শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ-কারীদের ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে তিনটি ইন্দো-চীন জাতির সংগ্রাম সম্বন্ধে সম্মেলন ঐক্যমতে পৌঁছেছে।

'ইন্দোচীন উপদ্বীপে একত্রে বসবাসকারী কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের তিনটি জাতি কালজয়ী মৈত্রীবন্ধনে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। ফরাসী উপনিবেশবাদীদের ও মার্কিন হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে বহু বৎসরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর এই তিন জাতি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অর্জন করেছে। এই জাতীয় অধিকারসমূহ ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি দ্বারা স্বীকৃত ও সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

'বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে গত পনেরো বৎসর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীন দেশগুলিকে নয়া উপনিবেশে ও সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার চক্রান্ত করে আসছে; তাদের এই চক্রান্তের লক্ষ্য হলো ইন্দোচীনের জাতিগুলিকে শোষণ করা, ইন্দোচীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করা এবং এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ও অন্য স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করা। তারা কাম্বোডিয়ান, লাওসীয় ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতিগুলির স্বাধীনতা, শান্তি ও নিরপেক্ষতার আকাংখাকে উদ্ধত-ভাবে পদদলিত করেছে, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরপেক্ষতাকে জঘন্যভাবে লঙ্ঘন করেছে, ইন্দোচীন সম্পর্কে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি ও লাওস সম্পর্কে ১৯৬২

সালের জেনেভা চুক্তি পরিকল্পিতভাবে বানচাল করেছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করেছে। ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে তারা বর্বরতম "স্থানীয় যুদ্ধ" চালিয়ে যাচ্ছে, লাওসীয় জনগণের বিরুদ্ধে তারা হিংস্র "বিশেষ যুদ্ধ" চালিয়ে যাচ্ছে এবং কাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে ঘেরাও, প্ররোচনা ও অন্তর্ঘাতের দূরভিসন্ধিপূর্ণ ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীন উপ-দ্বীপের উপর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের পাপাচার করে চলেছে।

'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে আসল নয়া ফ্যাসিবাদ, আন্তর্জাতিক সামরিক পুলিস ব্যবস্থা এবং ইন্দোচীনের জাতিগুলির ও মানবজাতির সব চেয়ে নির্মম ও সব চেয়ে হিংস্র শত্রু। অভিন্ন শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হয়ে ইন্দোচীনের জনগণ তাঁদের পবিত্র জাতীয় অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন।

'তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান সামদেচ নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে খ্মার জাতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘেরাও, প্ররোচনা ও অন্তর্ঘাতী কার্যের অপচেষ্টা ব্যর্থ করেছে এবং লাওস ও কাম্বোডিয়া সহ দক্ষিণ ভিয়েত-নাম থেকে থাইল্যাণ্ড পর্যন্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সাহায্য করেছে। গত পনেরো বৎসর ধরে খ্মার জাতি এক স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়া টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এক স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তুলতে ও তাঁদের বিকাশমান জাতীয় সংস্কৃতি উন্নত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ার মর্যাদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

'মাননীয় প্রিন্স সুফানুভঙের কর্তৃত্বে পরিচালিত লাও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে লাও জনগণ মার্কিন "বিশেষ যুদ্ধ" ও মার্কিন অনুচর-দের ইঁদুরে আক্রমণগুলি পরাজিত করছে এবং ধীরগতিতে ক্রম—

প্রসারমান এক মুক্ত এলাকা গঠন করেছে। তাঁরা ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তিকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন আক্রমণকারীদের ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ কঠোর এক সংগ্রাম শুরু করেছেন: মার্কিন অনুচরেরা ভুয়া স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে লাও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু লাওসের জনগণ সত্যিকারের শান্তিপূর্ণ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী এক লাওস গড়ে তোলবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন।

'জাতীয় মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মহান নেতা হো-চি মিনের পবিত্র আবেদনে সাড়া দিয়ে ভিয়েতনামী জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্ত করার, উত্তর ভিয়েতনাম রক্ষা করার ও পিতৃভূমির শান্তিপূর্ণ পুনর্মিলনের সংগ্রামে বিরাট ভাবে জয়লাভ করেছেন। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের গৌরবময় পতাকার নীচে সমবেত হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুচরদের দ্বারা শুরু-করা "বিশেষ যুদ্ধ" ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং চরম জঘন্য "স্থানীয় যুদ্ধ' পরাজিত করেছেন। পিতৃভূমি ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ উত্তরাংশের জনগণ একদিকে মার্কিন ধ্বংস যুদ্ধ পরাজিত করেছেন এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ সফলভাবে অনুসরণ করছেন ও বীর "মহান ফ্রন্টের" মহান পশ্চাদ্‌ভূমির দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছেন।

'ইন্দোচীনের তিনটি জাতির চমৎকার বিজয়সমূহ সাম্রাজ্যবাদের সেরা পাণ্ডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পৃথিবীর জনগণের বিপুল বিপদ সৃষ্টিকারী মানবজাতির হিংস্রতম শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। এই বিজয়সমূহ দেখিয়ে দিয়েছে যে, সকল প্রকারের বর্বর শক্তি নিয়েও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ঐক্যবদ্ধ একটি জাতির জীবনের পবিত্র অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তখন তারা পরাজিত হয়েছে, কারণ এই জাতি স্বাধীনতা, মুক্তি ও পিতৃভূমি

রক্ষার যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বাধীনতা ও শান্তির জন্য পৃথিবীর জনগণের সংগ্রামের পক্ষে এই বিজয়সমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং বিরাট প্রেরণা।

'অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চ গৌরবময় এই বিজয়সমূহ একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের এবং ইন্দোচীনের তিনটি জাতির অপরাজেয় সংগ্রামের অভিব্যক্তিরই জয়; এর প্রত্যেকটি জাতিরই বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস এবং সহস্রাধিক বৎসরের সমুজ্জ্বল সভ্যতা রয়েছে। কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ যে সকল ন্যায্য ও সুস্পষ্ট কর্মনীতি তুলে ধরেছেন, এ-সব হচ্ছে সেই সব কর্মনীতিরই বিজয়। এ-সকল হচ্ছে তিনটি জাতির মৈত্রীবন্ধনের ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুত্বের ও সক্রিয় সংহতিরই বিজয়, সকল প্রকারের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং দিনে দিনে সুসংহত ও শক্তি সম্পন্ন বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বেরই বিজয়। এই ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুত্ব ও সক্রিয় সংহতি শক্তিশালী ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে ইন্দোচীনের জাতিগুলির ১৯৬৫ সালের সম্মেলনের এবং ইন্দোচীনের জাতিগুলির বর্তমান শীর্ষ সম্মেলনের বিরাট অবদান রয়েছে। ইন্দোচীনের তিনটি জাতির এই বিজয় পৃথিবীর জনগণ তাদের ন্যায়ের সংগ্রামে যে সহানুভূতি ও ব্যাপক, জোরালো সমর্থন জ্ঞাপন করেছে তারও বিজয়।

'প্রচণ্ড পরাজয় বরণ সত্বেও মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও উদ্ধত ভাবে তাদের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইন্দোচীনের জাতিগুলির বিরুদ্ধে পাপাচারের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্র পরিহার করে নি। নিকসন গদিতে আসীন হবার পর মার্কিন সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাকিন সামরিক আধিপত্য স্থায়ী করার এবং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধকে 'ভিয়েতনামী করণের" সকল রকমের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন সরকার লাওসে "বিশেষ যুদ্ধ" তীব্রতর করেছে এবং লাওসের জারস্ ঝিয়েঙ খোয়াঙ এলাকায় ও মুক্ত অঞ্চলের

অন্যান্য স্থানে ইঁদুরে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ; এ সব স্থানে মার্কিন সরকার বিরাট সংখ্যক ভাড়াটে থাই সৈন্য ব্যবহার করছে। মার্কিন অর্থপুষ্ট লন নল-সিরিক মাতক চক্রকে দিয়ে খ্মার জাতির বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রপ্রধান সামদেচ নরোদম সিহানুকের কর্মনীতির বিরুদ্ধে ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে ; সিহানুকের কর্মনীতির মূলতঃ লক্ষ্য হচ্ছে, কাম্বোডিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা এবং ইন্দোচীনের জাতিগুলির মধ্যে সংহতি ও বন্ধুত্ব শক্তিশালী করা। গত ২০শে এপ্রিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন শান্তি সম্পর্কে প্রতারণামূলক অভিযোগের ধুয়া তুলে, সৈন্য প্রত্যাহার সম্বন্ধে শঠতামূলক কৌশল অবলম্বন করে এবং একই সময়ে ইন্দোচীনের তিনটি জাতির দেশপ্রেমিক সংগ্রামকে জঘন্য ভাবে বিকৃত ক'রে পুনরায় চরম দম্ভ প্রকাশ করেছেন। এই সব বস্তাপচা অভিযোগ এবং শঠতাপূর্ণ কৌশল কাম্বোডিয়ান, ভিয়েতনামী ও লাও জনগণের সংহতি শক্তিশালী করার এবং চূড়ান্ত বিজয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম তীব্রতর করার লৌহদৃঢ় ইচ্ছাকে নিশ্চয়ই এতটুকুও টলাতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর জনমত "যুদ্ধকে ভিয়েতনামী করণের" ও সমগ্র ইন্দোচীনে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তৃত করার নিকসনের নীতিকে তীব্রভাবে নিন্দা করছে এবং দাবি করছে যে, ভিয়েতনাম থেকে সকল মার্কিন সৈন্যবাহিনী নিকসন সরকার দ্রুত প্রত্যাহার করুক এবং ইন্দোচীনের দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের অবসান করুক ; নিকসনের অভিযোগ ও শঠতাপূর্ণ কৌশল এই জনমতকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এটা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ যে, বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীনে যুদ্ধস্থায়ী ও বিস্তৃত করার জন্য যে কোনো উপায় খুঁজছে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ও পৃথিবীতে শান্তি গুরুতর ভাবে বিপন্ন করছে। মার্কিন যুদ্ধবাজদের চক্রান্ত ও কার্যকলাপ দৃঢ় হস্তে স্তব্ধ করা ও চূর্ণ করাই বর্তমান সময়ের জরুরী দাবিতে পরিণত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইন্দোচীনের জাতিগুলির শীর্ষ সম্মেলন তিনটি জাতির জনগণের প্রতি আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে : সংহতি শক্তিশালী করুন, বীরত্বপূর্ণ কঠোর যুদ্ধ চালিয়ে যান, সকল প্রকারের কৃচ্ছ্রতা অতিক্রম করুন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার অনুচরদের পরাজিত করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সকল প্রকারের আত্মত্যাগ বরণ করুন, নিজেদের পবিত্র জাতীয় অধিকার রক্ষা করুন, ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তির মৌলিক নীতিসমূহ রক্ষা করুন। তিনটি জাতির আশা-আকাঙ্খা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পৃথিবীর শান্তির স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করে ইন্দোচীনকে সত্যিকারের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করার জন্য এই সকল কর্তব্য পালন করুন।

"কাম্বোডিয়ান, লাও ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরা জানিয়ে দেন যে, তাদের লড়াইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, শান্তি, নিরপেক্ষতা, তাদের দেশের ভূমিতে বিদেশী সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করতে বা সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া, কোনো সামরিক জোটে অংশ গ্রহণ না করা, অন্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্রকে তাদের অঞ্চল ব্যবহার করতে না দেওয়া। ১৯৫৪ সালের ও ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তির মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে এবং পৃথিবীর এই অংশের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাম্বোডিয়া, লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের এই সব হচ্ছে গভীর আশা-আকাঙ্খা। গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের জনগণ এই সকল ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার পূর্ণ মর্যাদা দেয় এবং এই সকল উচ্চ লক্ষ্যের জন্য তাদের সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

কাম্বোডিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্মেলন বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। রাষ্ট্রপ্রধান সামদেচ নরোদম সিহানুকের আবেদনে সাড়া দিয়ে খ্মার জাতির লোকেরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছে, সম্মেলন তার প্রতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন জ্ঞাপন করছে। খ্মার জাতির জনগণ সমগ্র দেশে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে ও অনান্য কায়দায় তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে; সামরিক অভ্যুত্থানের পাণ্ডা লন নল-সিরিকমাতক চক্রকে উচ্ছেদ করতে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুক ১৯৭০ সালের ২৩শে মার্চ যে পাঁচ দফা ঘোষণা প্রচার করেছেন, সম্মেলন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। মার্কিন আক্রমণকারীদের হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনকে ঢাকা দেবার জন্য লন নল-সিরিকমাতক বর্ণবিদ্বেষী ফ্যাসিস্ট চক্র আত্মরক্ষাব্যবস্থাহীন কাম্বোডিয়ান, ভিয়েতনামী ও চীনের বেসামরিক নাগরিকদের উপর যে গণহত্যা চালিয়েছে, সম্মেলন তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে তার নিন্দা করছে। লননল-সিরিকমাতক প্রতিক্রিয়াশীলদের বে-আইনী ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য এবং কাম্বোডিয়ায় হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার অনুচরেরা ও অন্য এশিয় প্রতিক্রিয়াশীলরা জাতিসংঘকে বা অন্য কোনো সংস্থাকে কিংবা অন্য কোন আন্তর্জাতিক বা এশিয় সম্মেলনকে অপব্যবহারের যে চেষ্টা চালাচ্ছে, এই সম্মেলন তীব্রভাবে তার নিন্দা করছে। সম্মেলন গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, স্বাধীন শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ার জন্য খ্মার জাতির সংগ্রাম গৌরবময় বিজয়ের মধ্য দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হবে।

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে লাও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে লাও জনগণ যে সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম করছে, সম্মেলন তার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে। লাও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৭০ সালের ৬ই মার্চ যে পাঁচ দফা বিবৃতি দিয়েছেন, সম্মেলন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবশ্যই আক্রমণ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে. লাও অঞ্চলে সকল বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে হবে,

লাওস থেকে সকল মার্কিন সৈন্য ও তাঁবেদার থাই সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে এবং লাওসের ব্যাপার লাও জনগণকে মীমাংসা করতে দিতে হবে।

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের ও তাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণ যে দীর্ঘ-কঠোর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, এই সম্মেলন তার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাচ্ছে এবং জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকারের দশ দফা সামগ্রিক মীমাংসা প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবশ্যই মার্কিন সৈন্যদের ও মার্কিন শিবিরের অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সৈন্যদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণভাবে ও বিনাশর্তে প্রত্যাহার করতে হবে এবং ভিয়েতনামের জনগণকে তাদের নিজেদের ব্যাপার বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে দিতে হবে।

"নিকসন নীতি" কার্যকরী করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শয়তানি চক্রান্ত হচ্ছে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এশিয়াবাসীদের ব্যবহার করা, বিভেদ ছড়িয়ে দেওয়া এবং কাম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামের তিন জাতির লোকদের মধ্যে জাতিদম্ভমূলক ঘৃণা চাঙা ক'রে তোলা; এই মার্কিন চক্রান্তের সম্মুখীন হয়ে সম্মেলন তিনটি জাতির লোকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের সতর্কতা আরও শক্তিশালী করেন, অভিন্ন শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তিনটি দেশের মার্কিন পদলেহীদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ তীব্রতর করে তোলেন এবং চূড়ান্ত বিজয়লাভ না-ঘটা পর্যন্ত সেই যুদ্ধ চালিয়ে যান।

"প্রত্যেক দেশের মুক্তি ও আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশের জনগণেরই কাজ—এই নীতি সম্মুখে রেখেই বিভিন্ন পক্ষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছেন যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে ও

পারস্পরিক প্রতিদানই সমর্থনের জন্য তারা যথাসাধ্য সব কিছুই করবেন।

"পক্ষগুলি দৃঢ়ভাবে এই অভিমত সমর্থন করেন যে, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে পারস্পরিক সমর্থনে এবং প্রত্যেক দেশের নিজের পন্থা অনুসারে দেশ গঠনের কাজে স্থায়ী ভবিষ্যৎ সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্মুখে রেখে তাঁরা তিনটি দেশের ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্ব সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করবেন এবং আরও উন্নত করবেন। তিনটি দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পক্ষগুলি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল নীতি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে পালন করবেন; এই নীতিগুলি হচ্ছে: সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক মর্যাদা দান; অনাক্রমণ; প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি মর্যাদা দান ও অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; সমমর্যাদা ও পারস্পরিক উপকার সাধন; শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। পক্ষগুলি ইন্দোচীন প্রশ্নে ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তির মৌলিক নীতিগুলির প্রতি মর্যাদা দেন, বর্তমান সীমানা-সম্বলিত কাম্বোডিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতা স্বীকার করেন ও তার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং লাওস প্রশ্নে ১৯৬২ সালের জেনেভা চুক্তির প্রতি মর্যাদা দেন। পক্ষগুলি স্বীকার করেন যে, তিনটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেই সমস্যা পারস্পরিক মর্যাদা দান, পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাবের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে।

"পক্ষগুলি ঐক্যমত হয়েছেন যে, যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের জন্য শীর্ষ নেতাদের পর্যায়ে কিংবা কর্তৃত্বশীল প্রতিনিধিদের পর্যায়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

'পৃথিবীর জনগণ যে মূল্যবান সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন

করেছেন, তার জন্য ইন্দোচীনের জাতিগুলির শীর্ষ সম্মেলন আন্তরিক ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের জনগণ ও সরকারগুলির প্রতি, পৃথিবীর শান্তি ও ন্যায়ের অনুরাগী দেশগুলির প্রতি ও অ্যামেরিকান জনগণের প্রতি এই সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে যে, তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করুন, এই আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের অবিলম্বে অবসান দাবি করুন এবং চূড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত ইন্দো-চীনের তিনটি জাতির ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থন জ্ঞাপন করুন।

'আগ্রাসী ও যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এবং সকল প্রকারের উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনগণ শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে-সংগ্রাম করছে, তার প্রতি; স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য এশিয়ান, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকান জাতিগুলি যে সংগ্রাম করছে, তার প্রতি; চীনের গণপ্রজাতন্ত্রের অচ্ছেদ্য অঞ্চল তাইওয়ান পুনরুদ্ধারের জন্য চীনের জনগণ যে-সংগ্রাম করছে, তার প্রতি; দেশের দক্ষিণাংশ মুক্ত করা ও কোরিয়াকে পুনর্মিলিত করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনগণ যে-সংগ্রাম করছে, তার প্রতি; আরব জনগণ তাদের মৌলিক জাতীয় অধিকারের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থপুষ্ট ইসরাইলী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম করছে, তার প্রতি; আগ্রাসন-যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রকৃত স্বার্থের সপক্ষে আমেরিকান জনগণ যে সংগ্রাম করছে, তার প্রতি এই সম্মেলন পূর্ণ সমর্থন জানায়।

'সম্মেলন বিবেচনা করে যে, জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্দোচীনের জাতিগুলির

নিকট বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি অনুকূল। বর্তমানের মতো পূর্বে আর কখনও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা এতগুলি পরাজয় ও বিপদের সম্মুখীন হয় নি এবং এত শোচনীয়ভাবে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয় নি। ইন্দোচীনের জাতিগুলি ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছে; তাদের সঠিক কর্মনীতি ও অবিচল আস্থা আছে; তারা অবিচ্ছেদ্য সংহতি গড়ে তুলেছে; অধিকন্তু, পূর্বে কখনো যা ছিল না, এখন তাদের বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য আছে এবং পৃথিবীর জনগণের ব্যাপক সহানুভূতি ও সমর্থন তারা পাচ্ছে। সম্মেলন দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জানাচ্ছে যে, ইন্দোচীনের তিনটি জাতি তাদের চমকপ্রদ বিজয়ের পথে উদ্যোগ গ্রহণ ও অভিযান চালাবার জন্য যে অবস্থা রয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে, অবিচলিত ভাবে এগিয়ে যাবে, সকল ফ্রণ্টেই যুদ্ধকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবে এবং সফলভাবেই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে।

ইতিমধ্যে ইন্দোনেশীয়ার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ আদম মালেক বেরিয়ে এসে বললেন: ওসব ঝুট ঝামেলার দরকার কী বাপু? এস, আমরা সবাই মিলে তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি।

তারিখটা হল পঁচিশে এপ্রিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের চাপে পড়ে লন নল চক্রের সামরিক সরকার তখন নড়বড় করতে সুরু করেছে। উত্তর লাওস, উত্তর ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়ার মুক্তিযোদ্ধা, আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার—এদের আক্রমণে কাম্বোডিয়ার সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত গোটা কাম্বোডিয়াই যদি সিহানুকের হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে তার ধাক্কা সামলাতে ইন্দোনেশীয়াকেও বেগ পেতে হবে। এতে মেহনদে প্রায় ছ' লাখ কমিউনিস্ট নিধন করে ইন্দোনেশীয়া যে 'স্বাধীনতা' পেয়েছে সেই স্বাধীনতাও

যে অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যস্ত হবে না এমন কথা জোর করে বলা চলে না।

সুতরাং লন নল সরকারের অবস্থাটা হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগে যুদ্ধ বন্ধ করার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

সে ব্যবস্থাটা হল রেফারেনডাম।

এরই আর এক নাম বেসামরিক ক্যু। অর্থাৎ, যে যেখানে রয়েছ থেকে যাও। দেশের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনো; তারপরে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করে নাও তোমরা লন নলকে চাও, না, সিহানুককে চাও!

অর্থাৎ আবার একটি জেনিভা কনফারেন্স ডাকতে হবে।

এশীয় আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উনিশটি দেশকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ পাঠানো হল। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষ, লাওস, নেপাল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, মালয়েশীয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, অষ্ট্রেলিয়া, কমিউনিস্ট চায়না, কাম্বোডিয়া, সিলোন, আর বার্মা।

কমিউনিস্ট চায়না এই সম্মেলনে যোগ দেবে কি না সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিৎ নন। সোভিয়েত রাশিয়া তো প্রস্তাবটা শুনেই জানিয়ে দিল ওরকম সম্মেলন অর্থহীন। ওতে কোন কাজ হবে না; সুতরাং তার কোন প্রতিনিধি এতে যোগ দেবেন না। কারণ, এ ধরণের সম্মেলন অ্যামেরিকার পরিকল্পিত আক্রমণকেই সাহায্য করবে; অনাবশ্যক কিছুটা দম ফেলার সুযোগ পাবে লন নল সরকার।

এশীয় সম্মেলন থেকে এদুটি দেশই যদি বাদ চলে যায় তাহলে কী হবে?—কয়েকজন প্রশ্ন করেছিল তাঁকে।

সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন: হবে তাদেরই ক্ষতি।

দক্ষিণ কোরিয়া স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে: চীন আর

উত্তর কোরিয়া যদি সম্মেলনে যোগ দেয় তাহলে আমরা নেই।

চীন বলল: অ্যামেরিকার প্ররোচনায় যে সম্মেলন বসতে যাচ্ছে তার কোন কার্যকারীতা রয়েছে বলে আমরা মনে করিনে।

সঙ্গে সঙ্গে নিউ চায়না এজেন্সী থেকে সরকারী সংবাদ উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, অ্যামেরিকার আগ্রাসী আক্রমণ আর বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী লন নল সরকারের সামরিক জুনটার বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাম্বোডিয়ার জনগণ যে মরণপণ করে যুদ্ধ করছেন তাঁদের প্রতি তার সম্পুর্ণ সহানুভূতি রয়েছে।

সেই বক্তব্যটিতে আরও বলা হল যে, জাতিসংঘ বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ইড-এস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউ-এস-এ আর তার তাঁবেদারদের সঙ্গে কাম্বোডিয়ার জনসাধারণ যে মুক্তিসংগ্রাম চালাচ্ছেন সেই সংগ্রামকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। চীনের জনসরকার তার বিরোধিতা করে।

লন নলের বন্ধুরাষ্ট্রগুলিও চুপচাপ বসে নেই। তারাও সিহানুকের সম্বন্ধে নানান "তথ্য" প্রকাশ করে দিল।

সিডনীর একটি সংবাদে প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ার বহির্বিভাগীয় মন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম ম্যাকমোহন নাকি বলেছেন প্রিন্স নরোদম সিহানুক বর্তমানে কমিউনিস্ট চায়নার হাতে বন্দী। কারণ, কাম্বোডিয়ার এই নেতার গতিবিধি রহস্যময়।

'আপনারা কখনও শুনতে পাবেন তিনি হ্যানয়ে রয়েছেন, কখনও শুনতে পাবেন তিনি রয়েছেন পিকিং-এ। আবার কখনও-কখনও শোনা যাবে তিনি কমিউনিস্ট চীনের অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

কোন একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: আপনার কি বিশ্বাস প্রিন্স নরোদম সিহানুক নিজের ইচ্ছেয় কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারছেন না?

উত্তর এলো : সে ক্ষমতা বর্তমানে তাঁর নেই।

ইতিমধ্যে কূটনীতির ক্ষেত্রেও হঠে আসছে লন নল সরকার। তানজানিয়াতে যে "নন-অ্যালাইণ্ড প্রিপেরটরী কমিটির" সম্মেলন বসেছিল সেখানে তার কোন সদস্যকে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। ব্রিটেন আর কিছুটা ফ্রান্স ছাড়া জেনিভা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত আর কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক কনট্রোল কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করতে বা ওই ধরণের নতুন কোন সম্মেলন ডাকতে রাজি নয়।

এমন কি ইউ-এস পররাষ্ট্র দপ্তরও বেশ কিছুটা অসুবিধের মধ্যে পড়ল। কংগ্রেসকে না জানিয়ে ইউ-এস যে লাওসের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ার পরে লন নল সরকারকে সোজাসুজি অস্ত্র পাঠাতে পেনটাগনও কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। কাম্বোডিয়ার নাগরিক ভিয়েত-নামীদের পাইকিরি দরে হত্যা করার সংবাদে সারা পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এমনকি, সায়গনে অজস্র বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের চাপে পড়ে সায়গনের তাঁবেদার সরকারও নম-পেনে মৃদু প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি প্রস্তাবও নাকি পাঠানো হয়েছে লন নল সরকারের কাছে। তাতে বলা হয়েছে, কাম্বোডিয়ার সরকার যদি মনে করে তাহলে সায়গন কাম্বোডিয়া থেকে সমস্ত ভিয়েতনামীদের সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। ছ'লাখ উদ্বাস্তুদের স্থান আর আহার দেওয়ার মত সংস্থান (!) দক্ষিণ ভিয়েতনামের রয়েছে।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার তাতে বাধা দিয়ে বলেছে : ওসব ধাপ্পায় আপনারা ভুলবেন না। যে যার ঘাঁটি আগলিয়ে থেকে লন নল সরকারের বর্বর আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করুন।

ভিয়েতনামের যুবসংঘ সারা বিশ্বের যুবসংঘের কাছে লন নল

সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে অনুরোধ করেছে। প্রিন্স নরোদম সিহানুক বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তারা যেন ফ্যাসীবাদী লন নল সরকারকে স্বীকার না করে।

সিহানুকের অনুরোধ ব্যর্থ হয় নি একেবারে। য়ুনাইটেড স্টেটস, ইন্দোনেশীয়া, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়া আর কোন রাষ্ট্র লন নল সরকারকে স্বীকার করে নেয় নি।

অথচ সিহানুকের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছে রাশিয়া, চায়না, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, সিরিয়া, রুমানিয়া, সুদান, য়ুনাইটেড আরব রিপাবলিক, আফ্রিকার ব্রাজা-কঙ্গো আর মরিতানিয়া।

ইতিমধ্যে নম-পেনের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ালো।

উনত্রিশে মার্চ নম-পেনের একটি সরকারি সংবাদে জানানো হল: "ভিয়েতকঙ বাহিনী কাম্বোডিয়ার সরকারী সেনাদের ওপরে আক্রমণ চালিয়ে রাজধানী নম-পেনের চুয়ান্ন কিলোমিটারের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভিয়েতকঙদের সর্বশেষ আক্রমণের ফলে রাজধানীর পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে "

নম-পেনের অবস্থা সঙ্কটজনক সেকথা হয়ত সত্যি; কিন্তু পঙ্গপালের মত এত ভিয়েতকঙ দস্যু এলো কোথা থেকে?

কোন একটি অ্যামেরিকান সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নম-পেনের উচ্চপদস্থ একটি সামরিক অফিসারকে প্রশ্নটি করেছিলেন।

উত্তর এসেছিল অফিসারটির কাছ থেকে: ওরা ভিয়েতকঙ ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রতিনিধি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন: আমি তো যুদ্ধের নানা ফ্রণ্টেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। দু'দশটা পরামর্শদাতা ছাড়া কোথাও তো আমি ভিয়েতকঙ বাহিনী দেখিনি।

সেই এক উত্তর : ওরা ভিয়েতকঙ ছাড়া অন্য কেউ নয়।

তাহলে কি ওরা নিজেদের দেশকে অ্যামেরিকার হাতে তুলে দিয়ে কাম্বোডিয়া জয় করতে বেরিয়েছে।

প্রশ্নটা ব্যঙ্গাত্মক হলেও, সামরিক অফিসারটি তার কোন জবাব দিতে পারেনি।

যাই হোক, ওইদিনের সংবাদ উদ্ধৃত করেই লন নল সরকারের অবস্থাটা কী তা বোঝার একটু চেষ্টা করা যাক :

ভিয়েতকঙ সেনারা গতকাল মেকং নদীর ধারে নিয়াক লুয়ং শহরে হাজির হয়েছে। সহরটি নম-পেন থেকে চুয়ান্ন কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

বিবৃতিতে আরও প্রকাশ যে প্রে ভ্যাঙ, কামপোট, আর টাকেও—এই তিনটি প্রদেশ সহ কয়েকটি অঞ্চলে ভিয়েতকঙ আর সরকারী সৈন্যদলের মধ্যে তুমুল লড়াই চলেছে।

এতে আরও বলা হয়েছে -ভিয়েতকঙরা বেপরোয়াভাবে কাম্বোডিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করার ফলে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে নম-পেনে সব বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে নতুন সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রী নম-পেনের কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেন।'

আরও রয়েছে।

"নম-পেন বেতারের খবরে জানা যায়—তিন হাজার ভিয়েতকঙ সীমান্তের সাত কিলোমিটার ভিতরের একটি গ্রাম দখল করে নিয়েছে। গত আট চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কাম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম সীমান্তে অবস্থিত তিনটি প্রদেশের সরকারী সেনাবাহিনীর কয়েকটি ঘাঁটির ওপরেও আক্রমণ প্রবলবেগে তারা চালিয়েছে।

সামাল-সামাল রব! লন নলের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ল কিনা কে জানে। সেদিন তিনি স্বাধীন নিরপেক্ষ কাম্বোডিয়ার সেনা নিয়ে অ্যামেরিকান দালাল চক্রান্তকারী দাপ চৌয়ানকে গ্রেপতার করার জন্যে সিয়েম রীপে গিয়েছিলেন। দাপ চৌয়ানের কী পরিণতি হয়েছিল তা তিনি জানেন।

তারপরে মেকং নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। নরোদম সিহানুক কাম্বোডিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ঢেলে সাজানোর জন্যে অ্যামেরিকার সাহায্য নিয়েছিলেন। সেই সুযোগে সি-আই-এ কাম্বোডিয়ার সৈন্যবাহিনীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এমন কি সেনাবাহিনীর মাইনেপত্রও তারই হাত দিয়ে গিয়েছে। লন নলকে নতুন মানুষ করে তুলেছে সি-আই-এ।

নিউইয়র্ক টাইমসের মন্তব্য : It General Lon appears to be much ilke General Suharto, who came to power after the downfall of President Sukarno.

ব্রিটিশ সাপ্তাহিক গার্ডিয়েন চব্বিশে মার্চের সংখ্যায় লিখেছে........ both Lon Nol and Sirik Matak, the Vice-Premier—the men behind the Coup—were staunch pro-Americans.

লন নলও তা জানতেন। তিনি জানতেন যে একটি কাঁচের ঘরে তিনি বাস করছেন ; এবং সেটি হচ্ছে "Made in U. S. A,"।

সেইজন্যে একটি বিরাট হেলিকপ্টার সব সময়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর জন্যে। নম-পেন যদি ভিয়েতকঙদের হাতেই পড়ে তাহলে আর কীসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করবেন !

নম-পেন থেকে সায়গন—মাত্র একশ সাতাশ মাইল দূর !

কিন্তু এখনও সে সময় আসে নি।

বরাভয় হস্ত প্রসারিত করে প্রেসিডেন্ট নিকসন এসে দাঁড়ালেন টেলিভিশনে।

নয়

পয়লা মে গভীর রাত্রিতে অ্যামেরিকার হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেনট নিকসনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'we will not allow American men by the thousands to be killed by an enemy from priviledged sanctuaries. Any Government that chooses to use these actions as a pretext for harming relation with the United States will be doing so on its own responsibility and on its own initiative, and we will draw the appropriate conclusions'.

চমকে উঠলো সবাই। তবে যে মাত্র তিন সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভিয়েতনাম থেকে আরও দেড় হাজার অ্যামেরিকান সৈন্য তিনি সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছেন।

ঠিক কথা; 'আনছেন" ব'লে কোন কথা দেন নি তিনি। বলেছেন, "আনার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তার জন্যে তিনি সময় নিয়েছিলেন আগামী বারটি মাস। সেই বার মাসের মধ্যে অবস্থার যদি উন্নতি হয় তাহলেই অ্যামেরিকান সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার কথা তিনি ভাববেন।

অর্থাৎ, সবটাই নির্ভর করছে ভিয়েতকঙদের ওপরে। ভিয়েতকঙরা যদি সুবোধ বালকের মত মার খেয়ে হজম করে, মারের বদলা মার না দেয় তাহলেই তিনি পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারবেন। নচেৎ নয়।

দুর্জন ব্যক্তিরা বলে : চতুরালি, তোমার ছলের শেষ নেই।

আসলে তুমি ইন্দোচীনকে ধ্বংস করার জন্যে ছুতো খুঁজছিলে। তাই তোমার ডান হাত সি-আই-এ নম-পেনে চেলা লন নলকে বসিয়েছে; আর সেইজন্যে নিরপেক্ষ নীতির ধারক আর বাহক ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত অহিংস লন নল কাম্বোডিয়ার অধিবাসী হাজার-হাজার নিরপরাধ ভিয়েতনামীদের হত্যা করেছেন।

করছেন, বেশ করছেন। দেশের নিরাপত্তার জন্যে হিটলারও ইহুদিদের হত্যা করেছিলেন। তাই বলে, ভিয়েতকঙরা তার বদলা নেবে আন্তর্জাতিক কোন্ নীতিতে?

এতক্ষণে নিকসনের মনের কথাটা বোঝা গেল। সেইজন্যেই তিনি কাম্বোডিয়া আক্রমণ করলেন।

না। তিনি কাম্বোডিয়া আক্রমণ করবেন কেন? কাম্বোডিয়া আক্রমণ করেছে ভিয়েতকঙরা। তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই কাম্বোডিয়াতে তিনি অ্যামেরিকান সৈন্যদের পাঠিয়েছেন; তাও লন নল সরকারের অনুরোধে। লন নল সরকার বড়ই বিপদগ্রস্ত। বিপদের দিনে বন্ধুকে বন্ধু না দেখিলে কে দেখিবে?

নিকসনের সমর্থকেরা বলে: প্রেসিডেন্ট নিকসন কাম্বোডিয়া আক্রমণ করেন নি। কাম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভিয়েতকঙদের যে ঘাঁটি ছিল সেইগুলি থেকে ভিয়েতকঙ দস্যুদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই তিনি অস্ত্র ধরেছেন। ওই ঘাঁটিগুলি থেকে ভিয়েতকঙরা সরে গেলেই অ্যামেরিকান সৈন্যেরা আবার দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফিরে আসবে। মাত্র ছ' থেকে আট সপ্তাহের ব্যাপার। তা ছাড়া আক্রমণটা তিনি হঠাৎ করেন নি; অনেক ভেবেচিন্তেই করেছেন।

তাঁর ভাবনাচিন্তাটা কী ধরণের গভীর তার কিছুটা জানতে গেলে এপ্রিল মাসের শেষ ক'টা দিন ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যে সমস্ত নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; আর বুঝতে হবে কাম্বোডিয়া আক্রমণ করা সারা

ইন্দোচীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যামেরিকার কাছে কতটা প্রয়োজনীয় ছিল।

অ্যামেরিকার সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ভিয়েতনামকে নিয়ে। "ভিয়েতনামের যুদ্ধকে ফ্রন্টহীন যুদ্ধ বলা হয়। তবু দীর্ঘ পাঁচটি বছর ধরে অ্যামেরিকান সৈন্যদের আপাতদৃষ্টিতে একটি মাত্র দুর্ভেদ্য ব্যূহের কাছে বারবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সেটি হচ্ছে কাম্বোডিয়া আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের বাঁকাচোরা ছ'শ মাইল দীর্ঘ সীমান্তরেখা। যদিও এই দীর্ঘ অঞ্চলে উত্তর ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকঙদের কম করে পাঁচটি গোপন ঘাঁটি রয়েছে, তবু নিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাম্বোডিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে অ্যামেরিকা তাদের ধ্বংস করার জন্যে কাম্বোডিয়ার ভেতর যেতে চাইতো না অ্যামেরিকার সৈন্যবাহিনী এই নিষিদ্ধ এলাকার এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে হতাশার স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত: একবার যদি ওখানে ঢোকার অনুমতি পেতাম আমরা!

গত সপ্তাহে তাদের সে আশা পূর্ণ হল। হোয়াইট হাউসের ম্যাপের ওপরে কমিউনিস্ট ঘাঁটিগুলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন ঘোষণা করলেন ওই ঘাঁটিগুলি থেকে কমিউনিস্টদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে হাজার হাজার অ্যামেরিকান সৈন্যদের তিনি কাম্বোডিয়ার ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন!

তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইউ-এস বিমানবাহিনী কাম্বোডিয়ার কমপম চ্যাম প্রদেশের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই প্রদেশটি "ফিস হুক" নামে কমিউনিস্ট অধ্যুষিত অঞ্চলের ভেতরে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নানান জায়গায় ভারি ভারি বাঙ্কারের ভেতরে যে সব কমিউনিস্ট সেনারা লুকিয়ে ছিল তাদের ওপরে আক্রমণ করা। আরও দক্ষিণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী অ্যামেরিকান উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় হেলিকপ্টার আর ওষুধ-পত্র নিয়ে "প্যারট বিক" নামে আর একটি কমিউনিস্ট অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। সায়গন থেকে এর

দূরত্ব হচ্ছে পঁয়তিরিশ মাইল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামেরিকার বোমারু বিমানগুলি আরও তিনটি ঘাঁটির ওপরে প্রচণ্ড বেগে বোমা বর্ষণ সুরু করল।

পেনটাগণের এই তড়িত গতিতে সবাই বিস্মিত হয়ে উঠলো। এমন কি অ্যামেরিকার সেনেটের অধিকাংশ সদস্যদেরই মনে হল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল বেঁধে উঠেছে। ঘোষণায় বেশ বোঝা গেল প্রেসিডেন্টের ঠাণ্ডা মেজাজ হঠাৎ কেমন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে।

হয়ত সত্যি। কিন্তু তার পেছনে আসল কারণটা কী?

সেই আসল কারণটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে টাইম পত্রিকা মন্তব্য করেছে: এর উত্তর পেতে হলে গত মার্চ মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যে শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেলে সেইখানে ফিরে যেতে হবে। প্রিন্স নরোদম সিহানুক তিরিশ বছর ধরে কাম্বোডিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পতন ঘটলো। কাম্বোডিয়ার সীমান্তে যে চল্লিশ হাজার উত্তর ভিয়েতনামী আর ভিয়েতকঙ ডেরা বেঁধেছিল সিহানুক তা জানতেন; কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধির জোরে তিনি তাদের দাবিয়ে রেখেছিলেন। লন নলের নয়া সরকার কমিউনিস্টদের সঙ্গে সিহানুকের এই আঁতাত নষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু লন নলের পঁয়তিরিশ হাজার সেনা রাস্তা তৈরি আর জাতীয় উৎসবে প্যারেড করা ছাড়া বিশেষ কিছুই শেখেনি। এদের সম্বন্ধে একজন বিদেশী ডিপ্লোম্যাট বলেছেন, এরা হচ্ছে "more like a peace corps than a military force."

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল উত্তর ভিয়েতনাম আর ভিয়েতকঙদের অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী মেকং নদীর উত্তরে কাম্বোডিয়ার অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে। তা ছাড়া তাদের চাল-চলন দেখে মনে হল, তারা পাঁচটি ঘাঁটির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করে ফেলবে। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হলে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের গোটা পশ্চিম সীমান্তটাই অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে।

কমিউনিস্টের এই অগ্রগতিই প্রেসিডেন্ট নিকসনকে দুর্ভাবনায় ফেলে দিল।

বিশে এপ্রিল তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারপরে প্রেসিডেণ্ট সান ক্লিমেণ্ট থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন। ফিরে এসেই তিনি শুনলেন কমিউনিস্টরা কাম্বোডিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সহর দখল করে নিয়েছে। পরের চার দিনে তারা আরও চারটি সহর অধিকার করল। তাদের মধ্যে কেপের সামুদ্রিক বন্দর হচ্ছে একটি। এই সামুদ্রিক বন্দর অধিকার করার সংবাদটি সত্যিকারের উদ্বেগজনক; কারণ এর ফলে কমপম সমের পরিবর্তে তারা এখন সমুদ্রের কিছুটা অংশে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। পাছে এই রকম একটি অবস্থা আসে এই ভয়ে লন নল সরকার কমপম সমে কমিউনিস্টদের ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্টের একজন উপদেষ্টা তাঁকে বোঝালেন: A border base is one thing. A contiguous area supplied by sea and interlocking is quite another.

লন নল সরকার হঠাৎ ভয় পেয়ে বিপদসঙ্কেত পাঠিয়ে দিল। অস্ত্র ছাড়া সে কিছুতেই এই বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। অ্যামেরিকার অনুমোদন পেয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা সোভিয়েতে তৈরি পাঁচ হাজার এ-কে ৪৭ রাইফেল পাঠিয়ে দিল। সুসংবদ্ধ কমিউনিস্টদের আক্রমণ প্রতিহত করার মত কাম্বোডিয়ার স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য বাহিনীকে ওই সময়ের মধ্যে আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করার বিন্দুমাত্র সুযোগ তখন ছিল না বললেই হয়। ইতিমধ্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দক্ষিণ ভিয়েতনাম বুঝতে পেরেছিল যে কমিউনিস্ট ঘাঁটিগুলির সবচেয়ে দুর্বল অংশ হচ্ছে পশ্চিম দিকগুলি।

বাইশে এপ্রিল প্রেসিডেনট বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউনসিলের বৈঠক ডাকলেন; কিন্তু

সেই বৈঠকে নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। কিছু একটা করতে হবে এই ভেবে পরের দিন তিনি 'ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকসন গ্রুপের' মিটিং ডাকলেন। বৈদেশিক দপ্তরে হঠাৎ কোন রকম বিপদ দেখা দিলে তড়িঘড়ি পথ বাতলে দেওয়ার জন্যে প্রেসিডেনট নিকসন এই কমিটিটি তৈরি করেন। এই কমিটিতে পাঁচজন সদস্য রয়েছেন। প্রধান সদস্য হচ্ছেন হোয়াইট হাউস বৈদেশিক দপ্তরের উপদেষ্টা হেনরী কিসিনগার; অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, সি-আই-এর প্রধান রিচার্ড হেমস; এবং জয়েন্ট চিফস চেয়ারম্যান জেনারেল আর্লি হুইলার। তেইশে এপ্রিল এই বৈঠকে চারটি গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব নেওয়া হয়:

(১) কাম্বোডিয়াকে প্রচুর সামরিক সাহায্য দান,

(২) এই বছরেরই প্রথম দিকে লাওসের ব্যাপারে যে পথ গ্রহণ করার জন্যে ওয়াশিংটন অনুরোধ করেছিল, সেই রকম কাম্বোডিয়ার সমস্যা সমাধান করার জন্যে অ্যামেরিকার পক্ষ থেকে চৌদ্দ জন সদস্যের জেনিভা কনফারেন্সকে পুনরায় আহ্বান করা।

(৩) কাম্বোডিয়ার মধ্যে বিরাট আকারে বোমা বর্ষণ,

(৪) সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান। এই চারটি পথের কোনটি গ্রহণ করা উচিৎ সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের।

প্রেসিডেন্ট নিকসন ভাবতে লাগলেন। কিন্তু সুস্থভাবে সময় নিয়ে ভাবনার সুযোগ তখন তাঁর ছিল না। ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল চব্বিশে এপ্রিল লাওস, ভিয়েতনাম, আর দক্ষিণ চীনের মাঝামাঝি কোন একটি জায়গায় ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট নেতাদের একটি শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। সেই সম্মেলনের গুরুত্ব প্রকাশ পেল এই কারণে যে চীনদেশের প্রধান-মন্ত্রী স্বয়ং চৌ-এন-লাই সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স সুপানুভঙ, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী

ফাম ভাম দণ্ড, এবং প্রিন্স নরোদম সিহানুক। রাজ্যচ্যুতির ছ' সপ্তাহের মধ্যে সেই বোধহয় প্রথম তিনি প্রকাশ্যে বেরোলেন।

তা ছাড়া, মে-ডেতে তাঁকে মাও-সে-তুঙের পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

দক্ষিণ চায়না শীর্ষ সম্মেলনে নাকি ঠিক হয়েছে যে ইন্দোচাইনিস পিপ্‌লস আর্মি" নামে একটি সামরিক জোট গঠন করা হবে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন বুঝতে পারলেন যে নম-পেনে একটি পুতুল সরকার গঠন করার জন্যে কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্টরা বেশ গভীর ভাবেই চিন্তা করছে।

চিন্তাটা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। কারণ এতদিন নিরপেক্ষ সিহানুকের ছত্রছায়ায় থেকে কমিউনিস্টরা তাদের সংরক্ষিত ঘাটিগুলির বাইরে বেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে আক্রমণ চালালেও না হয় তবু তা সহ্য করা যেত; কিন্তু হ্যানয় আর পিকিং-এর নির্দেশে তারা যদি সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল ধরে নির্বিরোধে আক্রমণ করার সুযোগ পায় তা মেনে নেওয়া বিপজ্জনক; অন্তত অ্যামেরিকা তা কিছুতেই মেনে নেবে না।

তাহলে এখন উপায় কী?

উপায় হচ্ছে লন নল সরকারকে "তাজা" রাখার জন্যে কাম্বোডিয়াতে অ্যামেরিকার অনতিবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা। ইউ-এসের আসল উদ্দেশ্য ওইটিই, যদিও প্রেসিডেন্ট নিজের মুখে সেকথা প্রকাশ করে বলেন নি।

ক্যাম্প ডেভিডে প্রেসিডেন্টের বিশ্রামাগারে বন্ধু বেবে রেবেজোর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকসন খোস গল্প করে শনিবার দিনটি কাটালেন; কিন্তু মনে মনে ইন্দোচানের কথাটাই তিনি ভাবছিলেন তখন। ওই ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তখন তাঁর ছিল না।

কাম্বোডিয়ার ওপর যে-প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল সেইগুলি

সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যে তিনি কিসিনগারকে টেলিফোন করলেন। সূর্যকরোজ্জ্বল বারান্দার ওপরে বসে দুজনে মিলে প্রস্তাবগুলি নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুই আলোচনা করলেন; তারপরে নৌবহরের "সিকোয়াতে" চড়ে কিসিনগার আর রেবেজোকে নিয়ে সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই পটোম্যাক নদীর ওপরে ঘুরে বেড়ালেন। পরের দিন, ছাব্বিশে এপ্রিল, সকালে গির্জায় গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে আবার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে অ্যামেরিকান সৈন্যদের কথা ভেবে নিকসন সত্যি সত্যিই বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। আলোচনার মধ্যে তিনি একবার বললেন: "ঠিক আছে। আজ থেকে এক বছর পরে ভিয়েতনামে যুদ্ধরত অনেক সৈন্যদের সঙ্গেই এইখানে আমি বসে থাকব। তখন তাদের আমি বলব কী?" সম্ভবত সামরিক উপদেষ্টাদের প্রস্তাবটিকেই সমর্থন ক'রে তিনি হয়ত বলতে চেয়েছিলেন যে ভিয়েতনামে তখনও যে সব অ্যামেরিকান সৈন্যরা পড়ে থাকবে তাদের রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তাছাড়া, সারা ইন্দোচীনই ভিয়েতনামে পরিণত হোক এটাও তিনি মনে প্রাণে ঠিক স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না। তবু ঠিক কোন্ পথটা তিনি গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত মনোস্থির করে উঠতে পারেন নি তিনি।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চার নম্বর প্রস্তাব, অর্থাৎ, সামরিক অভিযান চালানোর ব্যাপারটাই, নিকসনের ঘনিষ্ঠ মহল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ বলে মনে করেছিল। এ বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ ছিল একমাত্র রজার্সের [পররাষ্ট্র সচীব]; এর ফলে আন্তর্জাতিক আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেইটা ভেবেই তিনি সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছিলেন। সাতাশে এপ্রিল "সেনেটের ফরেন রিলেসানস কমিটিতে" তিনি বলেছিলেন: প্রেসিডেণ্টের

সমস্যাটা হচ্ছে: "আপনারা কি অর্থহীনভাবে যুদ্ধ চালাবেন? না, যুদ্ধের রীতির কিছুটা রদবদল করবেন?" তাঁর চুটকি মন্তব্য থেকেই ধরে নেওয়া গিয়েছিল যে যুদ্ধ পরিচালনার প্রকৃতি পরিবর্তন করা হবে কিনা সে বিষয়টা নিয়ে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। তবে কী হচ্ছে, হলে, কবে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যায় নি। ফলে দুদিন পরে আসল ঘটনাটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন কয়েকজন সদস্য প্রতারিত হয়েছেন বলে মনে করলেন। তবুও, তখনও পর্যন্ত নিকসন মনোস্থির করে উঠতে পারেন নি। আরও কয়েকজনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন তাঁর পূর্বতন আইন ব্যবসায়ী বন্ধু, এবং বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেল জন মিচেল। মিচেলের উপদেশ হচ্ছে: পরিকল্পনাটি যদি সফল না হয় তাহলে দারুণ রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দেবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কটিই হল সব চেয়ে বিজ্ঞ পথ।

সমস্ত আলোচনার মধ্যে একটা বিষয়েই সবচেয়ে বেশী ভাবনার কথা ছিল। সেটা হল এই যে, কাম্বোডিয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। স্পষ্টত, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হলে, লন নল সরকার অন্তত বাইরে কাম্বোডিয়ার সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে দৃঢ়সংকল্প। তাছাড়া এই মাসেরই শেষের দিকে ইন্দোনেশীয়া এশীয় রাজ্যগুলির যে একটি সম্মেলন ডেকেছিল তাতে কূটনীতি আর অস্ত্র সাহায্যের দিক থেকেও লন নল সরকার কিছুটা লাভবান হতে চেয়েছিল। নড়বড়ে সরকারকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করার ভয়ে কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট ঘাঁটিগুলির ওপরে আক্রমণ চালানোর জন্যে নম-পেনের "লিখিত ভাবে সাহায্য আহ্বান করার আইনগত কচকচি" বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যামেরিকা। এর অর্থই হচ্ছে উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে জেনিভায় যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি ওয়াশিংটন প্রকাশ্যেই অস্বীকার করছে [যদিও এই চুক্তি সে সই করে নি; তবু বলেছিল যে সেই চুক্তি

সে মেনে নেবে।] অস্বীকার করছে কাম্বোডিয়ার নিরপেক্ষতা। তবু পরোক্ষে ইউ-এস যে লন নল সরকারের কাছ থেকে সেই অনুরোধ পেয়েছিল সেকথাও একেবারে মিথ্যে নয়। কাম্বোডিয়ার পররাষ্ট্রসচীব, জেম সমবর, তাঁর সরকারের ক্ষীণ প্রতিবাদ জানানোর সময়ে সেই কথাটাই বলেছিলেন। মুখের ওপরে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি ফুটিয়ে তুলে তিনি বলেছিলেন: নীতির দিক থেকে এই রকম কাজের প্রতিরোধ করতে আমরা বাধ্য।"

সোমবার কিসিনগারের মাধ্যমে নিকসন আরও কিছু "নির্ভেজাল তথ্য" সংগ্রহ করলেন। সেই কিছুর মধ্যে ছিলেন সায়গনে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাঙ্কার, আর জেনারেল ক্রেটন অ্যাব্রামস এর প্রস্তাব। তাঁদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউসে ফিরে গেলেন; অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেগুলি পড়লেন। পরের দিন সকালে তিনি রজারসকে ডাকলেন, ডাকলেন কিসিনগার আর লেয়ার্ডকে; তাঁদের কী বলার রয়েছে তা শুনতে চাইলেন। তাঁদের মত হচ্ছে, অ্যামেরিকার সমর উপদেষ্টারা যে কেবল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেনাদের সঙ্গেই কাম্বোডিয়াতে ঢুকবে তা-ই নয়; সেই সঙ্গে অ্যামেরিকান সৈন্যেরা দ্বিতীয় আক্রমণ হিসাবে "ফিশ হুকে"র ওপরেও অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই আক্রমণের জন্যে কমিউনিস্টরা প্রস্তুত থাকবে না।

শেষ হল আলাপ আলোচনা।

The orders were quickly passed to a delighted South Vietnamese President Nguyen Van Thiew. As Nixon retired to the luxuriant White House Rose Garden to work on his speech, U S. Warplanes and artillery began softening up the Sanctuaries.

পয়লা মে ভোর রাত্রিতে প্রায় দশ হাজার অ্যামেরিকান আর সায়গনের ভাড়াটে সেনারা "শত-শত ট্যাঙ্ক, ১০৫ এম-এম কামান

হাউ-উইটজার, বোম্বার, হেলিকপটার গানশিপ" নিয়ে কাম্বোডিয়ার বুকে বিদ্যুতের মত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হেলিকপটার আর অন্যান্য বোমারু বিমানে আকাশ গেল ছেয়ে। ডজন-ডজন 'বি-৫২ বোমারু বিমান আর প্রায় একশ কুড়ি মাইল রেনজের কামান গর্জে উঠলো এক সঙ্গে, পাঁচটি গ্রাম আর ফরাসীদের রবার চাষের ক্ষেত ধ্বংস হয়ে গেল একেবারে।

নাজি ব্লিট্‌স্‌ক্রীগ্‌কেও হার স্বীকার করতে হল এই অভিযানের তীব্রতার কাছে।

প্রসিডেনট নিকসনের নির্দেশ কাম্বেডিয়াতে কমিউনিসট ঘাঁটি নির্মূল করে দাও। শত্রুদের শেষ রেখ না।

১৯৫৪ সালে ফরাসীরা যখন যুদ্ধে হারছিল তখন এই নিকসন সাহেবই নাকি ইন্দোচীনে অ্যামেরিকান সৈন্যদের সরাসরি যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। পেনটাগনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ইনি বললেন: It is the beginning of the operation, but it is going ahead on schedule. I had a very good briefing and we also discussed plans for further action.

অর্থাৎ যুদ্ধ সুরু হল; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা কাজ সুরু করেছি। যেটুকু তথ্য আমার হাতে এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক এবং এর পরে আমরা কী করব সেবিষয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

এরই নাম হল অপারেশন তোয়াহাং—অর্থাৎ পূর্ণবিজয়।

ব্রিগেডিয়র জেনারেল রবার্ট স্নুমেকার এর সর্বাধিনায়ক।

এই অভিযানের মধ্যে রয়েছে এয়ার ক্যাভালরি ডিভিসনের তিনটি ব্রিগেড, অ্যামেরিকান এগার নং আরমার্ড ক্যাভালরি রেজিমেন্টের দুটি ব্যাটালিয়ন, আর দক্ষিন ভিয়েতনামের তিনটি ব্যাটালিয়ন হাওয়াই সৈন্য। পরিকল্পনা হচ্ছে, এক দিকে হাওয়াই

সৈন্য আর একদিকে এগার নং ক্যাভালরির পঞ্চাশটনি ট্যাঙ্কে সুসজ্জিত অগ্রগামী সৈন্যের চাপে কমিউনিসটদের চিপটে মারা। হাওয়াই সৈন্যেরা উত্তর দিকে পালানোর পথ বন্ধ করে দেবে; আর ক্যাভালরি কমিউনিসটদের পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাবে উত্তরে। সেই সময় হাওয়াই সেনারা কাম্বোডিয়ার ভেতরে ঢুকে দক্ষিণ পশ্চিম দিক আক্রমণ করবে, আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী রেনজার বাহিনী আর সীমান্তের সাঁজোয়া বাহিনী অবরোধ করবে পূর্ব দিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত বড় আগ্নেয় অস্ত্রের সমাবেশ এর আগে আর কোথাও দেখা যায় নি। বিরাশীটি বিরাট কামান [এদের পাল্‌লা প্রায় কুড়ি মাইলের মত] একশ পাঁচ মিলিমিটার কামানের পাঁচটি ব্যাটারি, একশ পঞ্চান্ন মিলিমিটার কামানের সাতটি ব্যাটারি, উচ্চমানের হাউইটজার চার ব্যাটারি, এবং একশ পঁচাত্তর মিলিমিটারের ছ'টি কামান, এরা ছাড়া কামান বসানো কয়েকশ এয়ার ক্র্যাফট আর হেলিকপটার কাজে লাগানো হয়েছে বাড়তি বোমা ফেলার জন্যে।

প্রায় ছ'হাজার অ্যামেরিকান সৈন্য "ফিশ হুকের" তিনশ কুড়ি মাইল উত্তরে বিরাট পুরোভাগ নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে; দক্ষিণ ভিয়েতনামের কুড়ি হাজার ভাড়াটে সেনা অ্যামেরিকান উপদেষ্টাদের সঙ্গে "প্যারটস বিকে" জমায়েত হচ্ছে।

দোসরা মে কাম্বোডিয়া আর তার সীমান্তে কমিউনিসট এবং অকমিউনিসট সৈন্যদের কোথায় কী রকম সমাবেশ ঘটেছিল তারই একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান পাশে তুলে দিলাম। এই পরিসংখ্যান থেকেই দু'পক্ষের সামরিক অবস্থার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

কমিউনিসট সৈন্য	অকমিউনিসট সৈন্য
(ক) লাওস :—	
(১) প্যাথেট লাও : ৩০.০০০	(১) লাওসের সরকারী বাহিনী : ৬৫.০০০
(২) উত্তর ভিয়েতনামী : ৬০.০০০	(২) সঙ্গে রয়েছে অ্যামেরিকার অনিয়মিত সাহায্য আর হাওয়াই সেনা
(খ) থাইল্যানড :—	
(১) কমিউনিসট গেরীলা : ৩.০০০	(১) সরকারী বাহিনী : ১.২৬.০০০
	(২) অ্যামেরিকান সৈন্য : ৪০.০০০
(গ) ভিয়েতনাম :—	
(১) উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্য : ১.০০,০০০	অকমিউনিসট বাহিনী বলতে কিছু নেই।
(২) ভিয়েতকঙ : ৪০.০০০	
(৩) অনিয়মিত সৈন্য : ১.০০.০০০	
(ঘ) দক্ষিণ ভিয়েতনাম :—	
কমিউনিসট বাহিনী বলতে কিছু নেই।	(১) সরকারী বাহিনী : ৪.৭১.০০০
	(২) প্যারা মিলিটারি : ৫.৭৩.০০০
	(৩) অ্যামেরিকান সৈন্য : ৪.১০.০০০
(ঙ) কাম্বোডিয়া :—	
(১) ভিয়েতনামী সৈন্য : ৪০.০০০	(১) সরকারী বাহিনী : ৪.০০০
	(২) দক্ষিণ ভিয়েতনামী আর অ্যামেরিকান সৈন্যের সংখ্যা ৩০.০০০ ; কিছু বেশীও হতে পারে।

দোসরা মে-র এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় প্রেসিডেনট নিকসনের "অপারেশন তোয়াহাং" কতখানি সুপরিকল্পিত ছিল।

প্রেসিডেনট নিকসনের এই যুদ্ধ ঘোষণায় সারা বিশ্বে, এমন কি, তাঁর নিজের দেশেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এডম্যানড বার্ক একবার অ্যামেরিকার চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইংলণ্ডের শাসকচক্রকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন: বেশী পিঁড়িলাফ দিয়ো না বাপু; ওরা বড় শক্ত জাত। কাম্বোডিয়ার ভেতরে নাক গলানোর মধ্যে যে অনেক ঝুঁকি রয়েছে সেটা বুঝতে পেরেই নিকসন সাহেব হাবেভাবে জানিয়ে দিলেন এই যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের ওপরে অ্যামেরিকার জাতীয় চরিত্র নির্ভর করছে, এটা হচ্ছে তার "ধর্মীয়" যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই অ্যামেরিকা তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পাবে, কিন্তু টাইম পত্রিকার ভাষায় "the manner in which he did it seemed deliberately designed to divide the country further. He made a glib, not to say demagogic, connection between foreign aggression and domestic dissent. Said he. "We live in an age of anarchy both abroad and at home".

কথাটা মিথ্যে নয়। অ্যামেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনগুলিতে গত এক সপ্তাহ ধরেই কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সিহানুকের পদচ্যুতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনীতির দিক থেকেও অ্যামেরিকা বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছে। নিকসনের ঘোষণার আগেই "হ্যারিস পোলে"র মাধ্যমে বোঝা গিয়েছিল জনসাধারণ কী চায়। সেই "পোলে" শতকরা উনষাট ভাগ মানুষ লাওস বা কাম্বোডিয়াতে য়ুনাইটেড স্টেটস-এর কোন রকম হস্তক্ষেপ পছন্দ করে নি। ডেট্রয়েটে "ফ্রি প্রেসের" তত্ত্বাবধানে যে 'পোল' নেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা গেল অ্যামেরিকার কাম্বোডিয়াতে কোন রকম ঝুঁকি নেওয়ার বিরুদ্ধে শতকরা পঁচাত্তর জন ভোট দিয়েছিল।

অবশ্য হোয়াইট হাউসের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় প্রেসিডেণ্টের পক্ষে ভোট পড়েছে ছয়, আর বিপক্ষে পড়েছে এক। কিন্তু সেনেটের রিপাবলিকান সদস্য হিউ স্কটের কাছে যে সব 'তার' এসেছিল সেগুলি থেকে বোঝা যায় যে কাম্বোডিয়াতে আমেরিকার কোন সামরিক অভিযানের বিপক্ষে ভোট পড়েছে কুড়ি, পক্ষে পড়েছে এক। এমন কি যে সমস্ত অ্যামেরিকানরা জয়লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী তারাও প্রেসিডেণ্ট নিকসনের কাম্বোডিয়াতে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে কোন রকম উৎসাহ প্রকাশ করে নি। "At worst, there was the feeling summed up in the bitter commeut of a NASA official in Houston. "I guess Nixon wanted his own war."

কাম্বোডিয়াতে মার্কিন সৈন্য পাঠানোর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনগুলির মধ্যেও আবার নতুন গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে শান্ত প্রিন্সটনেও প্রায় দুহাজার ছাত্রছাত্রী 'সাময়িকভাবে" ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। নিউ হ্যাভেন-ও এই আন্দোলন থেকে অব্যাহতি পায় নি। কেণ্টের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীদের ওপরে চৌঠো মে ওহিয়োর রক্ষীবাহিনী ৩৫ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে চারজনকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন দুজন ছাত্রী। দেশের ১১০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮৭ হাজার ছাত্রছাত্রী নিকসন সরকারের আইন সচীব মিচেলকে পদত্যাগ করার জন্যে আন্দোলন করেছে। দি নিউ মোবিলাইজেশন কমিটি ঘোষণা করেছে যে নয়ই মে তারা হোয়াইট হাউসে মিছিল বার করবে।

য়ুনাইটেড স্টেটস-এর সেনেট ও চুপ করে বসে নেই। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে দি সেনেট ফরেন রিলেশনস কমিটি ইন্দোচীনে অসংবিধানিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নিকসন-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তারা মনে করে এরকম ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার কোন ক্ষমতা নিকসনের নেই।

"It said by sending thousands of American troops into Cambodia, the Administration showed it was ignoring the powers of the Congress and its previously expressed opposition to sending troops into battle without specific approval of the legislative Branch........

"The Senate Committee report noted that President Nixon 'did not think it necessary to explain what he believed to be the legal ground on which he was acting other than to refer to his powers as Commander-in-cheif of the armed forces.

মার্কিন কূটনৈতিক অ্যাভারেল হ্যারিম্যান বলেছেন: দেশের মধ্যে আর বাইরে আমাদের যে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে তা বিচার করলে কাম্বোডিয়াতে সামরিক সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই।" ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাক্তন মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হামফ্রে মন্তব্য করেছেন: 'রাষ্ট্রপতি কাম্বোডিয়ায় সৈন্য প্রেরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এর ফলে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটবে; আর দেশের মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে বিভেদ আর হিংসাত্মক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে।

দেশের বাইরের অবস্থা আরও খারাপ। পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন সহরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। স্পেনের বার্সিলোনাও পিছিয়ে নেই। অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ, এডিলেড, ব্রিসবেন —কোথাও নিকসনবিরোধী বিক্ষোভের শেষ নেই। প্যারিসের ভিন্‌সিনেস পার্কে হাজার হাজার কণ্ঠে নিকসনবিরোধী ধ্বনি উঠেছে। ইতালি, জাপান, সেখানেও মিছিলের কমতি দেখা যায় নি। কলকাতায় ছাত্র আর বারই জুলাই কমিটির আহ্বানে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মিছিল করে অ্যামেরিকার কনসাল জেনারেলের বাড়ীর কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী [যদিও রাশিয়া নির্বাসিত সিহানুকের প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে কিছুটা দেরি করেছিল] কোসিগিন বলেছেন : Nixons' action has raised the question as to the value of agreements with a country which violets its commitments so unceremoniously as the U. S. has done in Indo-China.

এমন কি অ্যামেরিকার পয়লা নম্বরের তাঁবেদার রাষ্ট্র ফিলিপাইন্সের রাজধানী ম্যানিলাতেও প্রায় চারশ ছাত্রছাত্রী য়ুনাইটেড-স্টেটসবিরোধী ধ্বনি তুলে সরকারী পুলিশবাহিনীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আটই মে ম্যানিলা থেকে রয়টার যে সংবাদ পাঠিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় একটি বিরাট মিছিল নিকসনবিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে অ্যামেরিকান এমব্যাসীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের হাতে যে সব পোষ্টার ছিল সেগুলির ওপরে বেশ বড় বড় হরফে লেখ ছিল : "Long live the Cambodian people". "Nixon, how many Cambodians have you killed ?" "Down with the Lon Nol Government". সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বেশ শক্তিশালী বোমা ফাটার শব্দ হয় ; অ্যামেরিকান এমব্যাসীর বাড়ীটি কেঁপে ওঠে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ভারত সরকার এই আক্রমণকে "বিপজ্জনক" বলে চিহ্নিত করেছেন।

ফরাসী সরকার কাম্বোডিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে অ্যামেরিকার হস্তক্ষেপের নিন্দে করে বলেছে : It aggravates, prolongs, and extends the conflict"

জেনারেল দ্য'গল উনিশ শ' ছেষট্টি সালে তাঁর 'নম-পেন ভাষণে" ইন্দোচীন থেকে অ্যামেরিকান সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি করেছিলেন। ফরাসী সরকার সেই দাবিকেই নতুন করে প্রকাশ করল।

ক্রুদ্ধ জনতার চাপে পড়ে ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি বলতে বাধ্য হলেন : ঠিক এই সময়ে যুদ্ধ বিস্তৃতি পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার পথে ভীষণ অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে।

লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল করে পোস্টার উঁচিয়ে অ্যামেরিকার এমব্যাসীর সামনে গিয়ে চিৎকার করেছে : 'Yankee pigs out. Ho-Chi-Minh, we shall fight, we shall win.''

নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে হাজার-হাজার মানুষ ইউ এস কনসাল জেনারেল অফিসের সামনে নিকসনের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে।

এমন কি হংকঙে এক হাজার অ্যামেরিকান নিকসনী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কিন্তু তাই বলে নিকসন সরকারের বন্ধু যে নেই সেকথাও সত্যি নয়।

সিনেট মাইনরিটি নেতা স্কট বলেছেন : প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে উত্তর ভিয়েতনাম এতদিন ভিজে বিড়াল বলে ভাবতো। এখন তারা বুঝতে পারছে তিনি বিড়াল নয়, বাঘ।

উঁচু পর্যায়ের একজন ইসরেলি ডিপ্লোম্যাট বলেছেন ; ইউ-এস জন নল সরকারকে যদি ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়, রাশিয়া ভাববে অ্যামেরিকা ভয় পেয়ে গিয়েছে! আমাদের কাছে সেটি একটি দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

নিকসন সাহেব নিজেও তা জানতেন ; জানতেন বলেই তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাতেই তিনি বলেছিলেন : "I would rather be a one-term President and do what I believe is right than be a two-term President at the cost of seeing America become a second-rate power"

নিকসনের ঘোষণায় পেনটাগণ খুশি হয়েছে, খুশি হয়েছে সেনট্রাল ইনটেলিজেনস এজেন্সী, আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতে কি অ্যামেরিকা রেহাই পাবে ?

নিকসনের সমর্থকেরা বলে, পাবে; অন্তত, একটি বছরের জন্মে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অ্যামেরিকান সৈন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। এদের মধ্যে আগামী চারটি মাস বর্ষা নেমে আসার দরুণ কমিউনিস্টরা দূরে সরে থাকবে ; তারপরে আরও আটমাস তাদের লাগবে ওই সব পরিত্যক্ত ঘাঁটিগুলিতে ফিরে আসার জন্মে ; কিন্তু সেই এক বছরের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর নম-পেন তাদের সার্থক ভাবে ঠেকিয়ে রাখার জন্মে মোটামুটি রকমের কায়েমি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করে ফেলবে।

অনেকে হেসে বলে : কমিউনিস্টদের হঠানো অত সহজ নয়। সহজ হলে, তিন বছর আগেই ভিয়েতনামের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ওরা আবার ফিরে আসবে, এবং ওদের ওই নিরাপদ ঘাঁটিতে বসে অ্যামেরিকান সৈন্যদের ওপরে গোলা বর্ষণ করবে।

এরকম একটা সম্ভাবনাকেও নিকসন সরকার একেবারে বাতিল করে দিতে পারেন নি। এইসব কমিউনিস্ট গেরিলারা যে কী ধাতু দিয়ে গড়া লিনডন জনসনের মত ধুরন্ধর মার্কিন প্রেসিডেন্ট-ও তা পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। নিকসনের ধারণা, বর্তমানে উত্তর ভিয়েতনামের সামরিক প্রস্তুতি দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর ইন্দোচীনের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সামরিক প্রস্তুতির চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। কাম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট ঘাঁটিগুলির ওপরে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে সেই শক্তিকে আরও দুর্বল করে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে প্যারিস বৈঠকে উত্তর ভিয়েতনামকে জোর করে সন্ধি চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা যাবে।

এই একই অজুহাতে ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিনডন জনসনও উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণের অনুমতি দিয়াছিলেন

কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম এতদিন ধরে পরাক্রান্ত মার্কিন সরকারের সঙ্গে এমন দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করে এসেছে যে এত সহজে মাথা নিচু করতে তারা রাজি হবে না। রাশিয়া আর চীনের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্যের কথা বাদ দিলেও, ক্রমবর্দ্ধমান বিশ্ব জনমত তাদের অনুকূলে; এমন কি অ্যামেরিকার বিপুল জনমতকেও তারা নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে সমর্থ হয়েছে। উত্তর ভিয়েতনাম জানে, আজ হোক, আর কাল হোক, দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে অ্যামেরিকাকে সরে যেতে হবেই।

অ্যামেরিকার কাছেও প্রেসিডেন্ট জনসন, আর প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ কোন ফারাক নেই। দুজনের মূল নীতি হচ্ছে ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, দিনের পর দিন যুদ্ধের সীমারেখা বাড়িয়ে দাও; অথচ, মুখে স্পষ্ট করে কোন সময়েই তাঁরা সে কথা বলেন নি। দেখান, অ্যামেরিকার স্বার্থটাই তাঁদের কাছে সব সময়ে বড়। অন্য দেশে গিয়ে এই জন্যেই তাঁরা যুদ্ধ করছেন। এদিক থেকে দুজনের মধ্যে ঐক্য যে কতটা তা তাঁদের বক্তৃতার চরিত্র দেখলেই বোঝা যাবে।